সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 18
12 -18 May 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ১৮
২৯ বৈশাখ ১৪২৪
১৪ শাবান ১৪৩৮ হিজরী

বার্মিংহ্যামে বাঙালি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া

স্কুল ট্রিপে গিয়ে লাশ হলো জান্নাত

দেশ রিপোর্ট: স্কুল ট্রিপে গিয়ে লাশ হয়ে ফিরেছে লেস্টারের বাসিন্দা বৃটিশ-বাংলাদেশী শিশুকন্যা ইভা জান্নাত। গত মঙ্গলবার স্ট্যাফোর্ডশায়ারের ড্রেইটন ম্যানোর থিম পার্কের রাইড 'স্প্লাশ কেনইয়ন' থেকে পানিতে পড়ে গিয়ে মারাত্মক আহত হয় ১১ বছরের শিশু জান্নাত। সেখান থেকে দ্রুত তাকে বার্মিংহাম চিলড্রেন্স হসপিটালে নেওয়া হলেও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণ হারায় সে। এ ঘটনায় স্থানীয় কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ইভা জান্নাতের পরিবারের পক্ষ থেকে এক শোক বাণীতে বলা হয়েছে, ইভা ছিল '' ভালোবাসায় পরিপূর্ণ চমৎকার একটি ছোট মেয়ে''। ইভার মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে দ্রুত হস্তান্তর এবং তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ড্রেইটন ম্যানোর থিম পার্কের ওই রাইডটি বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে ইভার পরিবার।

ইভা জান্নাতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার বন্ধ রাখা হয়েছিল ড্রেইটন ম্যানোর থিম পার্ক। ইভার স্কুল লেস্টারের জামিয়া গার্লস একাডেমিও বন্ধ ছিল বুধবার। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ইরফানা বরা এক বিবৃতিতে বলেন, ইভা ছিল ''চমৎকার ও মিষ্টি প্রকৃতির এক মেয়ে যাকে সবাই ভালোবাসতো।

পৃষ্ঠা ৩৯

ইস্ট লন্ডন মসজিদ পরিদর্শন করলেন প্রিন্সেস এ্যান

দেশ রিপোর্ট : বৃটেনে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের একমাত্র কন্যা প্রিন্সেস এ্যান যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনকালে তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা সময় অবস্থান করেন এবং মসজিদের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি মসজিদের নানামুখী কার্যক্রম দেখে অভিভূত হয়ে বলেন, 'একটি মসজিদ থেকে এতোগুলো সার্ভিস প্রদান করা হয় তা আমার জানা ছিলো না।' এসময় তিনি মসজিদের বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে তাঁর বিভিন্ন প্রজেক্টের সমন্বয়ের মাধ্যমে পার্টনারশীপ ভিত্তিতে কাজ করারও আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের আমন্ত্রণে ৯ মে মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় তিনি লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রধান ফটকে এসে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মসজিদের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, সেক্রেটারি আইয়ুব খান, ট্রাস্টি ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী ও নির্বাহী পরিচালক দেলওয়ার খান। এলএমসি রিসেপশন থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মারিয়াম সেন্টারে নন-মুসলিম ভিজিটিং সেন্টারে। সেখানে প্রজেক্টারের মাধ্যমে তাঁর সম্মুখে মসজিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। এরপর মসজিদের আর্কাইভ পরিদর্শন করেন। পর্যায়ক্রমে প্রিন্সেস এ্যান

পৃষ্ঠা ৩৮

সাপ্তাহিক দেশ'র সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড

'রিয়া' মোস্ট রিলায়েবল মানি ট্রান্সফার কোম্পানী

এই অ্যাওয়ার্ড আমাদের জন্য সম্মানের- রিয়া ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

দেশ রিপোর্ট: মোস্ট রিলায়েবল বা সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মানি ট্রান্সফার কোম্পানী হিসেবে সাপ্তাহিক দেশ'র আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলো 'রিয়া'। গত ৪ মে বৃহস্পতিবার দুপুরে পূর্ব লন্ডনের ক্যানারী

পৃষ্ঠা ২৩

রুশানারা আলীর ভোট ব্যাংকে মাসরুরের হানা

প্রার্থী বাছাইয়ে ভাবছেন ভোটাররা

দেশ রিপোর্ট: টাওয়ার হ্যামলেটসের বেথনালগ্রীন ও বো আসনকে বলা হয় লেবার পার্টির সেইফ সীট। অর্থাৎ এই আসনে একবার যিনি লেবার দল থেকে এমপি নির্বাচিত হন তিনি পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে কোনো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই বিজয়ী হয়ে থাকেন। নির্বাচনের সময় তাঁকে তেমন কোনো ক্যাম্পেইন করতে হয় না। এই আসনের সদ্যসাবেক এমপি রুশানারা আলী আসন্ন নির্বাচনে কোনো ধরনের

নির্বাচিত হলে আমি হবো সবচেয়ে জনসম্পৃক্ত এমপি - আজমাল মাসরুর

জনসম্পৃক্ততা নিয়ে লেকচারের দরকার নেই, জনগণ জানে তাঁদের জন্য কী করছি- রুশানারা আলী

পৃষ্ঠা ৩৯

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

100% Free ESOL courses for taxi drivers

Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.

To book your ESOL exam please call 02070961188

EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning

Training Venue: Osmani centre

- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.

M: 07539 316 742

221 Whitechapel Road, (2nd Floor) London E1 1DE

ABDUL HAQUE CHOWDHURY

34 Cont...

জামিয়া মোহাম্মদিয়া হাড়িকান্দী

জকিগঞ্জ, সিলেট, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ : হাফিজ মাওলানা এনামুল হক মোবাইল নং- 07853150744 web:www.harikandizamea.com E-mail: jameaharikandi@Gmail.com

ফান্ড রেইজিং আপিল ১৬ মে-২০১৭ মঙ্গলবার, বিকাল ৫টা ৩০মিনিট থেকে
চ্যানেল আই স্কাই 833

মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা শায়খ আব্দুল গণী রহ. স্মৃতি বিজড়িত জামিয়া মোহাম্মদিয়া হাড়িকান্দী

সিলেটের জকিগঞ্জ থানার একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রায় একশত বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রসায় ছেলে মেয়েদের পৃথকভাবে ১ম শ্রেণি থেকে টাইটেল পর্যন্ত পড়ানো হয়। যে ছাত্ররা আজ বাংলাদেশ সহ বিশ্বের নানা দেশে দ্বীন ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত। জামিয়া মোহাম্মদিয়া হাড়িকান্দী (মাদ্রাসার) ছাত্ররা দালানের অভাবে ক্লাস রুমেই রাত্রি যাপন করে। আর্থিক অনটনে পর্যাপ্ত টয়লেট নির্মান করা যাচ্ছেনা। আগামী দিনের আলেম এই ছাত্রদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে জামিয়া মোহাম্মদিয়া হাড়িকান্দী মাদ্রাসার ফান্ড রেইজিং ১৬মে, মঙ্গলবার, বিকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে চ্যানেল আইতে। দ্বীনি এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা করে অশেষ নেকি হাসিল করুন।

আপনি যে ভাবে সহযোগিতা করতে পারেন

বিল্ডিং বাবদ

একটি রুম তৈরী	£ ৩০০০
এক টন রড এর ক্রয় মূল্য	£ ৪৫০
এক শত ফুট পাথর ক্রয় মূল্য	£ ১৩০
এক হাজার ইট ক্রয় মূল্য	£ ৯০
একটি দরজা ক্রয় মূল্য	£ ৯০
একটি জানালা ক্রয় মূল্য	£ ৫০
এক শত ফুট বালি ক্রয় মূল্য	£ ৩৫
পাঁচটি সিলিং ফ্যান ক্রয় মূল্য	£ ১২০
পাঁচ ব্যাগ সিমেন্ট ক্রয় মূল্য	£ ২০

বোর্ডিং বাবদ

একটি গরু ক্রয় মূল্য	£ ৩৫০
এক দিনের বোর্ডিং এর খরচ	£ ১০০
এক বেলা খাবার	£ ৫০

শিক্ষা ব্যবস্থা বাবদ

হিফজ শাখার একজন শিক্ষকের মাসিক বেতন	£ ৮০
একজন হাফিজ ছাত্র স্পন্সর	£ ৬৫০
দাওরায়ে হাদিসের একসেট কিতাবের ক্রয় মূল্য	£ ৫০

আমাদের জামিয়ার একাউন্ট নম্বার

ACCOUNT NAME : JAMEA MUHAMMADIA HARIKANDI
BANK NAME : HSBC BANK PLC
ACCOUNT NO : 32197154
SORT CODE : 40-02-34

সৌজন্যে
Mr. M. Ahmed
Managing Director
EB Property Services
438 High Street North
Manor Park, London, E12 6RH
Mo: 079 5611 9026

MADISON
STEAK & LOBSTER

FREE PARKING AVAILABLE

Tel: 020 7247 0679
51 Raven Row, London E1 2EG
www.madisonsteakandlobster.com

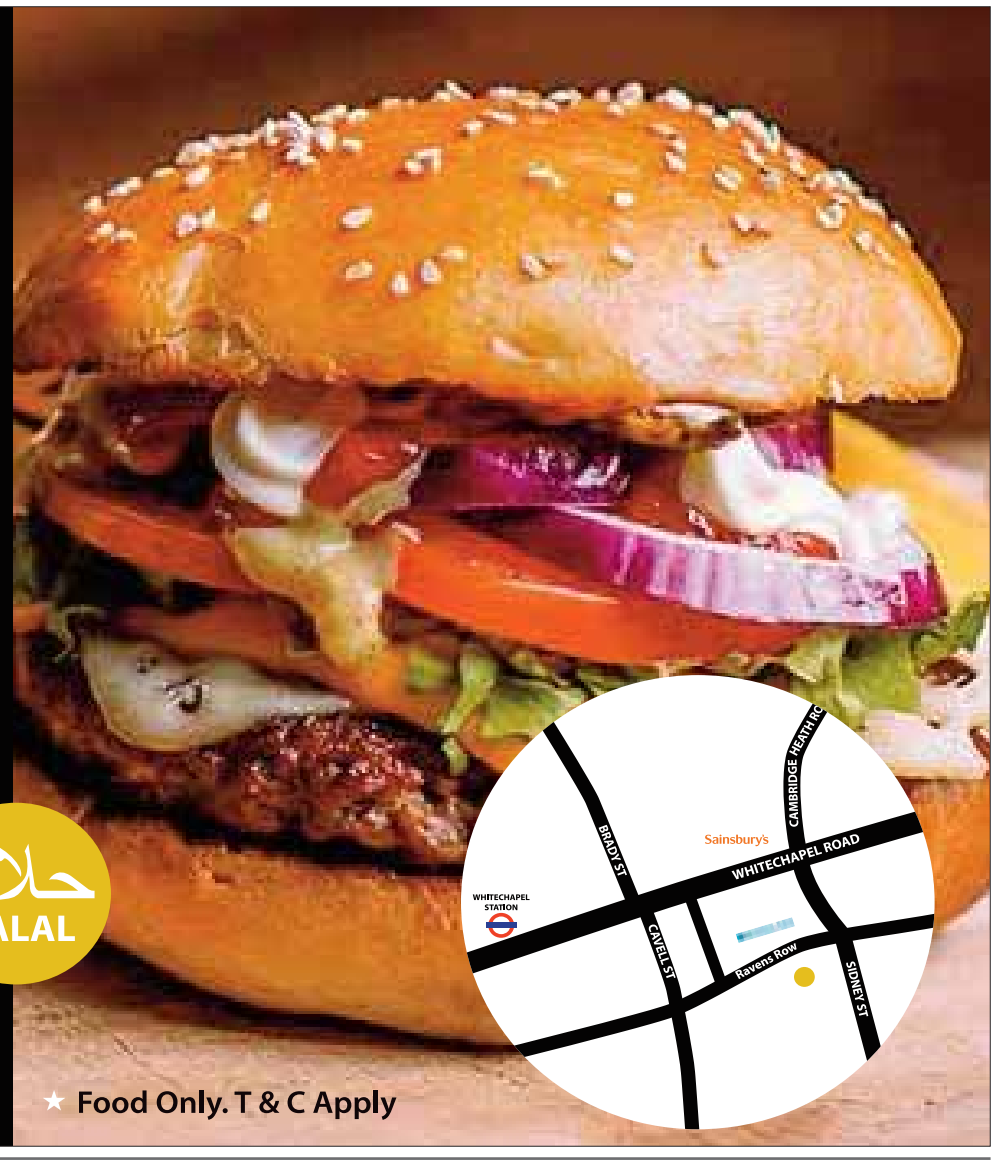

★ Food Only. T & C Apply

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WWW.WEEKLYDESH.CO.UK WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

মাইল এন্ডে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড

জামানূর ইসলামের জানাজা শুক্রবার

দেশ রিপোর্ট: পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ডে ছুরিকাঘাতে নিহত বৃটিশ-বাঙালি তরুণ সৈয়দ জামানুর ইসলামের (২০) নামাজে জানাজা ১২ মে

পৃষ্ঠা ৩৮

বিয়ানীবাজার পৌরসভার প্রথম মেয়র আব্দুস শুকুর

সিলেট, ৯ মে : বিয়ানীবাজার পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুস শুকুর। গত ২৫ এপ্রিল নির্বাচনে স্থগিত হয়ে যাওয়া ৩নং ওয়ার্ডের ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সোমবার অনুষ্ঠিত নির্বাচন শেষে বেসরকারিভাবে শুকুরকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। নৌকা প্রতীকে আবদুস শুকুর মোট ৫০৮২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আবু নাসের পিন্টু পেয়েছেন ৩৮৯২ ভোট। সোমবার বিয়ানীবাজার পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ড কসবা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আবদুস শুকুর পেয়েছেন ১৬১১ ভোট। অপরদিকে, আবু নাসের পিন্টু পান ২৬৭ ভোট। গত ২৫শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত বিয়ানীবাজার পৌরসভা নির্বাচনে কসবা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়। দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও জাল ভোট প্রদানের অভিযোগে কমিশন এ সিদ্ধান্ত নেয়।

পৃষ্ঠা ২৫

১৪ মে বৈশাখী মেলা

দেশ ডেস্ক : ১৪ মে, রোববার বাংলা টাউনে বৈশাখী মেলা ১৪২৪। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে বাংলা টাউনের ওয়েভার্স ফিহ্বে এই মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

গতবারের মতো এবারের মেলায় মূল আয়োজনও হবে ওয়েভার্স ফিহ্বে। সেখানেই থাকবে প্রধান মঞ্চ এবং সব ধরনের স্টল।

এছাড়া শিশুদের বিনোদনের জন্য থাকবে ফান ফেয়ারের ব্যবস্থা।

ব্রিকলেনের বাক্সটন স্ট্রীট থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালীর মাধ্যমে মেলা শুরু হবে ঐদিন বেলা ১১টায়। টাওয়ার হ্যামলেটসের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিবেন। বিভিন্ন স্ট্রীট প্রদক্ষিন শেষে র‍্যালী গিয়ে মিশবে ওয়েভার্স ফিহ্বে। এরপরই মেলার মূল মঞ্চ থেকে

পৃষ্ঠা ২৫

সংবাদ সম্মেলনে সকলের সহযোগিতা কামনা

দ্বিতীয় 'ইস্টউড অ্যাওয়ার্ডস' আয়োজনে ব্যাপক প্রস্তুতি

লন্ডন, ১২ মে : মিউজিক, আর্টস এবং মিডিয়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের মেধা, যোগ্যতা ও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁদের কাজের স্বীকৃতি ও সম্মাননা জানাতে আগামী বছর ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ইস্ট উড' এর দ্বিতীয় অ্যাওয়ার্ডস সিরিমনি । এ উপলক্ষ্যে গত ৯ মে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ফিলড গেইট স্ট্রীটের একটি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অ্যাওয়ার্ডস কমিটির পরিচালক বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিনহাজ কিবরিয়া। তিনি বলেন, গত বছর 'ইস্ট উড অ্যাওয়ার্ডস' সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এবার দ্বিতীয়বারের মত বর্ধিত পরিসরে এই অ্যাওয়ার্ডস সিরিমনি আয়োজন করা হয়েছে। এতে ৮টি বিভাগে এবং বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে এই সম্মাননা প্রদান করা হবে। অ্যাওয়ার্ড গুলোর ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে- টেলিভিশন, সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি

পৃষ্ঠা ২৫

দ্বিতীয় বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের সফল সমাপ্তি

রেডিসনে বসেছিলো তরুণ-তরুণীদের মিলনমেলা

লন্ডন, ১২ মে : সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে দ্বিতীয় লন্ডন বেঙ্গলি ওয়েডিং ফেয়ার। বিয়ের সাথে যুক্ত নানা পণ্য আর সার্ভিসের স্টল আকর্ষণ করে আগত দর্শনার্থীদের। গত ৭ মে রোববার ফেয়ারে দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভিড় ছিলো। ওয়েডিংপন্য বা সার্ভিস নিয়ে বসে নানা পসরা। সকলেই ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। এটা-ওটা সম্পর্কে জেনেছেন, বুঝছেন মূল্য বা খরচ সম্পর্কে।

আয়োজক, সহযোগী, অতিথিসহ

দর্শনার্থীদের মতে, একই ছাদের নিচে সবকিছুর আয়োজনের মাধ্যমে বৃটিশ বাংলাদেশী ওয়েডিং ইন্ড্রাস্ট্রি উপকৃত

পৃষ্ঠা ২৫

সিপিএম এর দ্বিতীয় ফ্রানসাইজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন ১৪ মে

লন্ডন, ১২ মে : ক্রিকেট প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন অব মৌলভীবাজার (সিপিএম) ইউকে দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে ফ্রানসাইজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৭। আগামী ১৪ মে রোববার কার্ডিফের পন্টাকানা মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

এ উপলক্ষে গত ৮ মে সোমবার ইস্ট লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসোসিয়েশনের প্রেস ও পাবলিসিটি

পৃষ্ঠা ২৫

সাউথহলে সুন্না মাসকের চতুর্থ ব্রাঞ্চের আনুষ্ঠানিক যাত্রা

লন্ডন, ১২ মে : ব্রিটেনে বাঙালি মালিকানাধীন জনপ্রিয় পারফিউম ব্র্যান্ড সুন্না মাসকের ৪র্থ ব্রাঞ্চের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ১০ মে বুধবার লন্ডনের ব্যস্ততম এশিয়ান মার্কেটখ্যাত সাউথহল ব্রডওয়েতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সদ্য সাবেক এমপি বিরেন্দ্রর শর্মা, বিশিষ্ট ইসলামি

পৃষ্ঠা ২৫

বার্মিংহামে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হলেন আবু নওশেদ

লন্ডন ১২ মে: যুক্তরাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বার্মিংহাম। সেখানে বাংলাদেশীদের বসবাস দীর্ঘদিনের। বার্মিংহামে বাঙালিদের সর্বক্ষেত্রেই

পৃষ্ঠা ৩৮

ক্যামব্রিজ বিএনপির নতুন কমিটি প্রত্যাখান

৭১ জনের মধ্যে ৪১ জনের পদত্যাগ

সংবাদদাতা: স্বজনপ্রীতি আত্মীয়তা ও আঞ্চলিকতার অভিযোগ এনে নব-গঠিত ক্যামব্রিজ বিএনপির কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি থেকে ৪১ জন পদত্যাগ করেছেন।

গত ৯ মে মঙ্গলবার রাতে ক্যামব্রিজের একটি রেস্টুরেন্টে এক জরুরি সভায় এ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নেপুর মিয়ার সভাপতিত্বে ও শামসুদ্দিন আহমদ বাবলুর

পৃষ্ঠা ৩৮

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে প্রেস ক্লাবের আলোচনা সভায় বক্তারা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা থেকে বিরত থাকতে হবে

স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মুক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতিমালা অনুসরণ, বিশ্বব্যাপি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার মূল্যায়ন, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ প্রতিহত করার শপথ নেয়া এবং পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিহত মিডিয়াকর্মীদের স্মরণ ও তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে লন্ডন বাংলা

পৃষ্ঠা ২৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশ্ন

‘চিফ জাস্টিস কীভাবে বললেন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নেই’

ঢাকা, ৯ মে : সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘বিচার বিভাগের স্বাধীনতা? আমি জানি না আমাদের চিফ জাস্টিস (প্রধান বিচারপতি) কীভাবে বললেন, আইনের শাসন নেই। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নেই?’

সোমবার সন্ধ্যায় দেওয়া বক্তব্যে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে চলমান মামলার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ‘বিচার বিভাগ যে স্বাধীন, মাননীয় স্পিকার, আমি একটু আগে বললাম একজন নেত্রীর বিরুদ্ধে মামলায় ১৪০ দিন সময় চায় আর সেটা দেওয়া হয়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা আছে বলেই তো এই সময়টা দিতে পারছে। না হলে তো দিতে পারত না। আমাদের কোনো মানসিকতা থাকলে নিশ্চয় দিতে পারত না। আমরা তো সেটা করিনি। ইচ্ছামতো সময় দিয়ে গেছেন, দিয়েই যাচ্ছেন।’

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘কথায় কথায় রিট। একই মামলায় যদি ৪০-৫০ বার রিট হয় আর যদি সেই রিট নিষপন্ন হয় তাহলে স্বাধীনতা নেই কীভাবে? এই একটাই দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। যাঁরা এর সুযোগ নিচ্ছেন তাঁরাও একসঙ্গে তাল মেলাচ্ছেন আইনের শাসন নেই।’

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলার হাজিরা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এতিমের টাকা মেরে দেওয়া হয়েছে। সে জন্য মামলা হয়েছে। এখন সেই মামলায় কোর্টে যাওয়াই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। সাহস থাকলে মামলা মোকাবিলা করতে ভয় কিসের?

সংসদ নেতা বলেন, জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ বিশ্বব্যাপী সমস্যা। বাংলাদেশ সরকার এটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে। গোয়েন্দা সংস্থা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা তারা যথেষ্ট তৎপর। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে তারা মানুষের নিরাপত্তা দেয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আইনের শাসন আছে বলেই সেটা সম্ভব, নইলে সম্ভব নয়। এখন যদি জঙ্গিদের ধরা হয়, সেখানে কেউ মারা যায়, সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘন নয়। এই একটা মানুষের জন্য হয়তো শত শত মানুষকে মৃত বেরণ করতে হতো কিংবা পঙ্গুত্ব বরণ করতে হতো। তাদের সম্পদের ক্ষতি হতো। তাদের ধরলেই বা তারা নিজেরাই সুইসাইড করে বোমা ফেললেই...মরলেই আমাদের বিএনপির নেত্রীরও প্রাণ কাঁদে, অন্যদেরও প্রাণ কাঁদে। কেন? যোগসূত্রটা কী? গোপন যোগাযোগ আছে কি না?’

বাংলাদেশে বাকস্বাধীনতা নেই বলে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সরকারপ্রধান। তিনি বলেন, ‘দেখলাম অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে দেশে বাকস্বাধীনতা নেই। যারা এই রিপোর্ট করছে তাদের বলব, টেলিভিশনগুলোতে বসে বসে দিনরাত আমাদের বিরুদ্ধে সমানে কথা বলা হচ্ছে। টক শো, আলোচনা...একেবারে স্বাধীনভাবে। সরাসরি কথা বলা হচ্ছে। কই কেউ কি গিয়ে গলা টিপে ধরে। কেউ তো তা করে না। সংবাদপত্র লিখেই যাচ্ছে। হ্যাঁ, কেউ যদি হলুদ সাংবাদিকতা করে, মিথ্যা-অসত্য তথ্য দেয়। কারও যদি চরিত্র হনন করে তারও অধিকার আছে যে এখান থেকে কীভাবে সে প্রোটেকশন পাবে। সেটার অধিকার সবাই পাবে। স্বাধীনতা নেই, এটা যারা বলে, এই লোকগুলো একসময় মনে করত একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হলে তাদের মূল্য বাড়ে। তারা কিছু হতে পারে। তাদের সাধ আছে ক্ষমতায় আসার। জনগণের কাছে ভোট চাওয়ার সাধ্য নেই। অনেকে চেষ্টাও করেছেন। মানুষের কাছ থেকে সাড়া পাননি। এরাই নানা কথা বলে বেড়ায়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের বদনাম করাই তাদের চরিত্র। মনে হচ্ছে বদনাম করতে পারলেই কেউ নাগরদোলায় করে বসিয়ে দেবে ক্ষমতায়। সেই আশায় তারা থাকুক, সে আশার গুড়ে বালি। যাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে বদনাম করেন, ইমার্জেন্সি সরকারের সময় বাকবাকুম বাকবাকুম করতে থাকেন। কে তাঁদের ছিটায়ে দেবে, ওটা খাবে সেই আশায়। এটা তাদের চরিত্র।’

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে, সাংবাদিকতার স্বাধীনতা আছে। সম্প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে। বাকস্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে।

মুসা বিন শমসেরের নামে মামলা হবে

ঢাকা, ৮ মে : শুল্ক ফাঁকি দিয়ে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের রেঞ্জ রোভার গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগে গতকাল মুসা বিন শমসেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা। মুসা বিন শমসেরের জবানবন্দী শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) ড. মইনুল খান। জিজ্ঞাসাবাদে মুসার বিরুদ্ধে শুল্ক গোয়েন্দাদের করা শুল্ক ফাঁকি, মানিলন্ডারিং ও দুর্নীতির তিনটি অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ড. মইনুল খান বলেন, ইংল্যান্ডের নাগরিক ফরিদ কবিরের কাছ থেকে ২০১০ সালের ১২ মার্চ দুই কোটি ১৫ লাখ টাকায় ল্যান্ড রোভার গাড়িটি ৫০ লাখ টাকায় ক্রয় করেন মুসা বিন শমসের। কিন্তু ফরিদ সে টাকা বাংলাদেশে না রেখে বিদেশে নিয়ে যান। যা মানিলন্ডারিং আইনের লঙ্ঘন। এ জন্য ফরিদ কবিরকে প্রধান আসামি করে মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করা হবে। একই মামলায় সহযোগী আসামি হবেন মুসা বিন শমসেরসহ অন্য সহযোগীরা। অন্য দিকে গাড়িটি ক্রয় করার ক্ষেত্রে ১৭ লাখ টাকার ভুয়া বিল তৈরি করে শুল্ক ফাঁকি দেয়া হয়। ওই ১৭ লাখ টাকা আজো পায়নি শুল্ক বিভাগ। এ জন্য তাকে সংশ্লিষ্ট আইনে শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে প্রধান আসামি করে মামলা দায়ের করা হবে।

তিনি আরো বলেন, আমরা ২১ মার্চ গুলশানে প্রিন্স মুসা থেকে একটি রেঞ্জ রোভার উদ্ধার করি। সেই গাড়ির তদন্ত সূত্রে ২০ এপ্রিল মুসাকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হতে সমন দিয়েছিলাম। তিনি অসুস্থতার কারণে সেদিন উপস্থিত হতে

পারেননি। পরে সময় দিয়ে তাকে ৭ মে হাজির হতে নোটিশ দেয়া হয়েছিল। পূর্বনির্ধারিত সময় অনুযায়ী তিনি গতকাল নোটিশে হাজির হন। তদন্ত কমিটি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য শুনেছেন।

শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের ডিজি বলেন, মুসা বিন শমসেরকে গতকাল বেলা ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত মোট দুই ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে দুই সদস্যের তদন্ত টিম। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। তিনি আত্মপ সমর্থন করে নানা তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করেছেন।

তিনি বলেন, ল্যান্ড রোভার গাড়িটি বিআরটিএ'র কিছু অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে ছাড়পত্র নেয়া হয়। যা দুদক আইনে অপরাধ। এ জন্য দুর্নীতির বিষয়টি দুদককে জানানো হবে। দুদক নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

এর আগে গতকাল শুল্ক ফাঁকি ও মানিলন্ডারিংয়ের তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শুল্ক গোয়েন্দা কার্যালয়ে হাজির হন মুসা বিন শমসের। বেলা ২টা ৫৫ মিনিটে ছয়টি গাড়িতে কমপে ৩০ দেহরী নিয়ে কাকরাইলের শুল্ক গোয়েন্দা কার্যালয়ে হাজির হন তিনি। তার সাথে এ সময় পাঁচ আইনজীবীও ছিলেন। দেহরীদের বেষ্টনীর মধ্যে একটি সাদা রঙের গাড়ি থেকে নেমে গোয়েন্দা কার্যালয়ে যান মুসা।

Express Builders

স্বল্প মূল্যে শতভাগ সন্তুষ্টি সহকারে যেকোনো কাজের নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

■ পেইন্টিং ■ ডেকোরিটিং ■ প্লাস্টারিং
■ টাইলিং ■ উড ফ্লোরিং ■ কার্পেটিং
■ কিচেন ■ বাথ ফিটিং ■ গার্ডেনিং ■ প্লামিং
■ ড্রাইভওয়ে ■ পার্টিশন ■ লেকট্রিক

Shajahan: 07459 822 862, 07833 438 317

18-21

FOR LOCAL PEOPLE | DISTANCE LEARNER | ONSITE

GREEN VISION TRAINING

GREEN VISION TRAINING CENTRE, LONDON

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Training

Please Contact:
Tel: 0203 129 2648 | Mob: 07912 351 329 / 07883 087 170
Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk
241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

06 cont

Plumber 24/7

Bathroom & Kitchen installation specialist

■ Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer ■ Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks

Mobile- 07957 148 101

Local engineer for you

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES
- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES
- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965 Business Development Centre, UNIT 7 7-5 Greatorex Street, London E1 5NF
info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

ভিশন ২০৩০ নিয়ে বিএনপির সংবাদ সম্মেলন

গণভোট চালু ও বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে

ঢাকা, ১০ মে : বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশে আবার গণভোট চালু এবং ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে বলে জানিয়েছেন দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া।

আজ বৃস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে রূপকল্প ২০৩০ নিয়ে বিএনপির সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটে বক্তৃতা শুরু করেন খালেদা জিয়া।

খালেদা জিয়া বলেন, প্রবীণদের পেনশন দেয়া হবে। বেসরকারি পর্যায়ে পেনশন ফান্ড গড়ে তোলা হবে। বিশেষ ভাতা ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত করা হবে। অতি স্বল্প আয়ের মানুষের ভাগ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।

তিনি বলেন, বিএনপি বিদ্যুৎ সরবরাহ, পানীয় জলের সরবরাহ, স্বাস্থ্যসেবাসহ সব সেবার মান উন্নত করবে। মুসলিম উম্মাহ ও প্রতিবেশী দেশের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। অন্য কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করলে তা প্রতিরোধ করবে। বিএনপি অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হবে না।

প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও সর্বোচ্চ দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে তোলা হবে। যুগোপযোগী জনপ্রশাসন গড়ে তোলা হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা হবে। পুলিশ বাহিনীকে স্বাধীন ও

গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বিএনপি চেয়ারপারসন বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় এলে সালিশী আদালত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় কি-না তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। সুপ্রিম কোর্টের অধীন পৃথক সচিবালয় করা হবে। বিচার বিভাগের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠা করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অবসান হবে। সব ধরনের কালাকানুন বাতিল করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি নাগরিক মূল্যবোধ ও মানুষের মর্যাদায় বিশ্বাসী। মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র তুলে ধরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিএনপি বিতর্কিত ও অগণতান্ত্রিক বিধান প্রয়োজনীয় সংস্কার করবে। জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হবে।

দলের শীর্ষ নেতারা ছাড়াও বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের শীর্ষ নেতারা সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত আছেন।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিকরা ওই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত আছেন। সংবাদ সম্মেলনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিসহ ২১টি দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছেন।

জোট রাজনীতি কৌশল না অন্য কিছু

ঢাকা, ১০ মে : অফুরন্ত ভাণ্ডার। দিনের পর দিন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ম্যাজিক বাক্সের ভাণ্ডার আজও শেষ হয়নি। এই এত বছরেও তিনি চমক দেখানো থামাননি। কখনও কখনও অবশ্য এসব চমক তামাশা হিসেবেও দেখা দিয়েছে। রোববার তিনি আবার নতুন চমক নিয়ে হাজির হলেন। খুব সম্ভবত, পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক জোটের ঘোষণা দেন তিনি। এ জোট নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে অবশ্য নানা আলোচনা তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে কথা বলেছেন, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও।

তবে এরশাদের নবগঠিত এই জোট নিয়ে সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর আলী রীয়াজ। ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, রাশিয়ায় এক ধরনের পুতুল পাওয়া যায়, ইংরেজিতে বলে 'নেস্টিং ডল'-রুশ নাম মাত্রওস্কা (?)। এক পুতুলের ভেতরে আরেক পুতুল, সেটা খুললে আরেক পুতুল- এই ভাবেই গোটা ১০-১২টি পুতুল থাকে। সাবেক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ যে বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জোট-৫৮ দলের জোট ঘোষণা করেছেন তার খবর নিতে গিয়ে দেখি এতো রীতিমতো রুশ নেস্টিং ডল। এই জোটে আছে আরো দুটি আলাদা জোট- ৩৪ দলের একটা জোট, আরেকটা ২২ দলের জোট। তাদের ভেতরেও আরো জোট আছে কিনা- ততদূর আর যাওয়ার চেষ্টা করিনি। কারণ ব্যাপারটা তো আসলে হচ্ছে পুতুল-'যেমনি নাচাও তেমনি নাচি, পুতুলের কি দোষ?' যারা নাচান তারা কি জানেন এই পুতুল খেলা বোঝা খুব কঠিন নয়?

অবশ্য এরশাদের এই জোট কাহিনী এখানেই শেষ হয়নি। মহাজোটেও রয়েছে জাতীয় পার্টি। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, জোট থেকে জাতীয় পার্টিকে বাদ দিতে চায় না আওয়ামী লীগ। ২০১৪ সাল থেকে জাতীয় পার্টি ঐকমত্যের সরকারে আছে। নতুন জোট করলেও সরকারের সঙ্গে থাকবে জাতীয় পার্টি। নতুন জোট কোনো কূটকৌশল নয়।

এরশাদের এই মেগা জোট নিয়ে অনেকেই কৌতুক করছেন। জোটের ৫৮টি দলের সব কয়টির নাম হয়তো জোট নেতারাও জানেন না। তবে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এই জোট খেলাকে শুধু তামাশা হিসেবে দেখতে রাজি নন অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক। তারা বলছেন, ক্ষমতার রাজনীতির কৌশলের অংশ হিসেবেই এই জোট ঘোষণা করা হয়েছে। ভোটের রাজনীতির হিসাব এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে। বিএনপিকে ইসলামপন্থি মিত্রদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক ধরনের রাজনীতি চলছে। এরই অংশ হিসেবে ইসলামী ঐক্যজোট এর আগে ২০দলীয় জোট ত্যাগ করে। এখন এরশাদের নেতৃত্বাধীন জোটেও কয়েকটি ইসলামী দলকে ভিড়ানো হয়েছে। এই জোটের আকার আরো বাড়তে পারে। হেফাজতে ইসলামের সঙ্গেও বিএনপির এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, কওমি সনদের স্বীকৃতি এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্য অপসারণের পক্ষে সরকারের অবস্থান হেফাজতকে সরকারের কাছাকাছি এনেছে। যদিও কোনো রাজনৈতিক দল গঠনের সম্ভাবনা হেফাজত নাকচ করে দিয়েছে, কিন্তু আগামী নির্বাচনে হেফাজতের ভোটের হিসাব রাজনীতির কলাকৌশলীদের মাথায় রয়েছে।

ইসলামপন্থিদের টার্গেট ধরে পরিচালিত রাজনীতির অংশ হিসেবে আরেকটি জোট রাজনীতিতে আসতে পারে বলেও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ইসলামী ঐক্য জোটের নেতৃত্বে নতুন ওই জোট গঠন হতে পারে। এ নিয়ে ভেতরে ভেতরে তৎপরতাও চলছে। ২০দলীয় জোট থেকে খেলাফত মজলিস ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে বের করে নেয়ার গুঞ্জনও শোনা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী অনলাইন সংবাদ মাধ্যম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'সরকার কেন ইসলামী ঐক্যজোট করার কথা বলবে? দীর্ঘদিন ধরেই আমরাই চেষ্টা করছি ইলেকশন অ্যালায়েন্স করতে। খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, খেলাফত আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামকে নিয়ে একটি জোট করতে চাই আমরা।' তবে জোট রাজনীতিকে ঘিরে সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি যে আরো জটিল হবে তার ইঙ্গিত এখনই পাওয়া যাচ্ছে। বিএনপি আগামী নির্বাচনে অংশ নেবে এমনটা ধরে নিয়েই তৎপরতা চালাচ্ছে ক্ষমতাসীন মহল।

বজ্রপাতে প্রাণহানি ক্রমেই বাড়ছে

ঢাকা, ৮ মে : দেশে বজ্রপাতের ঝুঁকি ভয়ানকরূপ ধারণ করেছে। গত সাত বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, ক্রমেই বজ্রপাতের ঘটনা বাড়ছে, সঙ্গে মৃত্যুর হারও বাড়ছে। এ সময়ের মধ্যে চলতি বছরের ২২ এপ্রিল পর্যন্ত এক হাজার ৭৪৪ জন ব্যক্তির বজ্রপাতজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে।

বিশ্লেষকগণ বলছেন, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিষয়টি ঘন ঘন বা বেশি মাত্রায় বজ্রপাতের অন্যতম কারণ। আগে তাল গাছ, নারিকেল গাছ ইত্যাদি গাছ পালায় বজ্রপাতের ঘটনা বেশি লক্ষ্য করা যেত।

বাংলাদেশে হাওর এলাকা এখন বজ্রপাতের প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কারণ গত কয়েক বছরে সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বেশি।

এ বিষয়ে সরকারের প্রস্তুতিও চলছে। ইতিমধ্যে ভিয়েতনাম থেকে কিছু কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তারা একটি প্রকল্প তৈরির কাজে নিয়োজিত আছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকাসহ চিহ্নিত কিছু জায়গায় বাড়ির ছাদে বজ্রপ্রতিরোধক টাওয়ার স্থাপন করা হবে। ন্যাশনাল বিলডিং কোড-আইনে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে বিধান রাখার নির্দেশনা দেওয়া হবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া ইত্তেফাককে বলেন, ভিয়েতনাম থেকে বজ্রপাত নিরোধকারী ও আগাম সংকেত প্রদানযোগ্য যন্ত্রাংশ আনার পর্যায়ে রয়েছে। এগুলো আসলে নির্ধারিত প্রকল্পের অধীনে বজ্রপাত নিরোধে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শুরু হবে। মন্ত্রী বলেন, এখন দেশে বিশেষ করে ফাঁকা অঞ্চলে ১০ লাখ তাল গাছ লাগানোর কাজ চলছে। এ ছাড়া ব্যাপক বনায়নকেও বজ্রপাতের ঝুকি হ্রাসের পক্ষে কার্যকর বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন। সে কাজেও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকেও বনায়নে কাজ করা হবে।

দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, দেশের হাওর অঞ্চলে জরুরী ভিত্তিতে বজ্রনিরোধক টাওয়ার নির্মাণ বা স্থাপন করা হবে। বাসা-বাড়ির ছাদেও সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এই কাজ করা হবে। বিশেষজ্ঞ মতামত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, অধিকমাত্রায় বজ্রপাত প্রাকৃতিক দুর্যোগে নতুন মাত্রা। যেটি আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। সচিব জানান, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ মতামত নেয়া হয়েছে। সেখানে তারা বজ্রপাতের মতো পরিবেশ যেমন আকাশ মেঘাছন্ন হয়ে আসা, বৃষ্টি হতে পারে এমন আবাওয়া তৈরি হওয়া দেখলে নিরাপদ অবস্থান গ্রহণ করা শ্রেয়। দ্রুত ফাঁকা জায়গা ত্যাগ করা, কোনো ধরনের গাছগাছালির নিচে অবস্থান না করা, উঁচু ভবনের ফাঁকা ছাদে না থাকা অপেক্ষাকৃত নিচু ঘরে অবস্থান করা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হতে পারে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে- গত ২২ এপ্রিল পর্যন্ত চলতি বছর দেশে বজ্রপাতে ২২ জন মারা গেছেন। তবে ডিজাস্টার ফোরাম নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হিসাব মতে ২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সারাদেশে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ৭২২ জন। এরমধ্যে ২০১০ সালে ১২৩ জন, ২০১১ সালে ১৭৯ জন, ১২ সালে ৩০১ জন, ১৩ সালে ২৮৫ জন, ১৪ সালে ২১০ জন, ১৫ সালে ২৭৮ জন এবং ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ ৩৫০ জন নিহত হয়। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ও জলবায়ু বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক নঈম গওহর ওয়ারা 'ইত্তেফাক'কে বজ্রপাতের বিষয়ে সতর্কতামূলক বেশ কিছু পরামর্শ অনুসরণের নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, এখন থেকে পরবর্তী তিন মাস (আগামী জুলাই পর্যন্ত) বজ্রপাতে ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। গত ছয় বছরের তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছর ১১৭ জন মানুষ বজ্রপাতে মারা যায়।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ : পানি থেকে দূরে থাকা, বজ্রপাতসহ ঝড়ের সম্ভাবনা থাকলে নৌকা বা স্টিমারে ভ্রমণ করা অথবা মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা। ঝড়ের সময় পানিতে থাকলে, যত দ্রুত সম্ভব পার্শ্ববর্তী শুকনো স্থানে যাওয়া। বিদ্যুৎ পরিবাহী এমন বস্ত্র কিংবা যন্ত্র যেমন ট্রাক্টর, লোহার লাঙল, বাইসাইকেল, মোটর সাইকেল থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করা। খোলা জায়গায় অবস্থানকালে উঁচু স্থান এড়িয়ে চলা। বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভিতর অবস্থান নিরাপদ; কিন্তু গাড়ি যেন বৈদ্যুতিক সংযোগ আছে এমন স্থাপনার সংস্পর্শে না থাকে। বন বা জঙ্গলে অবস্থান কালে তুলনামূলকভাবে নিচু জায়গায় যেখানে অল্প গাছপালা বা ঝোপ আছে সেখানে আশ্রয় নেয়া, মোটর সাইকেল বা বাইসাইকেলে চলমান থাকলে দ্রুত থেমে যাওয়া, বজ্রপাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নেয়া।

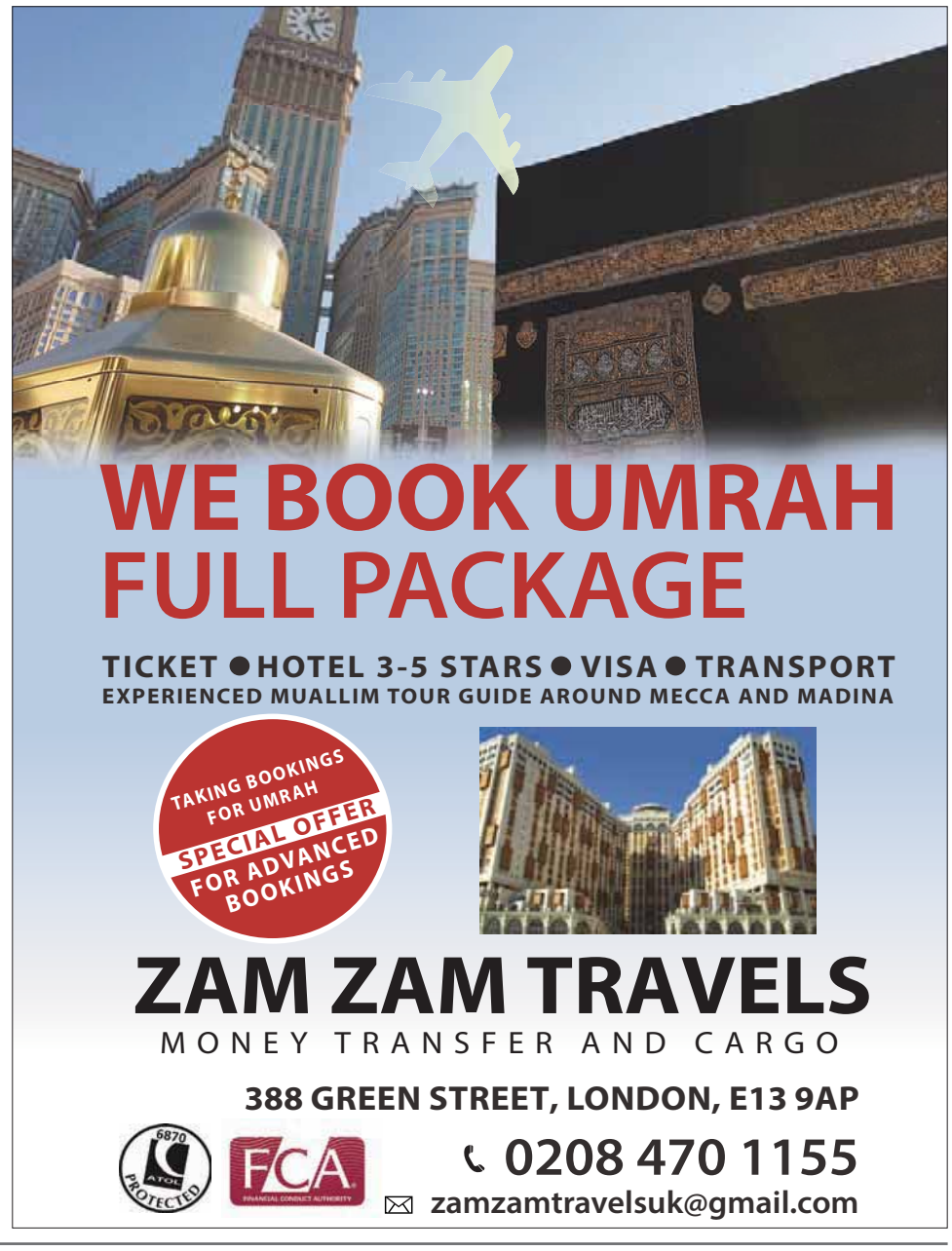

কক্সবাজার রুটে বোয়িং চলবে বৃহস্পতি ও শনিবার

ঢাকা, ১০ মে : কক্সবাজার রুটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭-৮০০ বিমানের ফ্লাইট সপ্তাহে দু'দিন প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার চলাচল করবে।

আগামী ১৮ মে থেকে বোয়িং বিমান চলাচল শুরু হবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বোয়িং ফ্লাইট পরিচালনার নতুন সময়সূচি ঘোষণা করেছে।

আজ বাংলাদেশ বিমানের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে এ কথা জানা গেছে। ভ্রমণ পিপাসুদের অবকাশ যাপনে সুবিধা বিবেচনায় এ রুটে প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার বোয়িং ফ্লাইট চলাচলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বাংলাশে বিমান। তাই গ্রীষ্মকালীন সময়সূচির আওতায় ১৮ মে থেকে প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার বিকেল ৪টা ১৫ মিনিটে ঢাকা থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশে ছেড়ে যাবে বিমানের বিজি-৪৩৩ ফ্লাইট। কক্সবাজারে পৌঁছবে বিকেল ৫টা ৫ মিনিটে।

আবার কক্সবাজার থেকে ঢাকার উদ্দেশে বিজি-৪৩৪ ছেড়ে আসবে বৃহস্পতিবার ও শনিবার বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট এবং ঢাকায় এসে পৌঁছবে সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে।

এ রুটে সকল প্রকার ট্যাক্সসহ ওয়ান ওয়ে সর্বনি্ন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ইকোনোমি ক্লাসে চার হাজার টাকা এবং বিজনেস ক্লাসে নয় হাজার টাকা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক শাকিল মেরাজ বলেন, যারা সাপ্তাহিক ছুটির দুই দিন কক্সবাজারে কাটাতে চান তাদের কাছে বিমানের এই সময়সূচি হবে খুবই আকর্ষণীয়।

তিনি বলেন, পর্যটন শিল্প বিকাশে বর্তমান সরকার কক্সবাজারকে নিয়ে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেটিকে আরও সার্থক ও গতিশীল করতে ঢাকা-কক্সবাজার রুটে বিমান বোয়িং ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ পরিচালনা শুরু করেছে।

শাকিল মেরাজ জানান, কক্সবাজার রুটে বিমান সপ্তাহে প্রতিদিন ফ্লাইট পরিচালনা করবে। এ রুটে সপ্তাহে দুই দিন বোয়িং ফ্লাইট অপারেট করার পাশাপাশি বাকি পাঁচ দিন ড্যাশ৮-কিউ৪০০ এয়ারক্রাফট দ্বারা ফ্লাইট অপারেট করা হবে।

তিনি আরো বলেন, কক্সবাজারকে ঘিরে সরকারের ২৫ মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যতম হচ্ছে কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প। কক্সবাজারকে পর্যটনের লীলাভূমি বানাতে দেশি-বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করবে। সূত্র : বাসস

বনানীতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী ধর্ষণের মামলা

শাফাত সিলেটে, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

ঢাকা, ১০ মে : বনানীতে ধর্ষণ মামলার কোনো আসামিকেই পুলিশ ধরতে পারেনি। তবে সোমবার দুপুরে সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সিলাম ঠাকুরবাড়ি এলাকার 'রিজেন্ট পার্ক রিসোর্টে' গিয়েছিলেন মামলার প্রধান আসামি শাফাত আহমেদ। মঙ্গলবার মিডিয়ার কাছে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশ।

শনিবার মামলা দায়েরের পর থেকে আসামি গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে, পুলিশের এমন দাবির মধ্যেও শাফাত আহমেদ নির্বিঘ্নে ঢাকা ছাড়ায় চাপে আছেন ঘটনার শিকার দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী। এ মামলার অন্য আসামি নাঈম আশরাফ, সাদমান সাকিফ, শাফাতের গাড়িচালক বিল্লাল ও দেহরক্ষী আবুল কালাম আজাদ।

এদিকে শাফাত আহমেদের সাবেক স্ত্রী ফারিয়া মাহবুব নিরাপত্তা চেয়ে ভাটারা থানায় জিডি করেছেন।

সিলেটের রিজেন্ট রিসোর্টের একজন কর্মকর্তা বলেন, একটি প্রাইভেট কারে করে গত সোমবার পাঁচজন তাঁদের রিসোর্টে আসেন। একজন নিজেকে আপন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে শাফাত আহমেদ বলে পরিচয় দেন।

রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের ছবি তুলতে চাইলে তিনি গড়িমসি শুরু করেন। মিনিট ১৫ পর তিনি সঙ্গীসহ রিসোর্ট থেকে চলে যান।

রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ পরে বিভিন্ন জায়গায় ছবি দেখে শাফাতকে চিনতে পারে। তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানান। মহানগর পুলিশের উপকমিশনার জেদান আল মুসা (গণমাধ্যম) বলেন, রিসোর্ট থেকে শাফাত ও তাঁর সঙ্গীরা কোথায় গেলেন, সে বিষয়ে পুলিশ খোঁজ নিচ্ছে। শাফাত যে রিসোর্টটিতে থাকতে চেয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে, তার কাছেই সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকাদক্ষিণ ইউনিয়নের নগর গ্রামে তাঁদের পৈতৃক বাড়ি। গোলাপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে ফজলুল হক বলেছেন, শাফাত তাঁদের গ্রামের বাড়িতে নেই।

এদিকে শাফাত আহমেদের সাবেক স্ত্রী ফারিয়া মাহবুব তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। শাফাত আহমেদের বাবা আপন জুয়েলার্সের অন্যতম মালিক দিলদার আহমেদ বলেন, বছর দুয়েক আগে ফারিয়ার সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে হয়েছিল আর মাস দুয়েক আগে বিচ্ছেদ হয়। ছেলেকে ফাঁসাতে ফারিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীকে ২৮ মার্চ জন্মদিনের পার্টিতে পাঠান। চক্রান্তের অংশ হিসেবে ৫ মে ওই দুই শিক্ষার্থীর সঙ্গে ফারিয়াও বনানী থানায় যান।

ফারিয়া মাহবুব মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মিডিয়াকে বলেন, তিনি থানায় গিয়েছিলেন। তবে সেটা বাদীদের অনুরোধে। এখন ধর্ষণের অভিযোগ থেকে সবার দৃষ্টি সরাতে দিলদার আহমেদ তাঁর নামে অভিযোগ করছেন। ২৮ মার্চ ধর্ষণের ঘটনা ঘটার ১০-১২ দিন পর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা তাঁকে পুরো ঘটনা জানান। আর তাঁকে শাফাত তালাকের চিঠি দেন ৮ মার্চ।

ফারিয়া বলেন, ডিসেম্বরে অরিজিৎ সিংয়ের ঢাকায় কনসার্টে নাঈম আশরাফের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় শাফাতের। নাইমের প্রতিষ্ঠান এটি আয়োজন করে। এরপর থেকে কখনো শাফাত নিজে, আবার কখনো নাঈমের মাধ্যমে নিজেই বিভিন্ন মডেলকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হতে বলতেন। অনেক মডেলই বিব্রত বোধ করেন বলে তাঁরা ফারিয়াকে বলেছেন। ফারিয়া নিজেও একজন মডেল। একই ভাষ্য পাওয়া গেছে মামলার বাদীর কাছ থেকে। তিনি বলেন, ঘটনার পর তাঁরা শাফাত-সাদমানের দুজন 'বড় ভাই'কে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। তাঁরা পুলিশের কাছে যেতে চাইলে ওই দুই বড় ভাই বিষয়টা মীমাংসা করে নিতে বলেন। তাঁরা এই বলে সতর্ক করেন যে ধর্ষণের শিকার মেয়েদের বিয়ে হতে অসুবিধা হবে। ওই দুই বড় ভাইয়ের মধ্যস্থতায় শাফাত ভিডিও মুছে ফেলার প্রতিশ্রুতি দেন।

আসামিরা পলাতক থাকায় এ বিষয়ে তাঁদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া ২৮ মার্চ রাতে মামলার বাদী ও তাঁর বান্ধবী ছাড়া তাঁদের আরও দুই বন্ধুকে পাশের ঘরে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে। ওই বন্ধুর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

তল্লাশি, মামলা উইমেন সাপোর্ট সেন্টারে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুলিশ গুলশানে আপন জুয়েলার্সের মালিক দিলদার আহমেদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। গুলশান অঞ্চলের অতিরিক্ত উপকমিশনার আবদুল আহাদ বলেন, আসামিদের গ্রেপ্তারে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে। তাঁরা পালিয়ে আছেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শাফাত আহমেদের বাবা দিলদার আহমেদ বলেন, গতকাল তাঁর ছেলে বাসা থেকে বেরোনোর পর আর ফেরেননি।

গতকাল মামলাটি বনানী থানা থেকে উইমেন সাপোর্ট সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগও (ডিবি) কাজ করছে বলে জানা গেছে। এর আগে মামলার বাদীকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান বনানী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবদুল মতিন।

আজ থেকে কাজ শুরু করবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ধর্ষণের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পাঁচ সদস্যের কমিটি আজ থেকে কাজ শুরু করবে। তারা প্রয়োজনীয় স্থান পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন দেবে।

এদিকে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ সোমবার বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক সোমবার পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, অভিযোগ দায়েরের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সক্রিয় হলে আসামিদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হতো।

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্ত
TAJ ACCOUNTANTS
HM Revenue & Customs
Registered Agent With HM Revenue & Customs
Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843
Our Popular Services
- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS
Mr. Abul Hyat Nurujjaman
E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk
We are registered licence holder in public practice

Kowaj Jewellers
020 7729 2277
22ct. Gold Specialist
খোঁয়াজ জুয়েলার্স
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।
আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!
Paying too much?
Example, আমাদের অনেক কাস্টমার 8/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।
আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com
Serving for last 8 years
(We do not help CAB/TRADE Insurance)
TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

79159 ATOL PROTECTED
IMRAN TRAVELS
IATA
Established Agent serving the community since 1996
Appointed Agent
bangladesh
Direct Sylhet from £390+Tax
From January 2017
QATAR AIRWAYS
Dhaka return from £475
Terms & Conditions apply
We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj
- Umrah fare from £330
- Complete package from £595
(Minimum 4 person, 5 nights)
We are open 7 days a week
Low cost travel agent
Hajj & Umrah Specialist
T: 0207 375 0800
M: 07984 959 885
07828 235 600
273A Whitechapel Road, Londopn E1 1BY
www.imrantravels.co.uk, E: imrantravels@hotmail.com
36/03-Cont...

প্রধান বিচারপতির সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেলের কথার লড়াই

ঢাকা, ১০ মে : সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণার রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল শুনানিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার সঙ্গে অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের কথার লড়াই হয়েছে। দুই সপ্তাহ সময় চেয়ে ও আপিল বিভাগের সব বিচারপতির (সাত বিচারপতি) উপস্থিতিতে আপিল শুনানির জন্য রাষ্ট্রপক্ষের আরজি নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার শুনানির শুরুতে বেশ কয়েক মিনিট ধরে কথার লড়াই চলে।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত করে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আনা হয়, যা হাইকোর্ট অবৈধ বলে রায় দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিলের ওপর প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চে গত সোমবার শুনানি শুরু হয়। গতকাল ছিল শুনানির দ্বিতীয় দিন। পরবর্তী শুনানি হবে ২১ মে।

গতকাল শুনানির একপর্যায়ে প্রধান বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের উদ্দেশে বলেন, 'আপনি কি ইনসিস্ট করছেন? তাহলে পাঁচজনই (পাঁচ বিচারপতি) শুনব।' আর অ্যাটর্নি আলম বলেন, 'তাহলে অনাস্থা জানাতে বাধ্য হব। মামলা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।'

সকাল ৯টা ১০ মিনিটে শুনানির শুরুতে অ্যাটর্নি জেনারেল সময়ের আরজি জানান। তখন প্রধান বিচারপতি মামলাটি বিলম্বিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করে বলেন, বিচারক অপসারণের এখতিয়ার সংসদ অথবা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল–কার হাতে থাকবে, এটি নির্ধারণ হওয়া উচিত। মামলাটি বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধিসংক্রান্ত। এ নিয়ে শূন্যতা থাকতে পারে না।

অ্যাটর্নি জেনারেল সাতজন বিচারকের বদলে পাঁচজনের বেঞ্চ নিয়ে আপত্তি তুলে বলেন, 'সবাইকে নিয়ে শুনবেন এটি প্রার্থনা, এখানে ভুল কোথায়? বলেছেন সবাই শুনবেন। পাঁচজন শুনছেন। এভাবে চললে অনাস্থা দিতে বাধ্য হব।'

অ্যাটর্নি জেনারেল বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা ও বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকেও এ বেঞ্চে যুক্ত করতে বলেন। প্রধান বিচারপতি বলেন, 'সবাইকে নিয়ে শুনানি করতে হবে এমন শর্ত দেওয়া যায় না। একজন বিচারপতি অসুস্থ থাকতে পারেন, একজন বিদেশে থাকতে পারেন। একজন তো জুলাইয়ে অবসরে যাবেন। আবার কেউ জুলাই পর্যন্ত অসুস্থ থাকতে পারেন। সব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে প্রধান বিচারপতিকে আদালত চালাতে হয়।'

৯টা ২৫ মিনিটের দিকে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মুরাদ রেজা হাইকোর্টের দেওয়া রায় উপস্থাপন শুরু করেন। মাঝে আধঘণ্টা বিরতি দিয়ে বেলা পৌনে একটা পর্যন্ত শুনানি চলে। রাষ্ট্রপক্ষ সোমবার প্রথম দিনের শুনানিতে হাইকোর্টের দেওয়া রায় উপস্থাপন শুরু করে; গতকাল তা শেষ হয়।

তিন বিচারপতির নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছিলেন। অবৈধ ঘোষণার রায়ের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে অপর এক বিচারপতি রায় দেন।

গতকাল শুনানির সময় ১২ অ্যামিকাস কিউরির মধ্যে ড. কামাল হোসেন, আমীরুউল ইসলাম, এম আই ফারুকী ও আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া উপস্থিত ছিলেন। ড. কামাল হোসেন দাঁড়িয়ে জানান, তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য দাখিল করেছেন। এ ছাড়া এম আমীর-উল ইসলাম ও আবদুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া তাঁদের লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন। শুনানিকালে রিট আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী মনজিল মোরসেদ উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল শুনানির জন্য দুই সপ্তাহ সময় চাইলে আদালত ২১ মে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত শুনানি মুলতবি রাখেন।

পরে নিজ কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'দুটি দরখাস্ত দাখিল করা হয়েছে। একটিতে হাইকোর্টের রায়ে একটি জায়গায় বলা হয়েছে, সংসদ সদস্যদের মধ্যে একটা বিরাট অংশের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। সেটি আমি দরখাস্ত করেছি আদালতে, যে সংসদ সদস্যদের ভেতরে কারা কারা অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, এ তালিকা চাওয়া হোক। আদালত বলেছেন, শুনানির সময় বা রায়ের সময় দেখবেন। আরেকটি ছিল দুজন বিচারপতিসহ যাতে এ মামলাটি শুনানি করা হয়। বিষয়টির ওপর আমি আগাগোড়াই জোর দিচ্ছি, যেহেতু এটা সাংবিধানিক ব্যাপার। আপিল বিভাগের সব কজন বিচারপতি যাতে শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন, সেটি বলে আসছি। দরখাস্ত দিয়েছি যে বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা ও বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন উনারাও যাতে শুনানিতে অংশ নিতে পারেন, সে জন্য তালিকায় তাঁদের রাখা। উনাদের না আসা পর্যন্ত এবং আমাদের প্রস্তুতির জন্য সময় প্রার্থনা করেছিলাম।'

এক প্রশ্নের জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, 'আমি বলেছি, সবাই (সাত বিচারপতি) যদি না শুনেন, সবাইকে যদি যুক্ত না করেন, সে ক্ষেত্রে আমি হয়তো এ মামলা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করার চিন্তাও করতে পারি। অনাস্থার ব্যাপারে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, অনাস্থার কথা ওইভাবে আসেনি। বলেছি, প্রধান বিচারপতি গত তারিখে বলেছেন, সব বিচারপতিকে যুক্ত করেই মামলাটি শুনবেন। আজকে একপর্যায়ে বললেন পাঁচজন শুনবেন। তখন আমি বলেছি, আপনারা যদি আপনাদের আগের অবস্থান থেকে সরে আসেন, তাহলে আমি অনাস্থা দিতে বাধ্য হব। আদালত বলেছেন, যখন সাবমিশন শুরু হবে, সবাইকে যুক্ত করা হবে।' বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা সংসদের কাছে ফিরিয়ে নিতে ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী পাস হয়। ২২ সেপ্টেম্বর তা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়। এই সংশোধনীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একই বছরের ৫ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের নয়জন আইনজীবী হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে গত বছরের ৫ মে হাইকোর্টের তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ বেঞ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ষোড়শ সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন।

রাতারাতি সেলিব্রেটি হতে ফেসবুক লাইভে অসভ্যতা

ঢাকা, ৮ মে : ফেসবুক লাইভ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুকের একটি নতুন সংযোজন। এর মাধ্যমে ফোনে ভিডিও ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তা ফেসবুকে সরাসরি সমপ্রচারের সুবিধা রয়েছে। এই সুবিধার যেমন সদ্ব্যবহার হচ্ছে। তেমনি অপব্যবহার হচ্ছে অহরহ। ভ্রান্তপথে হাঁটছেন অনেকে। রাতারাতি সেলিব্রেটি হিসেবে পরিচিতি গড়ার জন্য ফেসবুক লাইভে নোংরামিতে মেতে উঠছেন। কেউ কেউ নিজেদের পর্নো তারকা সানি লিওন বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। কেউ কেউ নিচ্ছেন বাণিজ্যিক সুবিধাও। ফেসবুক লাইভে এসে কথা বলার পর তা ছড়িয়ে যাচ্ছে ইউটিউবে। ভাইরাল হচ্ছে অনেক ভিডিও। ইন্টারনেটে সার্চ করে দেশের অর্ধশতাধিক তরুণীদের অশালীন ভিডিও পাওয়া গেছে। দীর্ঘ সময় ধরে লাইভে থাকা এসব তরুণীরা মূলত বিভিন্নভাবে যৌন আবেদন সৃষ্টি করেন। কেউ নানা কথায়, অঙ্গভঙ্গিতে। কেউ কেউ নগ্ন হয়ে যান লাইভে। বন্ধুদের কাছ থেকে মন্তব্য চান। ফেসবুক বন্ধুরা উৎসাহ দিলে এই কর্মে আরও অনেক দূর এগিয়ে যান। এরকম কয়েক তরুণীর মধ্যে রয়েছেন, মাহির, মোহনা, শারমিন, জুলিয়া, রেশমি, শানহা শিকদার, সাদিয়া, আঁখি, নায়লা, সোনিয়া, জ্যাকলিন।

ঢাকার গুলশানে বসবাসকারী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তরুণী রেশমি। নিজেকে মডেল, অভিনেত্রী হিসেবে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক ফিল্মে, মিউজিক ভিডিওতে কাজও করেছেন। তাকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ফেসবুক লাইভে। দেখা গেছে লাইভে এসেই নিজের শরীর প্রদর্শন করতে। ইউটিউবে তার এসব ভিডিও তিনি নিজেই প্রচার করেন। মাত্র কয়েকদিন আগে আপলোড করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে ২ লাখ ৫১ হাজার ভিউয়ার্স। এটি প্রায় ৫ হাজার শেয়ার হয়েছে। শুধু এই তরুণী না। এরকম অর্ধশত তরুণীর মধ্যে চলছে একটি নীরব প্রতিযোগিতা। শরীর প্রদর্শনের এই প্রতিযোগিতার বিষয়টি তারা নিজেরাই বিভিন্ন লাইভে প্রকাশ করেন। নোংরামির মাধ্যমেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের ছাড়িয়ে যেতে চান। রেশমি নামের এই তরুণী স্পর্শকাতর অঙ্গ প্রদর্শন করে একটি লাইভে এ বিষয়ে বলেন, 'আমার যা আছে তা তোমাদের নেই। আমি যা দেখাচ্ছি, পারলে তা দেখাও। একেক জনের কত টাকা আছে যে দেশের বাইরে গিয়ে সার্জারি করাবে।' কোনো প্রকার পোশাক ছাড়াই লাইভে আসার চ্যালেঞ্জ দিয়ে এই তরুণী বলেন, 'উইদাউট ড্রেস, এসো... শো করি। দেখবো কার... টা কেমন।' শেখ শামীম পরিচালিত একটি ফিল্মসহ বিভিন্ন মিউজিক ভিডিওতে কাজ করেছেন এই তরুণী।

BARRISTERS

www.barristermalik.com

WESTMINSTER LAW CHAMBERS

DIRECT ACCESS TO LEGAL EXPERTS

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক ও তার টিমের পক্ষ থেকে পবিত্র রমজান উপলক্ষে অনেক

শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ

একই সাথে আমরা দিচ্ছি

ফ্রি লিগ্যাল এডভাইস

FREE INITIAL LEGAL ADVICE

• IMMIGRATION • FAMILY
• PROPERTY • ANY COURT CASE

Please contact for an appointment

WESTMINSTER LAW CHAMBERS

243a Whitechapel Road, London E1 1DB
Tel: 020 7247 8458 Mobile: 0771 347 1905
www.westminsterchambers.com

mrprinters

digital • design • print • promotional items

QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991

Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable printing partner for all the projects you need done.

SPECIAL OFFERS

Roller Banners
from £39
With Stand & Carry Case.
VAT & design extra.
Limited period only

5000 A5 Leaflets
from £65
Printed full colour, single side on 130gsm gloss.

50,000 A4 Menus
from £600
Printed full colour on 130gsm gloss.
Excludes design and delivery

creative flair... print vibrant... displays big impact...

- Concepts
- Corporate ID
- Illustration
- Print
- Display
- Web
- Menus
- Stationary
- Flyers
- Leaflets
- Posters
- Folders
- Brochures
- Calendars
- NCR Bill Books
- Wedding Cards
- Magazines
- Books
- Posters
- Vinyl Banners
- Pull-up Banners
- Pop-up Stands
- Prints on Canvas
- A Boards

020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ

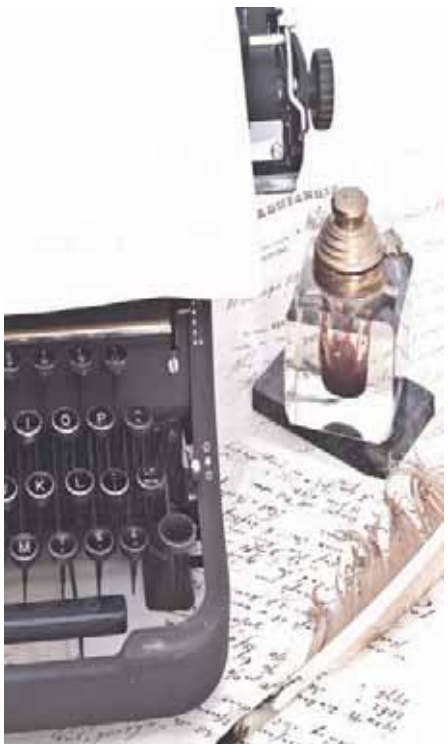

ঢাকায় দুই ছাত্রী ধর্ষণ

ধর্ষক কি পার পেয়ে যাবে?

ঢাকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রীর দায়ের করা একটি ধর্ষণ মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রভাবশালী হওয়ার কারণে গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকতে পারছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ধর্ষণের দায়ে কারও নাম এজাহারভুক্ত হলেই তিনি দোষী হয়ে যান না। কিন্তু আইনের চোখে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সন্দেহভাজন এবং আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আইনগত তদন্ত ও বিচারকাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

অভিযোগ উঠেছে, গত ২৮ মার্চ রেইন ট্রি হোটেলে এক জন্মদিনের পার্টিতে কথিত ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এক মাস বিলম্বে এই মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ ৪৮ ঘণ্টা বিলম্বে এজাহার গ্রহণ করে। সরকারিভাবে এই বিলম্বের বা কথিত পুলিশি অসদাচরণের উপযুক্ত কোনো কারণ এ পর্যন্ত দর্শানো হয়েছে বলে জানা যায় না।

ধর্ষণ ও তার ভিডিও ধারণ সত্যিই ঘটেছে কি ঘটেনি, সে বিষয়ে আদালত সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু ধর্ষণের মতো একটি গুরুতর অভিযোগে এজাহার দায়েরে ৪৮ ঘণ্টার পুলিশি হয়রানি ও অসহযোগিতার ঘটনা একটি ফৌজদারি অপরাধ। মামলা নেওয়ার পরও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের গড়িমসি ছিল লক্ষণীয়। এক নম্বর আসামি শাফাত আহমেদের বাবা দিলদার আহমেদ বলে আসছেন যে তাঁর অভিযুক্ত ছেলে বাড়িতেই আছেন কিন্তু 'প্রমাণ' না পেলে পুলিশ তাঁকে ধরবে কীভাবে। কিন্তু মামলার তিন দিন পর যখন অভিযান চালানো হলো, তখন তাঁকে বাসায় পাওয়া যায়নি। এসব কারণে জনগণের মনে এই সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠছে যে অভিযোগকারীরা শেষ পর্যন্ত সত্যিই ন্যায়বিচার লাভ করবেন কি করবেন না?

ধর্ষণের অভিযোগ এমনিতেই গুরুতর। দুই ছাত্রীর তরফে আরও যেসব অভিযোগ করা হয়েছে, তাতে তাঁদের চরম অসহায়ত্বের দিক ফুটে উঠেছে। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা শুধু ধর্ষণের শিকারই হননি, সে ঘটনার ভিডিও করা হয়েছে এবং পরে সেগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী হওয়ায় ওই ছাত্রীরা নানা হুমকি ও হয়রানির শিকার হচ্ছিলেন।

এখন পুলিশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা প্রভাবশালী বলে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। একই সঙ্গে এজাহার নিতে অস্বীকৃতি এবং ডাক্তারি পরীক্ষার নামে ভিকটিমদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা থানায় অপমানজনকভাবে বসিয়ে রাখা ও ২৫ লাখ টাকা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগেরও সুষ্ঠু তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

আমরা মামলার যথাযথ তদন্ত, অবিলম্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের মুখোমুখি দেখতে চাই।

সহজিয়া কড়চা

হাওর-বাঁওড়ের পাঁচালি

সৈয়দ আবুল মকসুদ

আমরা জেনে এসেছি, পানিতে সবকিছু ভেজে, কিন্তু এখন দেখছি পানিতে পোড়েও। দেখছি পানির দাহ্যক্ষমতা প্রচুর। পানিতে পোড়ে বাংলার কৃষকের কপাল। কখনো পানিতে পোড়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের কপালও।

সুনামগঞ্জের অকালবন্যা নিয়ে বিস্তর বাগ্-বিস্তার হচ্ছে। টক শো থেকে কেউ দোষ দিচ্ছেন উজানের ঢলের, কেউ আসামির কাঠগড়ায় খাড়া করছেন বেচারা বাঁধকে। হতভাগ্য কৃষকেরা দোষ দিচ্ছেন বিধাতার এবং তাঁদের নিজেদের কপালের। প্রথম কয়েক দিন আমিও সংবাদ সম্মেলন করে এবং বিভিন্ন মিডিয়ার সঙ্গে আলোচনায় দোষারোপ করে তির ছুড়েছি এদিক-ওদিকে। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, আমরা কেউই আসল কাজটি করিনি। আমাদের প্রথমেই ত্রাণ তৎপরতা প্রভৃতি নিয়ে হাহাকার না করে বসে পর্যালোচনা করা উচিত ছিল, নির্মম বানের পানিতে যদি এবার হাওরের ধানখেত ভেসে না যেত, তাহলে কী হতো। আমাদের ভাবা উচিত ছিল, ঘটনাটি নয়–ঘটনাটি না ঘটলে কী হতো।

বেরসিক বানের পানি নিয়ে যখন সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে, তখন বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন এমন মাননীয় মন্ত্রী বললেন, এই বন্যা থেকে 'শিক্ষা' নেওয়ার আছে। অতি উত্তম কথা। আমাদের সরকারের কর্তাদের শিক্ষার জন্য এত বড় একটা সর্বনাশের প্রয়োজন হলো! মাননীয়দের শিক্ষা গ্রহণ করতে একটা সর্বনাশা বন্যার প্রয়োজন? আজ সুনামগঞ্জের শাহ আবদুল করিম বেঁচে থাকলে গান বাঁধতেন: 'ইশকুল খুইলাছে রে বন্যা ইশকুল খুইলাছে,/ উজান হইতে ঢল আসিয়া ইশকুল খুইলাছে।'

বন্যার ইশকুলের যে পাঠ্যবই, তা আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাঠ্যবইগুলোর মতো দুর্বল রচনাসমৃদ্ধ ও ভুলভালে ভর্তি নয়। মাস্টার হিসেবে বন্যাও ফাঁকিবাজ নয়। বন্যার পাঠ্যসূচি নিখুঁত। তবে তা ঠিকমতো মুখস্থ করার মতো শিক্ষার্থী বন্যা ২০২১ বা ২০৪১ সালের মধ্যে পাবে কি না, তাতে অনেকের সন্দেহ আছে। বন্যা মাস্টার সাহেবের টেক্সট বইতে কী কী বিষয়ে রচনা রয়েছে? একটি রচনা রয়েছে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে। হাজার হাজার বছর ধরে ওই এলাকার ভূপ্রকৃতি একই রকম, এ বছর সে ভূগোলে কোনো নতুন পরিবর্তন আসেনি। এরপর আরেকটি রচনার বিষয়বস্তু, তাহলে এ বছর এ রকম হলো কেন? একটি রচনা রয়েছে হাওর এলাকার বাঁধ নিয়ে। ওই এলাকায় বাঁধ তো এখনকার মতো চিরকাল ছিল না, তবু কৃষক ফসল ফলিয়ে এবং জেলে মাছ ধরে সুন্দরভাবে বেঁচেবর্তে ছিলেন। পাহাড়ি ঢলও চিরকাল ছিল। আজ কেন এ অবস্থা? বন্যার ইশকুলে কৃষি বিষয়ে এমন রচনা রয়েছে, যা আমাদের কোনো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে নেই। প্রচুর ফলনশীল বিআর-২৯ প্রজাতির ধানের কথা ওই অঞ্চলের কৃষকদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন না। প্রকৃতির মেজাজ বুঝে ফসলের চাষ করতে হয়। আগে কৃষকেরা তা-ই করতেন। কৃষি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং বেশি ফলনের প্রলোভন দেখিয়ে একশ্রেণির এনজিওর লোকের বিশেষ জাতের ধানের চারা রোপণের পরামর্শ ফসল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ–সে কথা বানের পানি জানে, অন্য কেউ না জানলেও।

গত ১০-১৫ বছরে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে হাওর অঞ্চলের সমস্যা নিয়ে আমরা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে এবং প্রেসক্লাবের সামনে কাঠফাটা রোদে আলোচনা ও মানববন্ধন-সমাবেশ করেছি। আমরা হাওরবিশেষজ্ঞ নই। চোখ দিয়ে কোনো সমস্যা দেখলে তা সমাধানের জন্য সরকারকে বলি। অনভিজ্ঞ লোকদের কথা সরকার শুনবে কি শুনবে না, তা সম্পূর্ণ সরকারের এখতিয়ার।

কয়েক দিন আগে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ঘুরেছি। খালি চোখেই দেখা যায় হাওরের অবস্থা। নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল আমাদের সম্পদ, সমস্যা নয়। কিন্তু সেই সম্পদকে সমস্যা বানায় আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। কর্মকর্তাদের চেয়ে স্থানীয় কৃষক ও মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কথা বলে প্রকৃত পরিস্থিতি জানা যায়। আমার প্রশ্ন, অসময়ে বানের পানিতে পাকা ধান তলায়নি, ডুবেছে কাঁচা ধান? তা হলো কেন? কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তারা ছাড় পাবেন কেন? তাঁরা এনজিওর পরামর্শমতো বিআর-২৯ রোপণে কৃষকদের বারণ করেননি কেন? যে ধান পাকতে ১৬০-৬৫ দিন লাগে, তার বীজতলা সেই রকম সময়, অর্থাৎ কার্তিক মাসের দিকে করা উচিত ছিল।

খাদ্য বলতে আমাদের সরকার বোঝে শুধু চাল। তাদের কাছে খাদ্যের সংজ্ঞা হলো ভাত। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য বলতে বোঝে ভাত, রুটি, ডাল, শাক, মাছ-মাংসের তরকারি। বাংলাদেশের মানুষের মাছের একটি বড় উৎস হাওর। কিন্তু হাওরের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু হাওর এলাকার জনপ্রতিনিধিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকেই সরকারের ঝোঁক।

হাওর-বাঁওড় জনগণের সম্পত্তি, কিন্তু বেওয়ারিশ সম্পত্তি নয়। মোগল আমলে লাখেরাজ সম্পত্তি তার মোতোয়ালিরা ভোগদখল করতেন জনগণের সেবা করার নামে। লাখেরাজ প্রথা এখন আর নেই, কিন্তু একধরনের মোতোয়ালি রয়ে গেছেন। কথিত জনপ্রতিনিধিরা একালের জনগণের মোতোয়ালি। দেশে একটি হাওর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রয়েছে। হাওর উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ক্রমাগত বাড়ছে, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে হাওর এলাকার মানুষের কী উন্নয়নটা হচ্ছে, তা তারা জানে না।

বর্তমান অর্থবছরে হাওর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২ হাজার ৫৩৩ কোটি টাকা। কম টাকা নয়। এই অর্থ থেকে একটি অংশ হাওর এলাকায় বাঁধ নির্মাণে ব্যয় করবে কর্তৃপক্ষ। সেই কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের 'প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা'র, যার ইংরেজি নাম প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি, সংক্ষেপে পিআইসি। প্রতিটি এলাকায় পিআইসি গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সাংসদদের। বঙ্গীয় জনপ্রতিনিধিদের যোগ্যতা, সততা, বিশেষ করে সততা ও চারিত্রিক সংহতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এমন স্পর্ধা কোন নাগরিকের আছে? তাঁদের দেশপ্রেম ও জনগণের জন্য অপার ভালোবাসা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, এমন নির্বোধ কেউ নেই। ভোটাররা দেখছেন তাঁদের আপদে-বিপদে তাঁরা সব সময় তাঁদের 'পাশে' আছেন। যেমন এবার সুনামগঞ্জের হাওরের বিপর্যয়ের সময় সেখানকার সব জনপ্রতিনিধি হাওর অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের মরা মাছ, হাঁস ও মোষের পাশেই ছিলেন!

বর্তমান অর্থবছর শেষ হয়ে এল। হাওর উন্নয়নে জেলা প্রশাসনের কাছে যে অর্থ আছে, তা কী কী কাজে ব্যয় হয়েছে বা হতে যাচ্ছে বা হতে পারে, তার একটা হিসাব-নিকাশ এই বিপর্যয়ের পর হতে পারত। কিন্তু হয়েছে–সে রকম সংবাদ কাগজে দেখিনি। বাঁধ নির্মাণে ঠিকাদারদের কাজের তদারক করার দায়িত্ব শুধু পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলীদের নয়, নৈতিক দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি জনপ্রতিনিধিদের। ঠিকাদারদের সঙ্গে লেনদেন ও ভাগ-বাঁটোয়ারা শুধু সরকারি কর্মকর্তারা করেন না, জনপ্রতিনিধিদের সন্তুষ্টি বিধান না করে কোনো কিছুই কারও পক্ষে করা সম্ভব নয়। ঠিকাদারেরা খাম সবাইকেই দেন এবং দিতে বাধ্য। ছাত্র-যুবনেতাদের যে কী পরিমাণ দিতে হয়, তা ঠিকাদারেরাই ভালো জানেন।

ঠিকাদারদের ওপর খবরদারি করা এবং তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মাননীয়দেরই সবচেয়ে বেশি। শুধু পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের বলির পাঁঠা বানালেই চলবে না, তাঁরা বলির পাঁঠা হলে জনপ্রতিনিধিদের বলির বৃষ করা উচিত। হাওরে বাঁধ নির্মাণের কাজ ঠিকঠাকমতো হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা মিতসুবিশি-পাজেরোটা সড়কে দাঁড় করিয়ে আধা ঘণ্টার মতো চোখ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। সেই কাজ যাঁরা করেন না, রাষ্ট্রের বেতন-ভাতা খেয়ে যাঁরা কর্তব্য পালন করেন না, তাঁরা শুধু নিন্দার পাত্র নন, শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেন।

হাওর লিজ দেন জেলা প্রশাসক, কিন্তু তাঁর মাথার ওপর থাকেন প্রভুর মতো এমপিরা। সুতরাং যেকোনো অন্যায় ও অপকর্মের দায় শুধু কর্মকর্তাদের ওপর চাপিয়ে রেহাই পাওয়া যাবে না। আমরা জানতাম, হাটবাজার ইজারা দেওয়া যায়। সরকারি খাসজমি পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রজাতন্ত্রের জনগণের সম্পত্তি লিজ দেওয়ার বিধান আছে। জেলা প্রশাসকই তা দেন। জলমহাল ইজারা দেওয়ার যে নীতিমালা আছে, তাতে উন্মুক্ত হাওর লিজ দেওয়ার বিধান নেই, সে কথা ২৯ ধারায় বলা আছে। বঙ্গীয় ক্ষমতাবানেরা আইনের বিধান মানতে বাধ্য নন। তাঁরা রাস্তার উলটো দিক দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলেও বেচারা ট্রাফিক পুলিশ তা আটকান, সে ক্ষমতা তাঁর নেই। সুতরাং জলমহাল ইজারার বিধানগুলো তাঁদের মানতেই হবে, তার কোনো কথা নেই। তবে ক্ষমতাবানদের বুদ্ধির ঘাটতি আছে, সে কথা কোনো বেকুব ভোটারও মনে করেন না।

বলা আছে, উন্মুক্ত জলাধার ইজারা দেওয়া যাবে না, কিন্তু যদি কোনো উন্মুক্ত জলাধারকে চার দিকে একটা বাঁধের মতো দিয়ে বদ্ধ জলাশয় বানানো যায়, তাহলে আইনও মানা হলো, ইজারাও নেওয়া গেল। এইভাবেই বাংলার নদ-নদীর পাড়, বালুচর, খাল-বিল, বনভূমি সব ক্ষমতাবানদের হাতে চলে যায়। হাওর যদি লিজ দিতেই হয়, যাঁরা জেলে শুধু তাঁরাই পাবেন। মাননীয়দের মাছের কারবারে নামার দরকার কী? এমনিতেই তাঁদের বিপুল রোজগার এবং সুযোগ-সুবিধা সীমাহীন। জেলা প্রশাসক যখন হাওর লিজ দেন, তখন তাঁর তদন্ত করে দেখা উচিত যিনি লিজ চাইছেন, তিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষ জেলে ছিলেন কি না? স্বাধীনতার আগে থেকেই রাজনৈতিক দলগুলো স্লোগান দিয়েছে, 'জাল যার জলা তার'। হাওর এলাকার কৃষিজীবী ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত রয়েছে। মৎস্যজীবীদের জন্য হাওরে সারা বছর পর্যাপ্ত পানি খুবই কাঙ্ক্ষিত। তাহলে তাঁরা সারা বছর মাছ ধরতে পারেন। ধানচাষিরা চান হাওর থেকে দ্রুত পানি সরে যাক। তাতে তাঁদের ধান বা অন্য কোনো ফসল ফলাতে সুবিধা হয়। শোনা যায়, সে জন্য কখনো কখনো তাঁরা বাঁধ কেটে দেন, যাতে দ্রুত পানি নেমে যেতে পারে। সেই কারণে হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের সময় চাষিদের স্বার্থ এবং মৎস্যজীবীদের স্বার্থ–দুটোকেই সমন্বয় করে করা দরকার।

'হাওর পঞ্জিকা' বলে একটি জিনিস আছে। কৃষি বিভাগ ও মৎস্য বিভাগের কর্তারা তার পাতা ঠিকমতো ও"ান কি না, আমরা বলতে পারব না। কোন মাসে হাওরে কোন জাতের ধান রোপণ করতে হবে, কোন মাসে মাছ ডিম দেবে, কোন মাসে কী করতে হবে, তা পঞ্জিকায় বলা আছে।

কর্মকর্তাদের দুর্নীতির দায়ে পাকড়াও করা সহজ, জনপ্রতিনিধিদের নয়। দুর্নীতিই মূল কারণ, তবে তা নিয়ে কথা বলার লোক প্রচুর। কিন্তু অদক্ষতা দুর্নীতির চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়। দুর্নীতিতে কেউ না কেউ লাভবান হয়, কর্মকর্তাদের কর্তব্যে অবহেলা ও অদক্ষতায় জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাওরের বিপর্যয়ের জন্য জবাবদিহি করতে শুধু পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঠিকাদার নয়, কৈফিয়ত চাইতে হবে কৃষি ও মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছেও। কৈফিয়ত চাইতে হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্তাদের কাছেও।

হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর রয়েছে। কিন্তু হাওর-বাঁওড়ের উন্নয়নের জন্য কোনো আইনি কাঠামো নেই। আমাদের কৃষি অর্থনীতিতে হাওরের ভূমিকা অসামান্য। কিন্তু সেখানকার মানুষই বেশি অবহেলিত।

হাজার বছর ধরে হাওরের পার্শ্ববর্তী মানুষ তাঁদের স্থানীয় জ্ঞান প্রয়োগ করে প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সেই যে স্থানীয় জ্ঞান, তার মূল্য সামান্য নয়। তাই হাওর উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করা বিশেষভাবে আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায়, দাতাদের পরামর্শে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে কাংক্ষিত সুফল আসে না। সে জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে প্রথাগত স্থানীয় জ্ঞান যুক্ত না হওয়ায় বিপুল অর্থ অপচয় হয় কিন্তু স্থানীয় মানুষ উপকৃত হয় না। হাওর একটি প্রাকৃতিক জিনিস, তার নিজের স্বার্থে উন্নয়নের কিছু নেই। হাওর উন্নয়নের অর্থ হাওর এলাকার মানুষের উন্নয়ন।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।

সাবধান! অনলাইনে ব্ল্যাকমেইলিংয়ের ফাঁদ

ঢাকা, ১০ মে : ইন্টারনেটে পরিচয়ের মাধ্যমে যেমন বন্ধুতা থেকে শুরু করে প্রেম, বিয়ে হচ্ছে। মানবিক সাহায্য-সহযোগিতার ঘটনা ঘটছে। তেমনি ঘটছে নানা ধরনের ব্ল্যাকমেইল, হুমকি-ধমকির ঘটনা। দেশের বিপুল মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউবে সক্রিয়। এই মাধ্যমটাকেই কাজে লাগাচ্ছে এক শ্রেণির প্রতারক। এরকম অনেক অভিযোগ কাউন্টার টেরোরিজমের সাইবার ক্রাইম বিভাগে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অনেককে। তবুও থামছে না অপরাধ। একের পর এক ঘটেই চলেছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতারণার শিকার হচ্ছেন মেয়েরা। রাইসা হক (ছদ্মনাম)। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রী। মা-বাবার সঙ্গে থাকেন খিলক্ষেতের নিকুঞ্জে। লেখাপড়া ও পারিবারিক কাজ ছাড়া বাইরে যান না তেমন। অবসরে ইন্টারনেটে সময় কাটান। ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাট করেন। এভাবেই একসময় ভালো বন্ধুতা গড়ে উঠে শরীফুল ইসলাম দীপু নামে এক যুবকের সঙ্গে। বন্ধুতা থেকে একসময় দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুযোগ পেলেই দীপুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাইরে বের হতেন রাইসা। ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্নস্থানে। সূত্রে জানা গেছে, গত বছর একের পর এক বিয়ের প্রস্তাব আসছিল রাইসার। পরিবার থেকেও বিয়ে করার চাপ। নানাভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন দীপুর সঙ্গে। দীপুকে বিয়ে করতে বলেন তিনি। কিন্তু নানা অজুহাতে এখন বিয়ে করা সম্ভব না বলে জানিয়ে দেন দীপু। এরমধ্যেই গত বছরের ১৯শে আগস্ট অন্যত্র বিয়ে হয় রাইসার। তারপরই ঘটে ঘটনা। সংসার জীবনের শুরুতেই ঘটে অনভিপ্রেত ঘটনা। রাইসার স্বামীর মোবাইলফোনে একটি ক্ষুদেবার্তা। এতে জানিয়ে দেয়া হয় রাইসার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। শারীরিক সম্পর্কও ছিল তাদের। এরকম ছবি ও ভিডিও রয়েছে। এই ক্ষুদেবার্তার পর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি পড়ে স্বামীর। দাম্পত্য জীবনের সুখ অনুভব করার আগেই ঝড় শুরু হয়। কিন্তু ওই ক্ষুদেবার্তার কোনো রিপ্লে দিচ্ছিলেন না রাইসার স্বামী। তারপর আরো ক্ষুদেবার্তা। একটি বার্তার লেখা হয়েছে 'আপনার বউ'র ভিডিওটা যে কতো বিউটিফুল তা শুধু আপনি আমি দেখলে হবে? আপনার অফিসের লোকদেরও দেখাতে হবে। মিউচ্যুয়ালে আসতে পারেন।'

এবার রাইসার স্বামীর হোয়াটসঅ্যাপে ক্ষুদে বার্তায় সরাসরি চাঁদা দাবি করেন দীপু। 'মিউচ্যুয়ালে আসেন। জাস্ট ১ লাখ।' টাকা না দিলে ভিডিওটি অন্যত্র বিক্রি করে দেবে জানিয়ে দীপু লিখেছেন, 'কেউ কিনে নিলে ১ লাখ। সো আই এগ্রি উইথ হিম।' নতুন সংসার তখন ভাঙে প্রায়। ডিভোর্স হয়ে যাবে অবস্থা। বিষয়টি কাছের স্বজনরাও জেনে যান। রাইসার স্বামী সবসময় আতঙ্কে থাকেন। তার মান-সম্মান বুঝি গেল।

রাইসা স্বামীকে সব খুলে বলেন। দীপু নামের এই ছেলের সঙ্গে ছিল তার প্রেমের সম্পর্ক। শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয়নি তাদের। কিন্তু তা বিশ্বাস করেন না রাইসার স্বামী। রাইসা জানান, দীপুর সঙ্গে এমন কিছু ঘটেনি যা আপত্তিকর। এরকম ছবিও নেই। ভিডিও আসবে কিভাবে। এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেন রাইসা। তারপরই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নেন এই দম্পতি। গত বছরের ৭ই সেপ্টেম্বর তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা করেন। মামলার পরপরই গ্রেপ্তার করা হয় শরীফুল ইসলাম দীপুকে। আদালতে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে রিমান্ডে চান তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিন দিনের জিজ্ঞাসাবাদে রিমান্ডে দীপু জানান, তার কাছে কোনো ভিডিও নেই। প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভে তিনি হুমকি দিচ্ছিলেন। দীপু চাননি রাইসার অন্যত্র বিয়ে হোক। শরীফুল ইসলাম দীপুর বাড়ি গাইবান্ধা। তিনি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

এইভাবে মোবাইলফোন হারিয়ে প্রতারকের খপ্পরে পড়েছিলেন একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রুনা পারভিন। ধানমন্ডির দুই নম্বর সড়কে প্রায় তিন মাস আগে ফোনটি হারিয়ে যায়। ওই ফোনে তার কিছু একান্তই ব্যক্তিগত ছবি ছিল। ফোনটি হারানোর কিছুদিন পরেই একটি ফেসবুক আইডি থেকে ক্ষুদেবার্তা। আপত্তিকর প্রস্তাব। বিরক্ত হয়ে আইডি ব্লক করেন রুনা। পরে অন্য একটি আইডি থেকে রুনার একটি ছবি সেন্ট করা হয়। রুনা এবার বাধ্য হয়েই চ্যাট করেন তার সঙ্গে। অনুরোধ করেন ছবি ডিলিট করতে। এরমধ্যেই ওই আইডি থেকে দাবি করা হয় মোটা অঙ্কের অর্থ। টাকা দিলেই ছবিগুলো ডিলিট করা হবে। নতুবা ছবিগুলো ভাইরাল হয়ে যাবে। ফেসবুকে, ইউটিউবে ছড়িয়ে দেয়া হবে নানাভাবে। তারপর থেকে ঘুম নেই রুনার চোখে। ভয়ে একটি বিকাশ নম্বরে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে আরো টাকা পরে দেবেন বলে জানান। এভাবে প্রায়ই টাকা পাঠাতে হতো রুনাকে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সহযোগিতা নেন কাউন্টার টেরোরিজমের সাইবার ক্রাইম বিভাগের। গ্রেপ্তার করা হয় রাজীব নামে এক যুবককে। তদন্তে দেখা গেছে, হারানো মোবাইলফোনটি রাজীবের কাছে বিক্রি করেছিলো এক রিকশাচালক। রুনার সঙ্গে রাজীব চ্যাট করলেও চাঁদাবাজি রাজীব করেননি। ওই সময়ে রাজীবের আইডি হ্যাক করে চাঁদাবাজি-ব্ল্যাকমেইল করেছে বরিশাল সদরের কালুশাহ রোডের আমান নামের এক যুবক। গ্রেপ্তার করা হয় তাকেও। গত এপ্রিলে আদালতে এ বিষয়ে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি দিয়েছে আমান।

২ নায়কের বিরুদ্ধে থানায় শাকিব খানের অভিযোগ

ঢাকা, ১০ মে : গত শুক্রবার শিল্পী সমিতির নির্বাচনের দিন রাতে তার উপর আক্রমণের ঘটনায় থানায় অভিযোগপত্র দিয়েছেন চিত্রনায়ক শাকিব খান।

গত মঙ্গলবার সকালে তেঁজগাও শিল্পাঞ্চল থানায় শাকিবের পক্ষে এ অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। সেই অভিযোগনামায় নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খানকে এ ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও অভিযোগ দায়ের করা হয় চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক, খল অভিনেতা জিয়ার বিরুদ্ধে।

জায়েদ খান ও সাইমন সাদিক ঃ অভিযোগপত্রে শাকিব খান উল্লেখ করেন, 'আমি বিএফডিসিতে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির বর্তমান সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত আছি। ৫ মে এফডিসিতে চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৬ মে দিবাগত রাত অনুমান ১টা ৩০ মিনিটে বিভিন্ন মারফত আমার কাছে খবর আসে নির্বাচনের ফলাফল এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আপিল বিভাগের লোকজন শিল্পী সমিতি অফিসের ভেতরে ভোট গণনা কেন্দ্রে অবস্থান করছে ও বহিরাগত অনেক লোক সমিতির অফিসের বাইরে অবস্থান করছে। আমি সমিতির সভাপতি হিসেবে বিষয়টি দেখা আমার এখতিয়ারভুক্ত বিধায় এফডিসিতে আসি এবং দেখি যে, শিল্পী সমিতির অফিসে আপিল বিভাগের লোকজন ও বাইরে বহিরাগত লাল গেঞ্জি পরিহিত পিস্তল হাতে একজন সন্ত্রাসীসহ চাপাতি হাতে কয়েকজন বহিরাগত লোক অবস্থান করছে। এসব বহিরাগত লোক এফডিসির ভেতরে এতরাতে কীভাবে এল এবং কেন অস্ত্র হাতে অবস্থান করছে জানতে চাইলে ওইখানে উপস্থিত নৃত্যপরিচালক সাঈফ খান কালু, চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক, অভিনেতা জিয়া, ফাইটার শামিমসহ আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লোক আমার ওপর হামলা করতে আসে। আমাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করে। আমার এক ভক্ত আমাকে রক্ষা করতে গেলে আক্রমণকারীর ছুরির আঘাতে তার হাত কেটে যায়। আমি নিজের প্রাণ রক্ষার্থে পুলিশ, আমার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী, কিছু কলা-কুশলীর সহযোগিতায় দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করি। তখন সন্ত্রাসীরা আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ধর ধর বলে ধাওয়া করে।' এজাহারে শাকিব খান আরও উল্লেখ করেন, 'বর্তমানে বিভিন্ন মারফত আমাকে হুমকি দেয়া হচ্ছে যে, আমাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করবে ও রাস্তা-ঘাটে একা পেলে মেরে ফেলবে। এ অবস্থায় আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এসব কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনাকারী চিত্রনায়ক জায়েদ খানসহ আরও কয়েকজন জড়িত বলে আমার বিশ্বাস।'

জানা গেছে, তেজগাঁও থানার ডিউটি অফিসার শাকিব খানের অভিযোগটি গ্রহণ করেছেন এবং বিষয়টি তদন্তের জন্য একজন এসআইকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এদিকে, ওই রাতের ঘটনার পর থেকে অসুস্থতার কারণে ল্যাব এইড হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন শাকিব খান। তার চাচাতো ভাই মনিরুজ্জামানকে দিয়ে অভিযোগ থানায় পাঠানো হয়েছে।

দুর্নীতি মামলায় এরশাদ খালাস

ঢাকা, ১০ মে : আরো একটি দুর্নীতি মামলায় খালাস পেলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। প্রেসিডেন্ট হিসেবে উপহার নিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা জমা না দেয়া সংক্রান্ত দুর্নীতির একটি মামলায় তাকে নিম্ন আদালতের দেয়া ৩ বছরের কারাদণ্ড বাতিল করে বেকসুর খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। এরশাদের সাজা বাড়াতে এবং তার পক্ষের একজন সাফাই সাক্ষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাষ্ট্রপক্ষের করা দুটি আপিল আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে দণ্ড থেকে খালাস চেয়ে এরশাদের করা আপিল মঞ্জুর করে গত মঙ্গলবার এ রায় দেয় বিচারপতি মো. রুহুল কুদ্দুস ও বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ। এর আগে গত ৯ই মার্চ শুনানি শেষে এ মামলার রায় ঘোষণার জন্য ২৩শে মার্চ দিন ধার্য করেছিলেন আদালত। তবে, এ মামলায় এরশাদের আপিল ছাড়াও সরকারের করা দুটি আপিল বিচারাধীন থাকায় ওই দিন (২৩শে মার্চ) রায় ঘোষণা না করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য তিনটি আপিল আবেদনের নথি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠিয়ে দেন বিচারপতি মো. রুহুল কুদ্দুসের একক হাইকোর্ট বেঞ্চ। পরে প্রধান বিচারপতি তিনটি আপিল একসঙ্গে নিষপত্তির জন্য বিচারপতি মোঃ রুহুল কুদ্দুস ও বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তীর বেঞ্চে পাঠিয়ে দেন। এর আগে রাডার ক্রয় দুর্নীতির মামলায় এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় গত ১৯শে এপ্রিল এরশাদকে বেকসুর খালাস দেয় ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ আদালত।

গতকাল রায়ের প্রতিক্রিয়ায় দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান বলেন, সরকারের করা দুটি আপিল খারিজ করেছেন হাইকোর্ট। তবে, এরশাদের আপিল গ্রহণ করে তাকে বেকসুর খালাস

দিয়েছেন আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে কিনা-এমন প্রশ্নে দুদকের এই আইনজীবী বলেন, রায়ের বিষয়টি কমিশনকে (দুদক) অবহিত করেছি। এখন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। পর পর দুটি দুর্নীতির মামলায় এরশাদ খালাস পেলেন-এটি দুদকের ব্যর্থতা কিনা-এমন প্রশ্নের জবাবে খুরশিদ আলম খান বলেন, দুদক ব্যর্থ এটি মানতে রাজি নই। কেননা, আজকের (গতকাল) রায়ে এটি প্রমাণ হয়েছে যে, এরশাদের কাছে যে অর্থ পাওয়া গিয়েছিল সেটি ছিল জ্ঞাত আয়বহির্ভূত। এরশাদের আইনজীবী শেখ সিরাজুল ইসলাম বলেন, এই মামলায় নিম্ন আদালত এরশাদকে যে রায় (৩ বছরের কারাদণ্ড) দিয়েছিল তা হাইকোর্ট বাতিল করে তাকে খালাস দিয়েছে। এই রায়ে প্রমাণ হলো তিনি কোনো অপরাধ করেননি। তিনি কোনো দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। তিনি সুবিচার পেয়েছেন। আইনজীবীরা জানান, তিনটি আপিলের মধ্যে এরশাদের সাজা বাড়াতে একটি এবং এরশাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া একজনের সাক্ষ্য বাতিলের আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। আর এরশাদের সাজা বাতিল করে তাকে খালাস দেয়ার আবেদন করা হয়। আদালত রাষ্ট্রপক্ষের দুটি আপিল করে খারিজ করে এরশাদের আপিল মঞ্জুর করে তাকে খালাস দেয়।

প্রেসিডেন্ট থাকাকালে উপহার নিয়ে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না দেয়ায় ১৯৯১ সালে এরশাদের বিরুদ্ধে তৎকালিন দুর্নীতি দমন ব্যুরো (বর্তমানে দুর্নীতি দমন কমিশন) এ মামলা দায়ের করেছিল। মামলার অভিযোগে বলা হয়, ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বিভিন্ন উপহার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা না দিয়ে এরশাদ এক কোটি ৯০ লাখ ৮১ হাজার ৫৬৫ টাকার আর্থিক অনিয়ম করেছেন। এ অভিযোগে ১৯৯১ সালের ৮ই জানুয়ারি এরশাদের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করা হয়। বিচারিক কার্যক্রম শেষে ১৯৯২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি মামলার রায় ঘোষণা করেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত। রায়ে এরশাদকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। একইসঙ্গে ওই অর্থ ও একটি টয়োটা ল্যান্ডক্রুজার গাড়ি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেয় আদালত। পরে নিম্ন আদালতের ওই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ওই বছরই আপিল করেন এরশাদ। শুনানি শেষে দণ্ড স্থগিত হয়ে যায়। দুই দশক পর দুদক ২০১২ সালে এ মামলায় পক্ষভুক্ত হয়। পরে গত বছরের আগস্টে আবারো এই আপিল শুনানির উদ্যোগ নেয় দুদক। দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি মো. রুহুল কুদ্দুসের একক বেঞ্চ প্রথমে গত বছরের ১৫ই নভেম্বর এ মামলায় শুনানির দিন ধার্য করেন। পরে এরশাদের আইনজীবী শেখ সিরাজুল ইসলামের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৩০শে নভেম্বর শুনানির দিন ধার্য করেন আদালত। পরে ৯ই মার্চ শুনানি শেষ হয়।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে খালেদা জিয়া

আওয়ামী লীগের হাতে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদ নয়

ঢাকা, ১০ মে : আওয়ামী লীগের হাতে দেশের কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদ নয় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলে গত মঙ্গলবার রাতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসন এই অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, দেশে এখন কারো নিরাপত্তা নেই। আওয়ামী লীগের হাতে দেশ ও দেশের মানুষ নিরাপদ নয়। ওদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করতে প্রয়োজন গণতন্ত্র। গণতন্ত্র না থাকলে উন্নয়ন হবে, জনগণের কল্যাণ হবে না। শুধু ওই দল ও এক ব্যক্তির কল্যাণ হবে।

গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে খালেদা জিয়া বলেন, এ জন্য প্রয়োজন একটা সুষ্ঠু ও নিরপে নির্বাচন। এই নির্বাচনে সব দলকে সমান সুযোগ দিতে হবে।

গুলশানের কার্যালয়ে বিএনপির উদ্যোগে এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান হয়। বিএনপি চেয়ারপারসন বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম পতেঙ্গা বুদ্ধ বিহারের অধ্য ভান্তে সুমঙ্গল ঘের, চন্দনাইশ বিহারের ভান্তে তিষ্য মিত্র, কমলাপুর বৌদ্ধ বিহারের বোধিপ্রিয় ভিু, জ্ঞানপ্রিয় ভিু, পদ্মা শুভ ভিু, সুনান্দ ভিু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে বৌদ্ধ বিহার পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনার দিকে ইংগিত করে খালেদা জিয়া বলেন, আপনাদের ওপর কী অত্যাচার হয়েছে, সেসব কারা করেছে, তা আমরা জানি, আপনারাও জানেন। তারা মানুষের জায়গাজমি দখল করে, লুটপাট করে বিশেষ করে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকদের সম্পত্তি জবর দখল করছে।

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে তিনি বলেল, আওয়ামী লীগ কখনো বেশি মৌলবাদী হয়ে যায়, কখনো বেশি মুসলমান হয়ে যায়, কখনো অতি হিন্দু হয়ে যায়, কখনো বেশি বৌদ্ধ হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ বহুরূপী। এই হলো আওয়ামী লীগের অবস্থা। কাজেই আপনারা বুঝতে পারছেন, ওদের হাতে দেশ ও দেশের মানুষ নিরাপদ নয়।

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক সমর্থন কামনা করেন বিএনপি চেয়ারপারসন।

দলের সহধর্ম বিষয়ক সম্পাদক দীপেন দেওয়ানের সভাপতিত্বে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মির্জা আব্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক সুকোমল বড়ুয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এ সময় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য জমিরউদ্দিন সরকার, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় নেতা আফরোজা আব্বাস, নুরী আরা সাফা, সমীরন দেওয়ান, সন্দ্বীপ দেওয়ান, প্রদীপ চন্দ্র চাকমা, সুনীত তালুকদার প্রমুখ নেতা উপস্থিত ছিলেন।

গ্লোবাল কমিটি ফর ফেয়ার সিটিজেনশীপ ল'কমিটির সভা

গ্লোবাল কমিটি ফর ফেয়ার সিটিজেনশীপ ল' কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ মে রোববার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডের একটি হলে প্রবীণ কমিউনিটি নেতা আলহাজ জিল্লুল হকের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের আহ্বায়ক সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার নজরুল খসরু, ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, এমএস আলাউদ্দিন আহমদ, আলহাজ আব্দুল আজিজ সরদার, জাহাঙ্গীর খান, শিহাবুজ্জামান কামাল, সলিসিটর নাশিদ রহমান, হাজি ফারুক মিয়া, আইনজীবী মোঃ শিবলী সাদেক প্রমুখ।

সভায় বাংলাদেশে প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইনে প্রবাসীদের সকল দাবি-দাওয়া বাস্তবায়ন ও সংযোজন করার জোর দাবি জানানো হয়। বক্তারা প্রবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব অধিকারীদের বাংলাদেশে কাজ করার সুযোগ ও তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের নাগরিকত্ব অধিকার প্রদানসহ সকল দাবি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। সভায় ব্যারিস্টার নজরুল খসরু সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর কাজে অগ্রগতির ব্যাপারে ফিডবেক প্রদান করেন।

সভায় প্রবাসীদের দাবি-দাওয়ার পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে সভা-সেমিনার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল যুক্তরাজ্য শাখার মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ একটি রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দল, যুক্তরাজ্য শাখার মাসিক নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য মহিলা দলের আহবায়ক ফেরদৌস রহমান। সভা পরিচালনা করেন অঞ্জনা আলম। অনুষ্ঠানের সভাপতি ফেরদৌস রহমান উপস্থিত সদস্যদেরকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শহীদ জিয়ার রাজনৈতিক কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়া বিএনপির নেতা কর্মীদের উপর বাংলাদেশে চলমান গুম, হত্যাসহ নানাবিধ অত্যাচারের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে মহিলা দল যুক্তরাজ্য শাখাকে আরও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি সবাই জোর দেন। এ নিয়ে নানা কর্মসূচীরও প্রস্তাব করা হয় অনুষ্ঠানে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাজ্য মহিলাদলের সদস্য সচিব অঞ্জনা আলম, লুনা সাবরিনা, আরজুমান্দ মুন্নি, খন্দকার কাউছার জাহান তাছমিনা, সোনিয়া তাসলিম, আকলিমা মুন্নি ও রুবি মীর্জা। সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি টানা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সোলসবারী কাউন্সিলে প্রথম বৃটিশ-বাংলাদেশী কাউন্সিলার নির্বাচিত হলেন আতিকুল হক

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বৃটিশ বাংলাদেশী ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন (বিবিসিএ) এর প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারি আতিকুল হক উইলশায়ারের সোলসবারী কাউন্সিলের এডমন্ড এন্ড মিলফোর্ড ওয়ার্ড থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বিপুল ভোটে কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিই এই বারায় প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশী কাউন্সিলার। এছাড়া এই নির্বাচনে তিনি যাদের নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে কাউন্টি এবং সিটি কাউন্সিলে নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সবাই বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন।

ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন আতিকুল হক। প্রাপ্ত ভোট ৬৮২। এমেন্ডা ফস্টার। প্রাপ্ত ভোট ৫৪৫ ও এলিজাবেথ সিরম্যান। প্রাপ্ত ভোট ৫২১। এই সিটে নির্বাচনে কনজারভেটিভ দলীয় প্রার্থীদের কাছে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন লিবডেমের প্রার্থীরা।

উল্লেখ্য, কাউন্সিলার আতিকুল হকের দেশের বাড়ি বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুরের শ্রীরামসী দিঘীরপাড় গ্রামে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ওল্ডহ্যাম বিএনপির সভায় বক্তারা

এমএ মালেকের ওপর হামলা প্রবাসে সুস্থ রাজনীতির পথ কলুষিত করেছে

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম, এ মালেকের ওপর আওয়ামী বর্বর হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যুক্তরাজ্য ওল্ডহ্যাম শাখার উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৭ মে রোবাবার ওল্ডহ্যামের স্থানীয় একটি রেস্তুরায় ওল্ডহ্যাম বিএনপির সভাপতি জামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজুর রহমান।

সভায় বক্তব্য রাখেন ওল্ডহ্যাম বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা মল্লিক আব্দুল মুহিত, সিনিয়র সহ সভাপতি ফিরোজ আলী লালা, অন্যতম উপদেষ্টা প্রভাষক মহসিন চৌধুরী, সহ সভাপতি মইনুল ইসলাম হীরা, শানুর আলী, মাহমুদুল্লাহ হান্নান, গোলাম মওলা নিক্সন, ফয়সলআহমেদ চৌধুরী, আতিকুর রহমান লিটন, শিউল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল মালেক, শাহ তাজুলই সলাম, শাহ মোবাশ্বির আলী, আব্দুছ ছবুর, কামরুল ইসলাম, খালেদ আহমেদসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রতিবাদ সভায় এই বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বক্তারা বলেন, গণতান্ত্রিক উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের ন্যাক্কারজনক হামলা সুস্থ ধারার রাজনীতিচর্চার পথকে সংকুচিত এবং কলুষিত করেছে। ভবিষ্যৎ রাজনীতিকেও সংঘাতের দিকে ঠেলে দিবে বলে বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বক্তারা রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভুত এ ধরনের ঘৃণ্য পথ পরিহার করার আহ্বান জানান। অন্যথায় এর পরিণতি শুভ হবেনা বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনাব মুহিত আলী, হারুনুর রশিদ, শানুর মিয়া, আবুল ফজল, সামছুল আলম কামাল প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

feast & Mishti
RESTAURANT & SWEETMEAT
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£9.99
including soft drink
৩০+ আইটেম
গরম গরম ...
সকালের নাস্তায় পরোটা
বিকেলে জিলাপি, হালিম, চানা-পিয়াজু ...
Child £5.99 with soft drink
৪০ জনের প্রাইভেট রুমসহ ১৩০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road
London E1 1DB
WiFi ZONE
MasterCard VISA DELTA
Major cards accepted.

লন্ডনে সোশ্যাল মিডিয়ার দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

লন্ডন টাইমস নিউজের উদ্যোগে "সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম : আমাদের দায়িত্ব, আমাদের জবাবদিহিতা" শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ মে শনিবার লন্ডন টাইমস নিউজ এর নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ শাহ সেলিম আহমেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে কী নোট উপস্থাপন করেন সলিসিটর ও কানেক্ট বাংলাদেশ লন্ডনের কো-অর্ডিনেটর শিব্বির আহমেদ।

২৭ মিনিটের কী নোটে সোশ্যাল মিডিয়া, ইন্টারনেট, গুগলের উৎপত্তি, প্রচলন সময়, সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে নানা দিকসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবের দিক তুলে ধরেন এবং কুরআনের আয়াতের অনুবাদের মধ্য দিয়ে তার প্রেজেন্টেশন সমাপ্তি করেন। শিব্বির আহমদ তাঁর কী নোটে টাইম ম্যানেজম্যান্টসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে স্যোশায়াল মিডিয়ার নেতিবাচক বিষয়গুলো বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন।

সেমিনারে বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিষ্ট, অধ্যাপক ও টিভি অ্যাংকর সৈয়দ নিয়াজ আহমেদ সোশ্যাল মিডিয়া আমার জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি কীভাবে এর গুরুত্ব দিচ্ছি- সেটার উপর নির্ভর করে বলে মন্তব্য করেন। এ সময় তিনি নানা তথ্য বিশ্লেষণ আর স্মার্টফোনের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, এই গেজেট শুধু একটা ফোন নয়, মুহূর্তে আমার জীবনের সকল অংশের ও অঙ্গের সাথে ক্রিয়া প্রক্রিয়া করে চলেছে, জড়িয়ে দিচ্ছে। সৈয়দ নিয়াজ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, এটা কি তাহলে মৃত্যু হয়ে যাবে? প্রশ্ন হলো, আমি কীভাবে এর ব্যবহার করছি। ফেসবুকে হাজারও লাইক, অচেনা অজানা ফ্রেন্ড, না-কি আমি কীভাবে এর ব্যবহার ও ব্যবহারের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি, সঠিক ম্যাসেজ দিতে ও নিতে পারি- সেটার উপর নির্ভর করে।

কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া পুরো পরিবার, বংশানুক্রমিকভাবে, জেনারেশন বাই জেনারেশন কেমন করে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, নিজের পরিবার, নাতি নাতনির উদাহরণ হিসেবে টেনে এনে এর প্রায়োগিক বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

গ্রিন পার্টির বেথান ল্যান্টকে তাঁর বক্তব্য বলেন, ১৮ বছরের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে ফেসবুক ব্যবহার করে। টুইটারে কারও মিলিয়ন অনুসারি অথচ ব্যক্তিগত কাসুন্দি কিংবা সামান্য খুনসুটি পর্যন্ত যখন চলে আসে, হয়তো সে আফ্রিকা বা অন্য কোন স্থান থেকে, যা থেকে কমিউনিটি কিংবা সমাজের ইফেক্টিভ কিংবা কমিউনিটির উন্নয়নে ভূমিকা নয়, অথচ আমরা এই মাধ্যমের অপরিহার্যতা হেতু বাদও দিতে পারিনা। বিশ্বের নানা প্রান্তের খবরাখবর, এনএইচএস, শিক্ষা, কমিউনিটি সবই থাকছে মুহূর্তে।

আনসার আহমেদ উল্লাহ বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারের বিরোধীতা নয়, বরং সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কেউ অপরাধ করে পার পাচ্ছে না।

এনএইচএস এর ডাক্তার কিংশুক বলেন, আমার কোন ফেসবুক একাউন্ট নেই এবং আমি সেটা প্রয়োজন মনে করিনা। তিনি এনএইচএসে কর্মরত ডাক্তার, নার্স আর পেশেন্টদের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, চায়ের কাপে চুমুক আর মোবাইল হাতে চাপা আর পেশেন্টদের ট্রিটম্যান্ট পত্র দেয়ার সময়েও মোবাইলে চোখ- এই এমন অবস্থায়, সবাই যেন লাইক এর পেছনে হন্যে হয়ে দৌড়াচ্ছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষিকা সোমা দাশ বলেন, আমি যেটুকু বলতে চাই, আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে শেয়ার করতে চাই। ফেসবুকের মাধ্যমে আমি আমার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রফেশনাল বন্ধুদের সাথে কলকাতা পর্যন্ত ওয়েল কানেক্টেড। সুতরাং আমি এটাকে আমার যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে দেখতে চাই।

দর্পণ সম্পাদক রহমত আলী বলেন, আমিও কখনো ফেসবুক লাইক ব্যবহার করিনা। আমার হয়ে আমার মেয়ে সেগুলো করে। তবে এর ফলে পারিবারিকভাবে একে অন্যের মধ্যে একাকিত্ব বাড়ছে। কেননা একই পরিবারে চারজন এক জায়গায় থেকে একজন স্মার্টফোন, একজন আইপ্যাড, একজন টিভি, একজন ইউটিউবে ব্যস্ত। কেউ কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই।

শ্যাডওয়েল জামে মসজিদের ইমাম এবং লন্ডন টাইমসের ইসলামিক বিভাগের এডিটর সিরাজুল ইসলাম সাদ বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং বিশেষ করে ফেসবুক ব্যবহারের বিরোধী আমি নই। তবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি দায়িত্ব সচেতন এবং আরও অধিক সময় দিতে হবে।

নিউজ প্রেজেন্টার নাজরাতুন ইসলাম নাজ সোশ্যাল মিডিয়ার পজিটিভ দিকগুলো ছেলেমেয়েদের সাথে বেশি বেশি করে তুলে ধরার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বলেন, মা-বাবা পারেন অধিক কোয়ালিটি সময় তাদের সাথে ব্যয় করে ক্ষতিকারক দিকগুলো থেকে রক্ষা করতে।

উন্মুক্ত আলোচনা এবং প্রশ্ন-উত্তর পর্বে প্রত্যেক আলোচকই তাদের নিজস্ব অভিমত তুলে ধরেন। শেষে সঞ্চালক সৈয়দ শাহ সেলিম আহমেদ সেমিনারে অংশগ্রহণ ও মূল্যবান মতামতের জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কিডনি রোগে আক্রান্ত ওহিনকে বাঁচাতে এগিয়ে আসার আহবান

বাবা হারা ১৬ বছরের কিশোর ওহিন আহমদ, এ সময় পড়ার টেবিল আর খেলার মাঠে থাকার কথা। অথচ দীর্ঘদিন যাবত কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে বর্তমানে সে সিলেট ওয়েসিস হাসপাতালে ডা. শাখাওয়াত হোসেন কিরনের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এখন তাকে ডায়ালাইসিস দেয়া হচ্ছে। তারপর অপারেশন করতে হবে। ডায়ালাইসিস দিতে প্রতিদিন খরচ পড়ে ৩ হাজার টাকা। অপারেশন এবং ওষুধের খরচ বহন করা মা হুসনা বেগমের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তিনি দেশ বিদেশের বিত্তবান ও হৃদয়বান ব্যক্তিদের নিকট সাহায্যের আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

ওহিন আহমদ বড়লেখা উপজেলার ডিমাই গ্রামের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে। নানা বাড়ি বড়লেখা উপজেলার শাহবাজপুরের বড়াইল গ্রামে থেকে শাহবাজপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে ৭ম শ্রেণী পাশ করে অষ্টম শ্রেণীতে আর পড়া হয়নি। আসুন বাবা হারা ওহিনকে বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা। Mobile no- 01633154654 (Rayhan Ahmed)
Husna Begum, A/C No- 20502840201108214
Islami Bank, Barlekha Branch.

যথাযোগ্য মর্যাদায় কাউন্সিলের উদ্যোগে আলতাব আলী দিবস পালিত

৪ মে, বৃহস্পতিবার, যথাযোগ্য মর্যাদা ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিলের উদ্যোগে পালিত হয় আলতাব আলী দিবস।

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল দ্বিতীয়বারের মতো দিবসটি পালন করলো। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিলো পুস্পস্তবক অর্পন, কবিতা আবৃত্তি এবং চিত্র প্রদর্শনী।

বারার নির্বাহী মেয়র জন বিগস বৃহস্পতিবার বিকাল ৬ টায় আলতাব আলীর নামে রাখা পার্কে অবস্থিত একুশের শহীদ মিনারের বেদীতে ফুল দিয়ে আলতাব আলীর প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা জানান। এসময় তার একটি পোট্রেট সেখানে রাখা ছিলো। মেয়র টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলার খালেস উদ্দিনকে সাথে নিয়ে এই ফুল দেন। এরপর ফুল দেন ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার নাজমুল কাউনাইন।

মাল্যদান শেষে পালন করা হয় ১ মিনিট নিরবতা। নিরবতার পর ছিলো আলতাব আলীকে নিয়ে লেখা কবিতা পাঠ। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন বাঙ্গালী কবি শামিম আজাদ এবং শ্বেতাঙ্গ কবি ডেভিড লি মর্গান।

উল্লেখ্য, বাঙ্গালী যুবক আলতাব আলী ১৯৭৮ সালের ৪ মে পূর্ব লন্ডনের এডলার স্ট্রীটে বর্ণবাদীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এই বর্ণবাদী হত্যাটি সমগ্র ব্রিটেন জুড়ে তখন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। পরবর্তীতে তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য হত্যাকান্ডের নিকটবর্তী সেন্ট মেরিস পার্কের নাম বদল করে রাখা হয় আলতাব আলী পার্ক।

২০১৫ সালে মেয়র নির্বাচনের সময় লেবার দলীয় প্রার্থী জন বিগস ঘোষনা দিয়েছিলেন তিনি নির্বাচিত হলে ৪ মেম্বকে আলতাব আলী দিবস ঘোষনার পাশাপাশি একে কাউন্সিলের উদ্যোগে পালন করা হবে। নির্বাচিত হয়ে মেয়র জন বিগস তার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন এবং এবছর দ্বিতীয়বারের মতো কাউন্সিলের উদ্যোগে দিবসটি পালিত হলো।

মেয়র জন বিগস আলতাব আলীর পোট্রেটে ফুল দিয়ে বলেন, আমাদের বারার ইতিহাসে এটি একটি কলংকজনক ঘটনা। একজন পিতা অথবা পিতামহ হিসাবে আমাদের মতোই তার আজও বেঁচে থাকার কথা ছিলো। কিন্তু শুধু মাত্র গায়ের রংয়ের ভিন্নতার কারনে তার এই জন্মগত অধিকারকে সেদিন কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিলো।

মেয়র আরো বলেন, আলতাব আলীর নির্মম হত্যাকান্ড এবং একে কেন্দ্র করে জেগে উঠা আন্দোলন আমাদের বারার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। সেদিনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন প্রমাণ করেছিলো ইস্ট এন্ডে বর্ণবাদ, বৈষম্য এবং ঘৃণার কোন স্থান নেই। প্রায় ৪০ বছর হয়ে গেলেও এই ঘটনার তাৎপর্য এখনো বিদ্যমান। দিবসটিতে আমরা শুধু আলতাব আলীকেই স্মরণ করিনা, আমরা বর্ণবাদকেও ঘৃণা জানাইষ্ব।

ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার নাজমুল কাউনাইন তার বক্তব্যে আলতাব দিবস পালনের জন্য মেয়র জন বিগসকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ইস্ট লন্ডন মুসলিম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২১ মে

ইস্ট লন্ডন মুসলিম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ২১ মে রোববার সকাল ১১টায় শাহজালাল মসজিদ, ৭২২-৭২৬ রমফোর্ড রোড, মেনর পার্ক, লন্ডন ই১২ ৬বিটি-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভায় আলোচ্যসুচিতে আগামী তিন বছরের জন্য নির্বাচন এবং ১০ পাউন্ড সদস্য ফি-সহ অন্যান্য আলোচনা করা হবে।

সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য সংগঠনের চেয়ারম্যান সুফি উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হোসাইন অনুরোধ জানিয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হবিগঞ্জ জেলা ডেভোলাপমেন্ট ট্রাস্টের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত

হবিগঞ্জ জেলা ডেভোলপমেন্ট ট্রাস্টের এক সভা গত ১ মে সোমবার বার্মিংহ্যামের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সেক্রেটারি মোস্তাকিম বোরহানির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে ২০১৭-২০১৯ সালের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির নির্বাচিত সদস্যগণ হলেন- সভাপতি মোহাম্মদ আফজল মিয়া, সহ সভাপতি- আব্দুল মতিন, মাওলানা নোমান আহমদ, মাওলানা এফকেএম শাহজাহান, অধ্যাপক ইয়াওর উদ্দিন, মাওলানা এবি মোহাম্মদ হাসান, জেনারেল সেক্রেটারি মোঃ মোস্তাকিম বোরহানি, জয়েন্ট সেক্রেটারি ফারুক হোসাইন, সৈয়দ সেলিম আহমদ, মোহাম্মদ গোলাম শহিদ ও একেএম কামরুল হাসান চৌধুরী, ট্রেজারার মোস্তাক আহমদ, সহ ট্রেজারার মাসুম আহমদ, ইফতেকার আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক জোবায়ের আহমদ চৌধুরী। সহ সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল চৌধুরী মনসুর ও আহমদ হোসেন, সাহিত্য সম্পাদক কবি আলিফ উদ্দিন, সহ-সাহিত্য সম্পাদক মাওলানা সাইদুর রহমান, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল হাই, সহ-শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক লিয়াকত চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন শিবলি, প্রকাশনা সম্পাদক- কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক আমিমুল এহসান তানিম, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান খান, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আনহারুজ্জামান চৌধুরী, সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ জাকারিয়া, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আবুল কাশেম খান, সহ সমাজকল্যাণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ মাহদি, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ নুর উদ্দিন, ক্রীড়া সম্পাদক এনামুর রশিদ মেনন ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা রাফিয়া বেগম।

সদস্যরা হলেন সর্বজনাব আওলাদ হোসেন, মাওলানা আব্দুল মালেক এজহারি, মোস্তাক আহমদ, জাহাঙ্গীর আলম, সুমন মিয়া শরিফ, খন্দকার আতাউর রহমান, আবু সাঈদ খালেদ, আনহার মিয়া এবং আব্বাস আলী।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন সর্বজনাব মাওলানা আব্দুল্লাহ আল ইমরান, মাওলানা আবু আহমদ হিফজুর রহমান, হুমায়ুন কবির, কাউন্সিলার আমিনুর রশিদ তালুকদার, মাওলানা এটিএম মোকাররম হাসান, মুফতি মোহাম্মদ আব্দুন নুর, মোহাম্মদ ফরিদ মিয়া, মোহাম্মদ খোয়াজ আলী খান ও মোজাম্মেল হোসেন তুহিন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা মাওলানা মোকাররম হাসান, সংগঠনের নব-নির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ আফজাল মিয়া, হুমাউন কবির, সাবেক সভাপতি আব্দুল মতিন, ট্রেজারার মোস্তাক আহমদ, যুবায়ের চৌধুরী প্রমুখ। নব-নির্বাচিত সভাপতি আফজল মিয়া উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সংগঠনের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA
Travels ● Cargo ● Money Transfer ● Courier Service
Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460
Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

S & M building Maintenance ltd
- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

সুখবর সুখবর সুখবর
মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে
মুসলীম ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate
ব্যবস্থাপনায়- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে
CHARITY COMMISSION
বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:
Charity No. 1125118
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

চেয়ারম্যান- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল - জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মাদ্রাসা, নয়া নম্বহাটি- ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।
(সাবেক) ইমাম ও খতীব - লাইম হাইস জামে মসজিদ, লন্ডন
ফোন: 07533 412 951, Email: shamsul1977@hotmail.co.uk
170 Cannon Street, London E1 2LH M: 07949872154
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
St> is-50-07

স্বেচ্ছাসেবকদল বার্মিংহাম সিটি শাখা ও ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস শাখার পরিচিতি সভা

মাঠে থাকলে রাজনীতির প্রাণ থাকে ঘরে বসে রাজনীতির দিন শেষ

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবকদলের নতুন দু'টি আহ্বায়ক কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদল বার্মিংহাম সিটি শাখা ও ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস শাখার যৌথ উদ্যোগে গত ২ মে মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় একটি হলে জি মোস্তফা লিমন ও মজনু মিয়ার যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় দুই কমিটির আহ্বায়ক বাবরুল ইসলাম এবং রফিকুর রহমান রফুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর মাধ্যমে পরিচিতি সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবুল হোসেন। তিনি বলেন, স্বেচ্ছাসেবক দল যখন শুরু করা হয় তখন একটি ছোট পরিসরে শুধু লন্ডনকেন্দ্রীক কার্যক্রম হতো, আজ সমগ্র ব্রিটেনে স্বেচ্ছাসেবকদল বিস্তৃত হয়েছে। আগামী দিনে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ডাকে সকল আন্দোলন সংগ্রামে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, যতক্ষণ অক্সিজেন থাকে ততক্ষণ মানুষের প্রাণ থাকে, তেমনি যতক্ষণ আপনি রাজনীতির মাঠে থাকবেন ততক্ষণ আপনার আমার রাজনীতির প্রাণ থাকবে, ঘরে বসে রাজনীতির দিন শেষ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়েস্ট মিডল্যান্ড বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কাজী আঙুগুর মিয়া, বার্মিংহাম সিটি বিএনপির সভাপতি জাহেদ আহমেদ চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হরমুজ আলী, যুক্তরাজ্য বিএনপির সাংস্কৃতিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, যুক্তরাজ্য সেচ্ছসেবকদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি শরিফুল হক, সহ সভাপতি তোরণ মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিম উদ্দিন, আবু সাঈদ চৌধুরী শাকিল, মোকাদ্দেছ রানা, আবজার হুসেন, সাইফুর রাজা চৌধুরী, সমীর আলী, জালাল আহমেদ, গুলজার আহমেদ ফয়সাল, আওলাদ হুসেন, কায়সারুল ইসলাম সুমন, ফয়সাল আহমেদ, রেজাউল ইসলাম বিল্লাল, রাসেল আহমেদ, শাহ মোঃ ইব্রাহিম, আব্দুল কাইয়ুম, ঈদন আলী, গৌছ মিয়া, মামুন আহমেদ, মুর্শেদ আহমেদ, আব্দু রউফ কাব্য প্রমূখ। শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

'প্রত্যাশার বাংলাদেশ' নামে নতুন আইডিয়া কনটেস্টর উদ্বোধন

বাংলাদেশী স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ইউকে'র উদ্যোগে 'প্রত্যাশার বাংলাদেশ' নামে এক আইডিয়া কনটেস্ট এর উদ্বোধন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা আমাদের সুন্দর বাংলাদেশকে কেমন দেখতে চাই, আমাদের নতুন প্রজন্ম কেমন বাংলাদেশ চায়। এটাই এই প্রতিযোগিতার মূল আয়োজন। সারা পৃথিবীর বাংলাভাষাভাষী মানুষ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদের চিন্তা চেতনা তুলে ধরতে পারেন।

গত ২ মে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের ব্লুমুন মিডিয়া সেন্টারে বাংলাদেশ স্টুডেন্ট ইউনিয়নের আহবায়ক এসএইচ সোহাগের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আতাউল্লাহ ফারুক।

এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সিনিয়র উপদেষ্টা শাহগীর বক্ত ফারুক, ইতালি বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি দিনা হোসাইন, ভয়েস ফর বাংলাদেশ-এর আহ্বায়ক ফয়সল জামিল, কানিজ ফাতিমা, আবদুর রহিম, ডলার বিশ্বাস, পারভিন ববি, আলাউদ্দিন রাসেল, নূর হোসেন, জাহানারা আক্তার শিমলা, মনোয়ার মোহাম্মদ, মাহামুদুল হাসান, আবদুল্লাহ আল নোমান, আকলিমা ইসলাম, লুবা চৌধুরী, লুৎফর রহমান লিংকন, সুমনা আক্তার সুমি, শামীমা বেগম মিতা, জাহাঙ্গীর আলম শিকদার, মুহিতুর রহমান বাবলুসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য, উক্ত আইডিয়া কনটেস্টে বিজয়ী তিনজনকে লন্ডনে আসার সকল ব্যবস্থাসহ আগামী ২২ আগস্ট অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অক্সফোর্ড ইউনিয়ন থেকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। প্রত্যাশার বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখিত ডকুমেন্ট জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১১ জুলাই ২০১৭। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শফিকুর রহমান চৌধুরীকে ইস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগের সংবর্ধণা প্রদান

যুক্তরাজ্য সফররত সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বিশ্বনাথ-বালাগঞ্জ-ওসমানীনগর আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব শফিকুর রহমান চৌধুরীকে সংবর্ধণা দিয়েছে ইস্ট লন্ডন আওয়ামী লীগ।

পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেইনের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবর্ধণা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আলহাজ্ব আজিজুল হক। সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব টুনু মিয়া ও যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ শাহানুর এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরিফ। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, সহ সভাপতি শামসুদ্দিন আহমদ মাস্টার, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক এডভোকেট মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার সিরাজুল ইসলাম, কাউন্সিলার রাজিব আহমদ, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা আনসারুল হক, রবিন পাল, এডভোকেট এম এ করিম, শাহ শামীম আহমদ, মোঃ আব্দুল মোতলিম, নিমাই মিয়া, আব্দুল হালিম, সায়েদ আহমদ সাদ, দিলোয়ার হোসেন, আমিনুল হক জিলু, আজিজুর রহমান দারা, সরোয়ার কবির প্রমূখ।

সভায় বক্তারা আলহাজ্ব শফিকুর রহমান চৌধুরীকে একজন সৎ আদর্শবান রাজনীতিবিদ উল্লেখ করে বলেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবত ক্ষমতাশীন দলের শীর্ষ নেতা হলেও এখনো পর্যন্ত কেউ তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারেনি। বক্তারা বলেন, তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের গর্ব। আগামীতে প্রবাসীরা আলহাজ্ব শফিকুর রহমান চৌধুরীকে শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী পরিষদে দেখতে চায়।

সংবর্ধিত অতিথি আলহাজ্ব শফিকুর রহমান চৌধুরী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সততার সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতি, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে যাতে আরো শক্তিশালী করতে পারেন সে জন্য সকলের দোয়া কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুইন্ডন প্যারিস কাউন্সিল নির্বাচনে পিতা পুত্রসহ ৩ বাঙালি কাউন্সিলার নির্বাচিত

সেন্ট্রাল সুইন্ডনের সাউথ প্যারিস কাউন্সিল নির্বাচনে ৩ জন বাঙালি কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৪ মে বৃহস্পতিবার নির্বাচনে বিজয়ীরা হলেন জুনাব আলী, জামাল মিয়া ও জাবেদ মিয়া। বিজয়ীরা সবাই লেবার পার্টি থেকে নির্বাচিত হন। এর মধ্যে জামাল মিয়া ও জাবেদ মিয়া সম্পর্কে পিতা ও পুত্র। তাদের দেশের বাড়ি বিশ্বনাথ উপজেলার মুন্সির গাঁও গ্রামে। স্থানীয় সুইন্ডন এডভাইজার পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, সেন্ট্রাল সুইন্ডন সাউথ প্যারিস কাউন্সিলের ওয়ালকোট এন্ড পার্ক নর্থ ওয়ার্ড থেকে ১ হাজার ১শ ৯৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে জামাল মিয়া। সেন্ট্রাল ওয়ার্ড থেকে ২ হাজার ১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন জুনাব আলী এবং পার্ক সাউথ ওয়ার্ড থেকে ৫৭১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন জাবেদ মিয়া।

স্থানীয় সুত্রে আরো জানা যায়, এবারের কাউন্সিল নির্বাচনে সেন্ট্রাল সুইন্ডনের সাউথ প্যারিস কাউন্সিলের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৭জন বাঙালি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে ৬জন লেবার পার্টি থেকে অন্যজন কনজারভেটিভ পার্টি থেকে। প্রার্থীরা হচ্ছেন জুনাব আলী, জামাল মিয়া, জাবেদ মিয়া, মোঃ ওমর আলী, আব্দুল হামিদ রফি, সালেহ আহমদ, পারভেজ চৌধুরী। এর আগে ওই এলাকায় মাত্র ২জন বাঙালি কাউন্সিলার নির্বাচিত হলেও এবার তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ জন। এখানকার অপর কাউন্সিলার হচ্ছেন আব্দুল আমিন।

ক্যামডেনে মিরাজুন্নবী (সাঃ) পালিত

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে ক্যামডেন এবং ইজলিংটন শাখার উদ্যোগে পবিত্র মি'রাজুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৯ এপ্রিল শনিবার স্থানীয় সুরমা কমিউনিটি সেন্টারে শাখার প্রেসিডেন্ট আলহাজ রফিকুল ইসলাম রেনু মিয়ার সভাপতিত্বে এবং ক্যামডেন ও ইজলিংটন শাখার প্রচার সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ শামীম উদ্দীন এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিফতাহুজ্জামানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মোঃ ইমরান হোসাইন চৌধুরী ও হাফিজ আব্দুল আলীম শাহী। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের খতিব, আল ইসলাহ ইউকে'র সহ-সভাপতি আল্লামা নজরুল ইসলাম, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে গ্রেটার লন্ডন ডিভিশনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুছ, গ্রেটার লন্ডন ডিভিশনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল জলিল ও মুফতি মাওলানা আব্দুর রহমান নিজামী।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা সৈয়দ ইব্রাহীম হোসাইন, মাওলানা তাইজুল ইসলাম, মাওলানা ইমরান খান, মাওলানা হাফিজ আব্দুল ওয়াহিদ সিরাজী ও ক্যামডেন বারার সাবেক মেয়র আব্দুল কাদির।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা শাহ আব্দুল ওয়াদুদ, মাওলানা সেলিম উদ্দীন, মাওলানা আবুল হোসাইন, আলহাজ আব্দুল আজিজ সাহেব, মোঃ শামীম মিয়া, মোঃ গোলাম মোস্তফা চৌধুরী, মোঃ কয়েছ আহমদ হাজী ক্বারি আব্দুল আহাদ, মোঃ আব্দুল মতিন, আব্দুর রহমান মামুন, মোঃ শাহাজান আলী, মোহাম্মদ সেলিম উদ্দীন, মোঃ জুনেদ মিয়া প্রমূখ। শেষে সভাপতির বক্তব্য এবং মিলাদ পাঠ এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে মোনাজাত ও তাবারক বিতরণের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ক্রয়ডনে অফ-লাইসেন্স শপ বিক্রি

ক্রয়ডনের ব্রাইটন রোডে একটি অফ লাইসেন্স শপ বিক্রি হবে। এ-থ্রি ও এ ফাইভ পারমিশন আছে। ২০ বছরের অপেন লীজ। রেন্ট বার্ষিক ১৫,৫০০ পাউন্ড। রেইট ৬৯০ পাউন্ড। ব্যবসা সপ্তাহে ১৪০০ পাউন্ড। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07904 182 897 (Isbor Ali) (WD:17-20)

চেমসফোর্ডে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

চেমসফোর্ড এলাকায় ৩৫ সীটের একটি ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৩ হাজার পাউন্ড। রেইট নাই। রেস্টুরেন্টের সম্মুখে ফ্রি কারপার্কিং সুবিধা আছে। উক্ত এলাকার ৭টি ভিলেজের মধ্যে এটিসহ মাত্র দুইটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। ব্যবসা ভালো। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

(14--19) **Contact: 07952 964 754 (সাদিক)**

প্রাইভেট টিউশন

ইয়ার সেভেন থেকে জিসিএসই পর্যন্ত ম্যাথস, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি বাসায় গিয়ে যত্ন সহকারে পড়ানো হয়।

Contact:
07886 589 460
(Ruhul)

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893

- Extension ■ Plumbing ■ Tiling
- Loft Conversions.
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.

CITISIDE PROPERTIES

LANDLORDS WANTED

FEATURES:
- 2-5 YEARS LEASING
- 0% COMMISSION
- GUARANTEED RENT
- NO MANAGEMENT FEES
- FREE VALUATION OF THE PROPERTY

FOR A HASSLE FREE PROPERTY MANAGEMENT GIVE US A CALL.

CONTACT PERSON: RUZMILA HAQUE, ASST.MANAGER

CITISIDE PROPERTIES
220-222 BOW COMMON LANE, E3 4HH
PH: 07539 519 039, OFFICE: 02089814833 / 0203719948
EMAIL: ruz.mila22@gmail.com,
info@citisideproperties.co.uk

(st: 05 --)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
Secretary
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)
Chairman
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk
খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

মে দিবস উপলক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের র‍্যালি

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে টাওয়ার হ্যামললেটস কেয়ারার এসোসিয়েশন ইউকে'র উদ্যোগে এক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১ মে সোমবার পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে সংগঠনের সভাপতি আবুল হোসেইনের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি কামাল হোসেইনের সঞ্চালনায় র‍্যালিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র জন বিগস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক স্পিকার আব্দুর মুকিত চুনু এমবিই। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এম আব্বাছ উজ জামান, হাবিবুর রহমান, ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, শিহাবুজ্জামান কামাল, নাজিয়া চৌধুরী, নুর আহমদ, শহীদ উল্লাহ, বদরুদ্দোজামান প্রমুখ। বক্তারা মহান শ্রমিক দিবসে সকল শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় ও তাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন এবং পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। - সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজিওনের সভা

বৃহত্তর সিলেটের বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

শিহাবুজ্জামান কামাল, লন্ডন: বৃহত্তর সিলেটের বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে জিএসসি সাউথ ইস্ট রিজয়নের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৩ মে বুধবার পূর্ব লন্ডনের কমার্শিয়াল রোডস্থ জিএসসির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংগঠনের চেয়ারপার্সন আলহাজ ইছবাহ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সংগঠনের জয়েন্ট সেক্রেটারি ফজলুল চৌধুরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জিএসসির পেট্রন ড. এম হাসনাত হোসেইন এমবিই। তিনি বলেন, জিএসসির জন্ম হয়েছিল বৃহত্তর সিলেটের মানুষের কল্যাণের জন্য। আজ সেই বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের মানুষের হাওর-বাওর, বাড়ি, ঘর, জমির ফসল সবকিছু বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। প্রতি বছর বন্যা হয় কিন্তু এবারের বন্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তাই আমাদেরকে বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাবেক চেয়ারপার্সন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, এস এম আলাউদ্দিন আহমদ ও সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মির্জা আসহাব বেগ।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সৈয়দ জিল্লুল হক, মাওলানা রফিক আহমদ রফিক, মোঃ আখলাকর রহমান, এমএ গফুর, আমীর আলী, ডা. গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল মালিক কুটি, আবুল মিয়া, মোহাম্মদ জগম্বর আলী, এ রহমান, সমীর আলী, এমএ কালাম, শিহাবুজ্জামান কামাল, এসকেএ হান্নান তালুকদার, মাওলানা এমএ মুকিত, দিলাবর আলী, আব্দুল বারি নাছির, মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, আলহাজ কলা মিয়া, মোঃ জীবন আলী, এম আফসর বেগ, নজরুল ইসলাম, মহিব চৌধুরী, সুফী সোহেল আহমদ, মোঃ আজম, মোক্তার আহমদ, আলম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা জিএসসির অন্যান্য রিজিওনে এ ধরনের সভা, মিটিং করে বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও আসছে রমজান মাসে তাঁদের ইফতার, সেহরির জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বন্যাদুর্গত মানুষের কাছে যাতে সঠিকভাবে পৌঁছানো যায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। সভায় বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য ১৩৭০ পাউন্ডের ওয়াদা হয় এবং এ ব্যাপারে কেউ সাহায্য করতে চাইলে জিএসসির নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। সভার সভাপতি আলহাজ ইছবাহ উদ্দিন উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। শেষে মাওলানা রফিক আহমদ রফিকের পরিচালনায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আঞ্জুমানে আল ইসলাহ গ্রেটার লন্ডন ডিভিশনের সভা অনুষ্ঠিত

আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকে গ্রেটার লন্ডন ডিভিশনের এক সভা সম্প্রতি পূর্ব লন্ডনের একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি মাওলানা হাফিজ কয়েছুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুছের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম, ট্রেজারার মোহাম্মদ ছদরুল ইসলাম, প্রেস সেক্রেটারি জিএম কিবরিয়া চৌধুরী, এডুকেশন সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম গজনভী, ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি মাওলানা সেলিম উদ্দিন, নির্বাহী সদস্য মাওলানা আবু বকর মোঃ সিদ্দিক, মাওলানা আব্দুল বছির কয়েছ প্রমূখ। সভায় আল ইসলাহ কেন্দ্রীয় কমিটির নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হযরত আল্লামা হাফিজ আব্দুল জলিল, সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী ও ট্রেজারার আলহাজ আব্দুল কুদ্দুছ ছালামসহ সবাইকে অভিনন্দন জানানো হয়। শেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখা পুনর্গঠিত

মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন সভাপতি, মাওলানা আজিজুর রহমান সেক্রেটারি

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগর শাখার বার্ষিক মজলিসে শুরার অধিবেশন গত ৩০ এপ্রিল রোববার যুক্তরাজ্যস্থ কার্যালয় খিদমাহ একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শাখার সভাপতি মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত শুরার অধিবেশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদিস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুস সালাম, আলহাজ্ব ইউসুফ আবদুল্লাহ নাজির, খতিব মাওলানা তাজুল ইসলাম, আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা শাহনূর মিয়া, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদ, ব্যারিস্টার মাওলানা বদরুল হক ও মাওলানা নাজিম উদ্দিন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা ফজলুল হক কামালী, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ মাশহুদ আহমদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাদিকুর রহমান, সহ প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মুহিবুর রহমান মাছুম, মুফতি মাহবুবুর রহমান, লন্ডন মহানগরীর সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীন, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আরমান আলী, মাওলানা মুহি উদ্দিন খান, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, মুহাম্মদ শাহ জাহান সিরাজ প্রমুখ।

শুরার অধিবেশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক উপস্থিত শুরার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনকে সভাপতি ও মাওলানা আজিজুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ২০১৭/১৮ ইংরেজি সেশনের জন্য বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস লন্ডন মহানগরী কমিটি ঘোষণা করেন।

কমিটির অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ হলেন- সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সহ সভাপতি মাওলানা আরমান আলী, মাওলানা মুহি উদ্দিন খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মুফতি সালাতুর রহমান মাহবুব, মুফতি আব্দুর রহমান ইউসুফ, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজ শহির উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ আরজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা শামছুল হুদা, প্রচার সম্পাদক হাফিজ ওলিউর রহমান, প্রকাশনা সম্পাদক হাফিজ মাওলানা ইসলাম উদ্দীন, বায়তুলমাল সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আলী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহ জাহান সিরাজ, অফিস সম্পাদক মাওলানা ফখরুল ইসলাম। নির্বাহী সদস্যরা হলেন- মাওলানা হিফজুর রহমান, মাওলানা মাহমুদুর রহমান, মাওলানা নোমান হামিদী, মাওলানা নিজাম উদ্দিন, মাওলানা সানাওর আলী ও মাওলানা আবু সাঈদ।

শেষে নব-গঠিত কমিটির দায়িত্বশীলদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান অতিথি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আর এ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিশ্বনাথে স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে টিফিন বক্স বিতরণ

বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর নোয়াগাঁও এর প্রাইমারী স্কুলে আর এ ফাউন্ডেশনের (রহমত আলী ফাউন্ডেশন) উদ্যোগে প্রায় ৩শত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে টিফিন বক্স বিতরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি টিফিন বক্স বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ উপজেলা নির্বাহী অফিসার অমিতাব চন্দ্র পরাগ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট এর সহ সভাপতি শেখ মোহাম্মদ তাহির উল্লাহ, ট্রাস্টের এক্সিকিউটিভ মেম্বার ফারুক মিয়া ও ট্রাস্টের বাংলাদেশ প্রতিনিধি বাবু নিশিকান্ত পাল। টিফিন বক্স বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর এ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান রহমত আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি শামসুদ্দিন মেম্বার, সাবেক সভাপতি হাজী জালাল উদ্দিন, কমিটির সদস্য আব্দুল কুদ্দুস প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, এ কর্মসূচীর মাধ্যমে উপজেলায় বিনামূল্যে স্থানীয় প্রবাসীদের সহযোগিতায় টিফিন বক্স বিতরণ কর্মসূচী শুরু করা হলো। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্কুলে এভাবে টিফিন বক্স বিতরণ করা হবে। তিনি বলেন, সরকার আগামীতে টিফিন বক্স ও টিফিন সামগ্রী বিনামূল্যে বিতরণের ব্যাপারে কর্মসূচী নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তিনি এ ব্যাপারে সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আর এ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান রহমত আলী বলেন, ইতোপূর্বে স্থানীয় দশঘর এন ইউ হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পোষাক বিতরণ, ফার্নিচার তৈরিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান দিলেও তা সঠিকভাবে বিতরণ না করার অভিযোগ পাওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি নিজেই স্বয়ং উপস্থিত হয়ে এই টিফিনবক্স বিতরণ করছেন। তাই আগামীতে এভাবে যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা তিনি নিজেই সম্পাদন করবেন বলে জানান। এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপোর্ট টিচার স্পন্সরকারীদের সম্মাননা প্রদান করল দশঘর ইউনিয়ন প্রগতি ট্রাস্ট

দশঘর ইউনিয়ন প্রগতি ট্রাস্ট ইউকে'র উদ্যোগে এক সভা গত ২ মে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি সাইদুল ইসলাম নানুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মনির আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ-ওসমানীনগর ও বালাগঞ্জ আসনের সাবেক এমপি ও সংগঠনের ট্রাস্টি আলহাজ্ব শফিকুর রহমান।

সভায় জানানো হয়, সংগঠনের মাধ্যমে বিগত বেশ কয়েক বছর যাবত ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কিছু স্কুলে সাপোর্ট টিচারের ব্যয়বার বহন করে আসছে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

সভায় আগামী দুই বছর আরো বেশ কিছু বিদ্যালয়ে সাপোর্ট টিচারের জন্য স্পন্সরকারী ট্রাস্টি সাজিদ আলী মেনন, নেছার আলী লিলু, আব্দুল মালিক ফয়ছল, আলী আহমদ ও শরফরাজ খান চপলকে বিশেষ সম্মাননা সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কার্যকরি কমিটির সদস্য আনর মিয়া শাহজাহান, হামিদুর রহমান চৌধুরী, মোহাম্মদ আব্দুল তৌয়াহিদ, কামাল উদ্দিন আহমদ, সেলিম আহমদ, উপদেষ্টা মোহাম্মদ মাহমদ হোসেন, মোহাম্মদ আব্দুল গফুর, গিয়াস উদ্দিন, নেছাওর আলী, আব্দুল মুকিত, ট্রাস্টি আলা উদ্দিন, আফছর মিয়া ছোট মিয়া, আব্দুল হামিদ, হামদু মিয়া, আব্দুস শহিদ হারুন, আখলাকুর রহমান, আবুল হাসনাত, আহমেদুল হক সিকদার, নূরুল ইসলাম তুরন, আব্দুল হান্নান, তুফায়েল আহমদ আলম প্রমূখ।

সভায় সাপোর্ট টিচারের জন্য সাড়ে ৭ লাখ টাকা ও বৃত্তি বিতরণের জন্য আরো তিন লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিশ্বনাথে হযরত ওমর ফারুক একাডেমীর ভবন নির্মাণে ৪০ লাখ টাকার প্রতিশ্রুতি

বিশ্বনাথ উপজেলা সদরের বিশ্বনাথ কলেজে রোডের পাশ্ববর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একাডেমীর জন্য ২ কোটি ৫৫ লাখ ব্যয়ে ৫তলা বিশিষ্ট নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভবন নির্মাণে আর্থিক সহায়তার লক্ষ্য নিয়ে ইতোমধ্যে লন্ডন ও ব্রার্ডফোর্ডে দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রায় ৪০ লাখ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।

ব্রার্ডফোর্ডে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন গয়াছ খান। আনছার হাবিবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মজাহিদ আলী, জমির উদ্দিন, জিতু মিয়া, আছাদুর রহমান, কাউন্সিলার নেছার আলী, নূরুল ইসলাম লাকি, জিলু মিয়া, আখলাকুর রহমান, বেলাল আহমেদ, ইলিয়াছ তালুকদার, মুজিবুর রহমান, আব্দুর রহিম রঞ্জু, আব্দুল জলিল, আব্দুল আহাদ, আমির উদ্দিন, ইলিয়াছুর রহমান, ইছহাক আলী, নূর আলী, আবুল হোসেন, ফখরুল ইসলাম, তৈমুছ আলী, সাইফুল ইসলাম, আব্দুল বাছিত রফি, আবুল কালাম, আছাব আহমদ, সায়ফুল ইসলাম প্রমূখ।

সভায় হযরত ওমর ফারুক একাডেমীর উন্নয়নে সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয় মিরাবাজার জামেয়া স্কুলের সাবেক প্রিন্সিপাল আব্দুল হান্নানকে। একই সাথে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একাডেমী ডেভোলাপমেন্ট কমিটি ইউকে নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কার্যকরি কমিটির সদস্যরা হলেন- সভাপতি তালেব উদ্দিন, সহ সভাপতি আনছার হাবিব, সাধারণ সম্পাদক নেছার আলী, যুগ্ম সম্পাদক জামাল উদ্দিন রেজা, ট্রেজারার ওয়াহিদুর রহমান সেলিম, কো-অর্ডিনেটর বেলাল হোসেন, সদস্য আব্দুর রহিম রঞ্জু, আবুল হোসেন, আব্দুল বাছিত রফি।

উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন- ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালেক, ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, মোজাহিদ আলী, গয়াছ খান, জমির উদ্দিন, আখলাকুর আহমদ, জিতু মিয়া, আশরাফ উদ্দিন ও নেছার আহমেদ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট সদর এসোসিয়েশনের (উত্তর) সভা অনুষ্ঠিত

সিলেট সদর এসোসিয়েশনের (উত্তর) এর এক সভা গত ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার স্থানীয় উডেহ্যাম গার্ডেন হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাবেক ছাত্রনেতা ফয়জুল ইসলাম লস্করের সভাপতিত্বে ও শাহিন আহমদ জায়াদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ, আবু বকর কয়েছ সুমন, দিমান দাশ, জামাল উদ্দিন, সেলিম হোসেন, আব্দুস সাত্তার, সেলিম খান, আব্দুল মহিত, সাহেদুর রহমান ও সামসুজ্জামান সাবুল প্রমূখ।

সভায় মে মাসের মধ্যে সদর এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ও সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া আগামী রমজান মাসে ইফতার মাহফিল আয়োজন করার সিদ্ধান্ত হয়। সভায় সদস্য ফরম সংগ্রহ করার জন্য শাহিন আহমদ জায়াদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সভায় সামসুজ্জামান সাবুলের বড় ভাই পংকীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হবিগঞ্জ ইয়ুথ এসোসিয়েশনের আহবায়ক কমিটি গঠিত

বৃটেনে বসবাসরত প্রবাসী হবিগঞ্জবাসীর সংগঠন হবিগঞ্জ ইয়ুথ এসোসিয়েশন অব ইউকে'র নতুন কার্যকরী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১ মে সোমবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনের নিদা হাউসে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শামসুল ইসলাম মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রেটার লন্ডন নবীগঞ্জ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি নিহার মিয়া চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. সৈয়দ হামিদুল হক ও দেওয়ান মোকাদ্দেম চৌধুরী নিয়াজ ।

সভায় সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন তুহিন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, আব্দুল হেকিম, মোঃ খোঁয়াজ আলী খান, শেখ শামীম, হবিগঞ্জ ইয়ুথ এসোসিয়েশন অব ইউকে'র সহ সভাপতি বাকি বিল্লাহ জালাল, সহ সভাপতি আলম খান, সহ সভাপতি হাবিবুর রহমান শাহিন, রহিম চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে হবিগঞ্জ জেলা ফুটবলদলের সাবেক কৃতী খেলোয়ার, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রনেতা চৌধুরী নিয়াজ মাহমুদ লিংকনকে আহ্বায়ক ও জাহাঙ্গীর আলম, সালেহ আহমেদ, সাইফুল ইসলাম হেলাল, ইমাম আহমেদ খান সজীব এবং আমিনুল ইসলামকে যুগ্ম আহবায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট হবিগঞ্জ ইয়ুথ এসোসিয়েশন অব ইউকে'র নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সভায় নতুন আহ্বায়ক কমিটিকে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন মহানগর বিএনপির সভায় বক্তারা

আ'লীগ সরকারের পতন ঘটাতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলুন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পুনর্বহাল ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটাতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে লন্ডন মহানগর বিএনপি। গত ৭ মে রোববার পূর্ব লন্ডনের যুক্তরাজ্য বিএনপির অফিসে অনুষ্ঠিত লন্ডন মহানগর বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভায় এ আহ্বান জানানো হয়।

লন্ডন মহানগর বিএনপির সভাপতি মোঃ তাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজার পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় কুরআন তেলায়াত করেন সিদ্দিকুর রহমান ওলি ওয়াদুদ। রিপোর্ট পেশ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী।

সভায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আব্দুল কুদ্দুছ, সহ-সভাপতি সাহেদ উদ্দিন চৌধুরী, আব্দুস সালাম আজাদ, আব্দুর রব, কদর উদ্দিন, মোঃ আকলুছ মিয়া, আব্দুল গাফফার, জাহাঙ্গীর মাসুক, গৌছ খান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রোমান আহমেদ চৌধুরী, মাহবুব হাসান সাকিব, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফরিদ আহমেদ, আজিম উদ্দিন আজির, নজরুল ইসলাম খান, তুহিন মোল্লা, সোহেল আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল হোসেন মৃধা, জামাল উদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ইফতেখার আহমেদ রুবেল, সহ-কোষাধ্যক্ষ মোঃ জিয়াউর রহমান, দফতর সম্পাদক নুরুল ইসলাম মাসুক, শিক্ষা বিষয়ক সফিক মিয়া, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান অলি ওয়াদুদ, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মোঃ রবিউল আলম, সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান মইনুল হক উজ্জল, পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক রুমেল আহমেদ, সহ-পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ আকবর, ক্রীড়া সম্পাদক সৈয়দ আতাউর রহমান, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক সিহাব আহমেদ, সহ-সংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আশিক বক্স, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কামুরুন্নহার সাহানা, সহ-স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আতাউর রহমান, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আবু নোমান, শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মিছবাহ উদ্দিন, বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শামসুল ইসলাম, সমবায় বিষয়ক সম্পাদক মোঃ ওমর গনি, কার্যনির্বাহী সদস্য গৌছ খান, মোঃ মোমিন মিয়া, হাসান জাহেদ, মোঃ রেজাউল রহমান, মুহিন আলম মহেন, মশিউর রহমান, মোঃ আবু তালেব প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, বিদেশী মানবাধিকার সংস্থা অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে দেশে মানুষের বাক-স্বাধীনতা নেই, মিডিয়া স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছে না। এমনকি বাংলাদেশ স্বৈরতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে। বক্তারা বলেন, বিদেশী মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কথাই প্রমাণ করে দেশে মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের পথ বন্ধ হয়েছে। গুম, খুন, হত্যা ও তথাকথিত জঙ্গীবাদ বন্ধ এবং বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠাতায় আবারো জাতীয়তাবাদী শক্তি বিএনপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সেলিম চৌধুরীর অ্যাওয়ার্ড লাভ

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা, হ্যারো কাউন্সিলের প্রথম ব্রিটিশ বাঙালি কাউন্সিলার সেলিম চৌধুরী। গত ৩ মে বুধবার দুপুরে মালবারী পেলেসের মেয়র পার্লারে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলার খালিস উদ্দিন আহমদ সেলিম চৌধুরীর হাতে এই সম্মাননা তুলে দেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয়ান প্রবাসী বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইপিবিএ'র প্রেসিডেন্ট শাহনুর খানসহ ব্রিটিশ বাংলাদেশী ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য, হ্যারো কাউন্সিলের প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশী কাউন্সিলার সেলিম চৌধুরী ব্যবসার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং মূল ধারার রাজনীতিতে সক্রিয়। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আল-কুরআন একাডেমীর কুরআন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

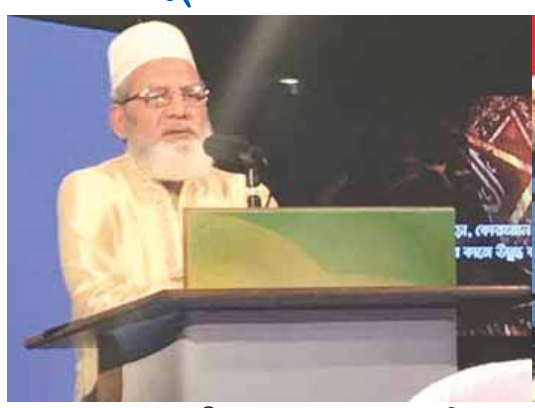

আল-কুরআন একাডেমী লন্ডন'র উদ্যোগে 'কুরআন কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৫ মে শুক্রবার রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত পুরো অনুষ্ঠানটি চ্যানেল এস টিভির স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। বিশিষ্ট টিভি উপস্থাপক মোহাম্মদ সুলতানের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা নির্ধারিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ আনিসুর রহমান। সুচনা বক্তব্য রাখেন 'আল-কুরআন একাডেমী লন্ডনে'র চেয়ারম্যান ড. হাফিজ মুনির উদ্দিন।

কনফারেন্সে আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা একে মওদুদ আহমদ। তিনি বলেন, এই কনফারেন্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কুরআনের বাণী পৌঁছে দেয়া এক মহতি উদ্যোগ। আসছে পবিত্র রমজান মাস। আমরা যেন বেশি বেশি করে কুরআন থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন গড়তে পারি।

বিশিষ্ট আলেম অধ্যাপক মাওলানা আব্দুল কাদির সালেহ বলেন, আমরা যেন কুরআনকে আমাদের জীবনে ধারণ করতে পারি এবং অন্যের কাছে কুরআনের আলো পৌঁছে দিতে পারি।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন, বিশিষ্ট আলেম হাফিজ মাওলানা শফিকুর রহমান, ইমাম খিদির হোসেইন, আলহাজ দাউদ আউয়াল, শায়েখ আবু সায়ীদ আনসারী, চ্যানেল এস এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল ও হাফিজ আব্দুল্লাহ।

আলীনগর ইউনিয়ন সমাজকল্যাণ সমিতি ইউকে'র ১৪ বছর পূর্তি ও কমিটি গঠন

বিয়ানীবাজার উপজেলার আলীনগর ইউনিয়ন সমাজকল্যাণ সমিতি ইউকে'র ১৪ বছরপূর্তি অনুষ্ঠান ও কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে ।

গত ১ মে সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে ফয়জুর রহমান খানের সভাপতিত্বে এবং মো. শাহজাহান সিদ্দিকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন, শাহান আহমদ চৌধুরী, আজিজুর রহমান, গুলজার আহমদ, লায়েক আহমদ চৌধুরী, আবদুল আজিজ ত্বকী, জমির আলি প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, দিন বদলের অঙ্গীকার নিয়ে সেই ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটি গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে থাকার পাশাপাশি এলাকার শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে এবং বৃটেনে জন্ম নেয়া নতুন প্রজন্মকে শেকড়ের সাথে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ করতে কাজ করে যাচ্ছে। সভায় গৌছুল বারী চৌধুরীকে সভাপতি, ছরওয়ার হুসেন খানকে সাধারণ সম্পাদক, লুবেক আহমদ চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং সাঈদ চৌধুরী সবুজকে অর্থসম্পাদক করে ৪৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জগন্নাথপুর উপজেলা উন্নয়ন সংস্থা ইউকের পুর্নাঙ্গ কমিটি গঠিত

গত ২ মে পুর্ব লন্ডনের সোঁনারগাও রেস্টুরেন্টে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত জগন্নাথপুর উপজেলার মুরববীয়ান ও যুবকদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের মাধ্যমে আগামী ২০১৭ ও ২০১৯ সালের জন্য জগন্নাথপুর উপজেলা উন্নয়ন সংস্থা ইউকের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ হলেন সর্বজনাব আলহাজ্ব নুরুল হক লালা মিয়া, সৈয়দ চান্দ আলী মাষ্টার, আলহাজ্ব আরফিক আলী, আব্দুল আশিক চৌধুরী ও মল্লিক শাকুর ওয়াদুদ।

এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সাজ্জাদ মিয়া, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুল আলী রউফ, জগন্নাথপুর উপজেলা উন্নয়ন সস্থার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব ইলিয়াছ, বিশিষ্ট মুরববী হাজী মন্তাজ আলী, কমিউনিটি নেতা জিল্লুর রহমান জিলু, যুবনেতা মোঃ তারিফ আহমদ, সৈয়দপুর যুবকল্যাণ পরিষদের সভাপতি সৈয়দ সাদেক আহমদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাসনাত আহমেদ চুনু, শাহ কোরেশী শিপন, সৈয়দ আশফাক আহমদ, সৈয়দ নুরুল আমীন, সৈয়দ জামিল, চন্দন মিয়া, আবুল খায়ের, নাসির উদ্দিন, ফয়জুর রহমান চৌধুরী, রফিক আলী, শফিউল আলম বাবু ও মজিবুর রহমান মুজিব প্রমূখ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মোঃ মুজিবুর রহমান মুজিবকে সভাপতি, শফিউল আলম বাবুকে সাধারন সম্পাদক এবং সৈয়দ জামিলকে কোষাধ্যক্ষ করেন ৩৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি পুর্নাঙ্গ কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন যথাক্রমে সহ-সভাপতি ফয়জুর রহমান চৌধুরী, চন্দন মিয়া, তোফাজ্জল হোসেন, নাসির উদ্দিন, সৈয়দ নুরুল আমিন হায়দার, রোশন আলী আলমগীর, আয়ুব মিয়া, আব্দুল মজিদ, রফিক আলী, আবুল খায়ের, সহ সাধারন সম্পাদক সৈয়দ আশফাক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ কোরেশী শিপন, শিক্ষা সম্পাদক আবুল হোসেন, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শাহ আব্দুল মনিম সুজেল, অফিস সম্পাদক রেজওয়ানুর রহমান, স্বাস্থ্য সম্পাদক আব্দুল মুমিন, কালচারাল সম্পাদক সোহেল আহমদ, জয়েন্ট ট্রেজারার লাহিন আহমেদ। নির্বাহী সদস্যগণ হলেন ইকবাল এম হোসেন, হাসনাত আহমেদ চুনু, আবদাল মিয়া, এনামুল ইসলাম, আব্দুল মান্নান বশির লুতফুর, মুহিব ইউ আহমেদ, হাফিজুর রহমান লাকু, জালাল উল্যা, আব্দুল কাইয়ুম টিপু, ফারুক মিয়া, হাসিন মিয়া, জুয়েল ইসলাম কামালী, তানভীর রশিদ অপু, ফখর উদ্দিন, আলিফ মিয়া, আব্দুল জাহির। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইতালিয়ান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইন টাওয়ার হ্যামলেটসের বৈশাখী আড্ডা

টাওয়ার হ্যামলেটস বারার ইতালিয়ান ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের বাংলা নববর্ষ উদযাপন ও ঝমকালো মিলন মেলা গত ৩০ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের এনসাইন ইয়থ সেন্টার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জাকির হোসেন জাহাঙ্গীর। আবুল কালাম আজাদ ও নীনা শুভ্রের যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চ্যানেল আই ইউরোপের এমডি রেজা আহমেদ ফায়সাল চৌধুরী শোয়েব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিয়া রহমান, মাদারিপুর ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল শহীদুল ইসলাম খান।

অনুষ্ঠানে ছিলো নানা রকমারি ও মুখরোচক খাবার, মধ্যাহ্ন ভোজ, সঙ্গিতানুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, স্মৃতিচারণ, বর্ষবরন গান ও নৃত্য এবং খেলাধূলা। ছিলো শিশু কিশোরদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও ভাবীদের জন্য স্মৃতি পরীক্ষা। পুরস্কার হিসেবে বিশেষ আকর্ষণ ছিলো ৫২ ইঞ্চির স্মার্ট টিভি। লটারিতে পুরস্কার তুলেছেন উপদেষ্টা আব্দুল হান্নান। এ সময় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দেন সেক্রেটারি মীর হাফিজুর রহমান বাবু, আবুল হোসেন জসিম, ফয়সাল আলম, রেজা খান, ইমামুল হক মামুন, আব্দুস সাত্তার মিন্টু, লুতফুর রহমান, মাসুদ সরদার, বিল্লাল হোসেন, কামাল হোসেন, হাজি নজরুল, হাজি আব্দুর রহিম, আবু তাহের, সাহাদত হোসেন প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্টে'র অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিয়ানীবাজার উপজেলা প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে'র অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৭ এপ্রিল সোমবার রয়াল রিজেন্সি হলে হাবিবুর রহমান ময়নার সভাপতিত্বে ও শামীম আহমদ এবং মাহমুদ হোসেন সেলিমের যৌথ পরিচালনায় অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস বারার নির্বাহী মেয়র জন বিগস। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট ৫ আসনের সাংসদ সেলিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএর সভাপতি পাশা খন্দকার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিয়ানীবাজার উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি হাবিবুর রহমান ময়না, ট্রেজারার ময়নুল হক, ট্রাস্টি ফখরুল ইসলাম, বিবিএমডির সভাপতি কাওসার আহমদ বাবলু, বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব প্রমূখ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিলো স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হাওরে অন্যরকম লড়াই

সিলেট, ৯ মে : 'কোনো কাজ নেই। ঘরেও মন বসে না। তাই পচা ধান কাটতে আইছি।' হাওর তীরবর্তী অংশের ডুবে থাকা আধপাকা পচা ধানেই এখন এমন স্বপ্ন চাষিদের। জেলার হাকালুকি, কাউয়াদিঘি ও হাইল হাওরের সর্বস্বান্ত কৃষক এখন পচা ধান সংগ্রহে ব্যস্ত। এ বছর হঠাৎ চৈত্রের আগাম বন্যায় পানিতে তলিয়ে যাওয়া থোড় হওয়া বোরো ধান একেবারেই নষ্ট হলেও কিছুটা ধান মিলছে আধপাকা অবস্থায় ডুবে যাওয়া বোরো ধান গাছ থেকে। ক'দিন থেকে পানি কমেছে। এতে অগ্রভাগ ভেসে উঠেছে মরা পচা বোরো ধানের। এ অবস্থায় হাওর পাড়ের সর্বস্বান্ত কর্মহীন চাষিরা ঘরে বসে অলস সময় কাটাতে চান না। নেশার টানে এখন তারা ছুটছেন ওই ধান সংগ্রহ করতে। কর্মচঞ্চল কৃষকরা নৌকাযোগে বুক পানি কিংবা কোমর পানি থেকে সংগ্রহ করছেন ধান। সারা দিন রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ঘরে আনা ধান মাড়াই ও অন্যান্য প্রক্রিয়া শেষে প্রাপ্ত ধান দেখে শুধুই দুই চোখের জল ফেলছেন। নৌকায় বোঝাই করা সংগৃহীত ধানে সব প্রক্রিয়া শেষে হচ্ছে ৮ কিংবা ১০ কেজি। যেখানে বন্যায় ক্ষতি না হলে মিলতো ১২০-১৩০ কেজি ধান। তারপরও ঘরে না বসে ডুবে থাকা পচে যাওয়া বোরো ধান সংগ্রহে ব্যস্ত হাওর তীরের কয়েকটি এলাকার চাষিরা। মনসান্ত্বনা এমন করে যদি কিছু ধানও ঘরে তুলতে পারেন তাহলে 'উনা উপাস' থাকার ছেয়ে দুই মুঠো ভাত পরিবার পরিজনের মুখে দিতে পারবেন। স্বপ্নের বোরো ফসলের নেশা তাদের টেনে নিচ্ছে হাওরে। পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় পচে ধান গাছে যেমন দুর্গন্ধ, তেমনি ধানেও। কৃষকরা জানালেন, স্থানীয় কৃষি বিভাগ সূত্রে তারা জেনেছেন ওই পচা বোরো ধান সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে বা সিদ্ধ করে শুকিয়ে ওই চাল থেকে ভাত তৈরি করে খেলে কোনো সমস্যা হবে না। ওই চালের গুনগত মানও নষ্ট হবে না। এরপর থেকে হাওরের তীরবর্তী অংশের যে আধপাকা ধান বানের পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল তা কিছুটা ভেসে উঠায় এখন তা সংগ্রহ করছেন চাষিরা। এশিয়ার বৃহত্তম হাকালুকি হাওর ও কাউয়াদিঘি আর হাইলহাওরে অকাল বন্যার এক মাস অতিবাহিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাওরের শতভাগ বোরো ধান। এক মাস পরও যদি কিছু ধান পাওয়া যায় এই আশায় পচা ধান সংগ্রহে প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলছে হাওর তীরের কৃষকের।

সোমবার সরেজমিন হাকালুকি হাওরের বড়লেখা, জুড়ী ও কুলাউড়া অংশে এমন দৃশ্য দেখা গেল। হাকালুকি হাওর তীরের কুলাউড়া ভুকশিমইল ইউনিয়নের মদনগরীর বশির উদ্দিন (৫০), কুরবানপুরের আবদুল মান্নান (৬৫), উত্তর সাদিপুরের জালাল মিয়া (৪৬), বারিক মিয়া (৬৮), ফারুক মিয়া (৬৪), আতির আলী (৬৬) জানালেন, আধপাকা অবস্থায় যে ধান পানিতে তলিয়ে গিয়েছিল তা কিছুটা ভেসে উঠায় এখন সংগ্রহ করছেন তারা। কিন্তু সারা দিন পরিশ্রম করে যে ধান পান তা দিয়ে মন ভরে না। তারপরও যদি কিছু ধান সংগৃহীত হয় এমন আশায় তারা এখন পচা ধান কাটায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। জুড়ীর জায়ফরনগর ইউনিয়নের শাহপুর গ্রামের বাচ্চু মিয়া (৩৮), মানিক মিয়া (৪৫), দলা মিয়া (৫০), রুমি বেগম (২৪), সুলতানা বেগম (৪০), বানেছা বেগম (৪৮) জানান, তলিয়ে যাওয়া ধান জেগে ওঠায় আশা ছিল কিছু যদি পাই। নিজে এবং মানুষ দিয়ে পেড়া (পচা) ধান দাওয়াইয়া (কাটিয়ে) তুলছিলাম (তুলেছি)। কিন্তু শতকরা দশটা ধানও ভালো নেই। তাদের মতো অনেকেই রাস্তার ওপর ধান মাড়াই ও পরিষ্কার করতে করতে বললেন, ধান নেই। কি খাবো সারা বছর? ছেলে সন্তান নিয়ে কি উপোস থাকব। কেঁদে কেঁদে তাদের এমন দুশ্চিন্তার কথা বলেন। চাষিরা জানান, নৌকা দিয়ে পানির নিচ থেকে ধান তুলে এনে প্রথমে রোদে শুকান। তারপর মাড়াই দিয়ে ঝেড়ে যদি কিছু ধান পাওয়া যায় এই আশায় তারা এখন প্রতিদিনই পরিশ্রম করছেন।

জৈন্তাপুরে দাদন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ

সিলেট, ৮ মে : সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার দাদন (সুদ) ব্যবসায়ী কুতুব আলীর বিরুদ্ধে 'নির্যাতিতরা' দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এ অভিযোগ করেছে। অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি স্থানীয় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যের। অভিযোগ ও এলাকাবাসীসূত্রে জানা যায়, 'জৈন্তাপুর উপজেলার দরবস্ত ইউনিয়নের ডাইয়া গ্রামের দাদন (সুদ) ব্যবসায়ী মৃত ইসরাক আলীর ছেলে কুতুব আলী। দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিক সময় ধরে এলাকায় দাদন (সুদ) ব্যবসা চালিয়ে আসছেন তিনি। অসহায় মানুষের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি দাদন (সুদ) ব্যবসা চালাচ্ছেন।' কুতুব আলীর বিরুদ্ধে মানুষকে 'ফাঁদে ফেলে' টাকা, জমি 'হাতিয়ে নেয়ার' অভিযোগ রয়েছে। এলাকায় তিনি 'কুতুব আলী ব্যাংক' নামে পরিচিতি। যে কোনো সময় যে কোনো পরিমাণ টাকা দাদনে দেয়ার সামর্থ্য তার রয়েছে বলেও এলাকায় গুঞ্জন। প্রভাবশালীদের সঙ্গে রয়েছে তার সখ্য। কুতুব আলীর 'নির্যাতনের শিকার হয়ে' তার বিরুদ্ধে গত ১৫ই মার্চ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ঢাকা ও সিলেট অফিসে অভিযোগ দিয়েছেন দরবস্ত ইউনিয়নের রনিফৌদ গ্রামের মৃত হাজী আজিজুর রহমানের ছেলে সামসুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, নিজপাট ইউনিয়নের হেলিরাই গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে মতিউর রহমান, দরবস্ত ইউনিয়নের তেলিজুরী গ্রামের মৃত হাজী নজরুল ইসলামের ছেলে বদরুল আমিন, গোয়াইনঘাট উপজেলার আলীরগাঁও ইউনিয়নের ধর্মগ্রামের মৃত তজম্মুল আলীর ছেলে সালেহ রাজা, হাজরাই গ্রামের মৃত ওসমান ডাক্তারের ছেলে এখলাছুর রহমান। দরবস্ত ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. নুর মিয়া, দরবস্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাহারুল আলম বাহার এবং জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জয়নাল আবেদীনের সুপারিশসহ এ লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, 'কুতুব আলী নিরীহ লোকদের নিকট ৩শ' টাকার ননজুডিশিয়াল সাদা স্টাম্পে ও ব্ল্যাংক চেকে স্বাক্ষর রেখে দাদনে টাকা দেন। দাদনের টাকা পরিশোধ করার পরও এসব স্টাম্প ও ব্ল্যাংক চেক তিনি রেখে দেন। পরবর্তীতে এগুলোর মধ্যে ইচ্ছেমতো টাকার অংক বসিয়ে আদালতে চেক ডিজওনার মামলা করে নিরীহ লোকদের হয়রানি করেন।' অভিযোগকারীরা কুতুব আলীর 'হয়রানি' থেকে বাঁচতে আইনের সহযোগিতা চান বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে জৈন্তাপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জয়নাল আবেদীন, দরবস্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাহারুল আলম বাহার, ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. নুর মিয়া বলেন, 'অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা দুদকের নিকট সুপারিশ করেছি।'

সিলেটে পুত্রকে বন্দি রেখে পিতার কাছ থেকে জমি রেজিস্ট্রি, তোলপাড়

সিলেট, ৯ মে : সিলেটে পুত্রকে অপহরণের পর বন্দি করে পিতার কাছ থেকে জোরপূর্বক জমি রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে হাজী সেলিম আহমদ নামে এক আওয়ামী লীগ নেতা। আর জমি রেজিস্ট্রির পর ছেড়ে দেয়া হয় জমির মালিকের ছেলেকে। এরপর টাকা চাওয়া হলে ভূমির মালিককে আখালিয়া নতুন বাজার এলাকায় একটি কক্ষে নিয়ে মারধরও করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সিলেট নগরীর আখালিয়া এলাকায়। ঘটনার পর স্থানীয়ভাবে বিচার চেয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে গতকাল সিলেটের মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে মামলা করেছেন ভূমির মালিক সোহেদ আহমদ চৌধুরী সোহেল। এর আগে তাকে হুমকি দেয়া ও জোরপূর্বক ভূমি রেজিস্ট্রির ঘটনায় তিনি সিলেটের কোতোয়ালি থানায় জিডিও করেছিলেন। আদালত গতকাল মামলাটি আমলে নিয়ে সিলেটের পুলিশ ব রো ইনভেস্টিগেশন- পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ভূমির মালিক সিলেটের আখালিয়া বড়বাড়ির সোহেদ আহমদ চৌধুরী সোহেল। আর মামলায় অভিযুক্তরা হচ্ছে- আখালিয়া নতুনবাজারের মুসলিম নগরের মৃত চুনু মিয়ার ছেলে হাজী সেলিম আহমদ, একই এলাকার মৃত বুলু মিয়ার ছেলে ইরান আহমদ ড্রাগন, মৃত সুনু মিয়ার ছেলে আবদুল মালেক, হাওলাদারপাড়ার বিপ্লব ও শামীমাবাদ আবাসিক এলাকার আরিফ প্লেসের বাসিন্দা ও আমেরিকা প্রবাসী মরহুম হাজী আবদুল করিমের ছেলে মো. ইসলাম উদ্দিন। ঘটনা গত ২৭শে এপ্রিলের। সিলেট শহরতলীর ঘোপালের গোপালস্থ ২২ শত ভূমি রয়েছে মামলার বাদী চৌধুরী সোহেলের। গত জানুয়ারি মাসে তিনি ওই জমি ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু জমি ক্রয়ের পরপরই তিনি আর্থিকভাবে অনটনে পড়েন। এরপরই তিনি জমি বিক্রির জন্য ক্রেতা খুঁজতে থাকেন। এমনকি জমি বিক্রির জন্য তিনি সিলেটের আঞ্চলিক পত্রিকায় বেশ কয়েকবার বিজ্ঞাপন দেন। আর এই বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ে আখালিয়া নতুন বাজারের বাসিন্দা ও মামলার প্রধান আসামি হাজী সেলিমের চাচাতো ভাই আবদুল মালেকের। এ কারণে জমিটি বিক্রি করে দিতে আবদুল মালেক তার চাচাত ভাই হাজী সেলিমের কাছে নিয়ে যান। হাজী সেলিম আহমদ আখালিয়া এলাকায় বহুল পরিচিত। আগে তিনি নিজেকে বিএনপি নেতা বলে পরিচয় দিলেও এখন এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে পরিচিত। ওই এলাকায় তার 'সাদী ট্রেড সেন্টার' নামে এক কার্যালয় রয়েছে। আর ওই ট্রেড সেন্টারে তিনি নিজে বসেন এবং জমি বিকিকিনি করেন। জমির ব্যবসায়ী হিসেবে এলাকায় হাজী সেলিমের হাঁকডাক রয়েছে। এদিকে- হাজী সেলিমের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি জমিটি বিক্রি করে দেবেন বলে আশ্বাস দেন। পরে হাজী সেলিমের পরামর্শ মতো ফের সিলেটের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় আবারও বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এরই মধ্যে হাজী সেলিমেরই ঘনিষ্ঠজন মামলার দুই নম্বর আসামি ইরান আহমদ ড্রাগনের নামে ২০ শতক জমির বায়নামাপত্র সম্পাদন করা হয়। বায়নামাপত্রে জমির মূল্য ধরা হয় ৩২ লাখ টাকা। বায়নামাপত্রে নগদ ৫ লাখ টাকা প্রদানের কথাও উল্লেখ করা হয়। এদিকে- বায়নামা পত্র সম্পাদনের পর হাজী সেলিম আহমদ, ইরান আহমদ ড্রাগন, আবদুল মালেক ও বিপ্লব এই চারজন মিলে আমেরিকা প্রবাসী ও নগরীর শামীমাবাদ এলাকার বাসিন্দা ইসলামউদ্দিনের কাছে জমি বিক্রির কথা বার্তা চূড়ান্ত করেন। জমি রেজিস্ট্রির তারিখ নির্ধারণ করা হয় ২৭ এপ্রিল। কিন্তু ওই সময় হাজী সেলিম জমির প্রকৃত মালিক চৌধুরী সোহেলকে জানান- জমি রেজিস্ট্রির দুই দিন পর প্রবাসী ইসলামউদ্দিন টাকা দেবেন। এ কারণে জমি রেজিস্ট্রির দুইদিন পর টাকা নিতে হবে। এতে রাজি হননি চৌধুরী সোহেল। তিনি বলেন- জমি যেদিন রেজিস্ট্রি করা হবে সেই দিনই টাকা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় তিনি জমি রেজিস্ট্রি করে দেবেন না। এদিকে- জমি রেজিস্ট্রির দিন সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে চৌধুরী সোহেলের ৯ম শ্রেণি পড়ুয়া পুত্র ইসতিয়াক চৌধুরী রোহান বাজারের উদ্দেশ্যে মদিনা মার্কেট যাচ্ছিল। স্থানীয় এলাকার পুকুরপাড়ে আসামাত্র হাজী সেলিমের নিজের গাড়িতে ইরান আহমদ ড্রাগন, আব্দুল মালেক ও বিপ্লব জোরপূর্বক তাকে গাড়িতে তুলে নেয়। এরপর তারা মালেকের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রোহানকে একটি ঘরে বন্দি রাখে। এ সময় তার মুখ বেঁধে রাখা হয়। আর রোহানকে অপহরণের পর চৌধুরী সোহেলকে বাড়ি থেকে ডেকে নেন নিজ কার্যালয়ে। এরপর ওখানে তার কাছ থেকে মোবাইল কেড়ে নিয়ে বলা হয়- যদি জমি রেজিস্ট্রি করে না দেয়া হয় তাহলে ছেলেকে পাবে না। ছেলের কথা শুনে তটস্থ হয়ে পড়েন চৌধুরী সোহেল। তিনি ছেলেকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে বলেন- 'আপনারা যা বলবেন তাই করবো। আমার ছেলেকে ছেড়ে দেন।' মামলার অভিযোগে চৌধুরী সোহেল জানিয়েছেন- ছেলেকে অপহরণ করে বন্দি রাখার পর তিনি হাজী সেলিম ও তার সহযোগীদের সঙ্গে রেজিস্ট্রি অফিসে চলে আসেন। সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের পাসের হোটেল শাবানের একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় চৌধুরী সোহেলকে। সেখানে দলিল লেখক শাহীন সহ কয়েকজন এসে জমি রেজিস্ট্রির কাগজে তার স্বাক্ষর নেন। পরে তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়- 'সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে গিয়ে বলতে হবে টাকা পেয়ে

গেছো।' আর ওদিকে দলিলে স্বাক্ষর নেয়ার পর বন্দি রাখা ছেলে রোহানকে ছেড়ে দেয়া হয়। রোহান বাড়ি চলে যায়। আমেরিকা প্রবাসী ইসলাম উদ্দিনের নামেই জমি রেজিস্ট্রি করা হয়। চৌধুরী সোহেল জানান- হাজী সেলিমসহ অন্যরা ৪০ লাখ টাকার বিনিময়ে ওই জমি বিক্রি করে পুরো টাকাই লুটে নিয়েছে। আর তারা এমনভাবে নাটক সাজিয়েছে ঘটনাটি ফিল্মি স্টাইলকে হার মানিয়েছে। এরপর হাজী সেলিম ও অন্যদের কাছে টাকা চাইতে গেলে তারা সাদী ট্রেড সেন্টারের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাকেও মারধর করেন বলে জানিয়েছেন চৌধুরী সোহেল। এদিকে- এ ঘটনার পর সিলেটের কোতোয়ালি থানায় একটি সাধারন ডায়েরি করেছেন চৌধুরী সোহেল। ওই ডায়েরিতে তিনি বলেন- ২২ শতক ভূমি রেজিস্ট্রির করার জন্য জিম্মি অবস্থায় তাকে সিলেট সদর সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। এরপর ভূমি বিক্রয়ের টাকা আত্মসাৎ করতে চৌধুরী সোহেল ও তার পরিবারকে প্রতিনিয়ত হুমকি দেয়া হচ্ছে। সিলেটের কোতোয়ালি পুলিশ জিডি গ্রহন করলেও গতকাল পর্যন্ত তদন্তে যায়নি বলে জানান সুহেল। এর প্রেক্ষিতে তিনি গতকাল সিলেটের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাইদুজ্জামান হিরোর আদালতে এ মামলা দায়ের করেন। মামলা নং (সিআর ৬১৫/২০১৭)। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন চৌধুরী সোহেলের আইনজীবী এডভোকেট লোকমান আহমদ চৌধুরী। তিনি জানান- 'ঘটনাটি খুবই স্পর্শকাতর। এ কারণে সঠিক তদন্তের জন্য আমরা পিবিআইতে মামলা দেয়ার জন্য আদালতে অনুরোধ জানাই। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে পিবিআই মামলাটি তদন্ত করে রিপোর্ট আদালতে দাখিল করবে।' এর আগে গত শনিবার রাতে হোটেল গুলশানের ৩১৩ নম্বর কক্ষে সমঝোতা বৈঠকের জন্য বাদীকে ডাকেন হাজী সেলিম আহমদের ছোটো ভাই জুয়েল আহমদ। ওখানে বৈঠক হলেও জুয়েল আহমদ পাওনা টাকা উদ্ধারের ব্যাপারে কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। এদিকে- গতকাল সিলেটের আখালিয়া এলাকার যুবলীগ নেতা সাহেদ আহমদ জানিয়েছেন- পাওনা টাকা আদায়ের জন্য তিনি নিজেও হাজী সেলিমের সঙ্গে কথা বলছিলেন। কিন্তু হাজী সেলিম টাকা দেয়ার ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত করেননি। তবে সেলিম তার কাছে টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানান, সাহেদ আহমদ। অভিযোগ প্রসঙ্গে হাজী সেলিম আহমদ গতকাল মানবজমিনকে জানিয়েছেন- তিনি কোনো অপহরণের ঘটনা ঘটাননি। চৌধুরী সোহেলের জমি অন্যরা দখল করে নিয়েছিল। তিনি নিজে ওই জমি উদ্ধার করেন। তবে- তিনি বলেন, জমি রেজিস্ট্রির পর ঘোপালে যাদের দিয়ে জমি উদ্ধার করা হয়েছিল তাদের ১২ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। আর ১৭ লাখ টাকা চৌধুরী সোহেলের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। জমি রেজিস্ট্রির সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে জানান।

ফুডপয়জনিং হলে...

ডা. আবদুল্লাহ শাহরিয়ার

ফুডপয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা। তবে রোগটিকে মামুলি মনে করার কোনো অবকাশ নেই। সাম্প্রতিক কালে ফুডপয়জনিংজনিত কারণে বিসিসিবির একজন কর্মকর্তা, চিকিৎসক ও নার্স মৃত্যুবরণ করায় রোগটি নিয়ে জনমনে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে মৃত্যু খাবারে অ্যালার্জিজনিত এনাফাইলেকটিক শক নাকি ফুডপয়জনিংজনিত ডায়রিয়া থেকে কিডনি বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে সে ব্যাপারটি যাচাই করে দেখতে হবে। তবে আমাদের দেশে এমন কোনো মানুষ নেই যে এই সমস্যায় এক বা একাধিকবার আক্রান্ত হয়েছেন।

সাধারণত রাস্তা বা হেটেলের বাসি খাবার, পচা খাবার, অস্বাস্থ্যকর, জীবাণুযুক্ত খাবার, অনেকক্ষণ গরমে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে যাওয়া খাবার খেলে ফুডপয়জনিং হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বন্যার সময় পানীয় জলের অভাব, হাওর-বিল-বাঁওড়ের পচা মাছ এসবের কারণে ফুডপয়জনিং জটিল আকার ধারণ করে। এ অবস্থাকে আমরা পেটের পীড়া বলে থাকি।

বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোনো খাবার খেয়ে বার বার বমি, পাতলা পায়খানা, জ্বর, পেট ব্যথা এগুলো শুরু হয় তাকে 'ফুডপয়জনিং' বলে। ছোট-বড় সবাই এ ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে খাবার স্বাস্থ্যসম্মত থাকলেও, যেসব পাত্রে পরিবেশন করা হয় তা অপরিষ্কার থাকায় জীবাণুমুক্ত হয় না। এসব পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হলেও ফুডপয়জনিং হতে পারে। গরমের কারণে দেহের ভেতরে পানির চাহিদা বেড়ে যায়। এ জন্য হয়তো অনেকেই রাস্তার তৈরি শরবত খেয়ে ফেলেন। এ থেকে ফুডপয়জনিং হতে পারে। এ ছাড়া গরমে নিজের ঘরের খাবারও যদি অনেকক্ষণ ধরে বাইরে রাখা থাকে তাহলে সেগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় মাইক্রোওয়েভে গরম করলেও ক্ষতিকর জীবাণু বিনষ্ট হয় না। এ থেকেও ফুডপয়জনিং হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের জীবাণু দ্বারা ফুডপয়জনিং হতে পারে। তবে খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ যাই হোক না কেন লক্ষণগুলো অনেকটা একই থাকে। সাধারণত ফুডপয়জনিং হলে পেটে ব্যথা, হজমে সমস্যা, ডায়রিয়া, বমি অনেক ক্ষেত্রে জ্বর হতে পারে। অনেক সময় ফুডপয়জনিং ও ডায়রিয়া আলাদা করা যায় না।

চিকিৎসা

ফুডপয়জনিং হলে প্রথমত খাবার-দাবার খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে নরম খাবার দেওয়া ভালো। এ ছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া উচিত। যেমন- জ্বর হলে প্যারাসিটামল, বমি ও পাতলা পায়খানা হলে খাবার স্যালাইন দেওয়া যায়। পাশাপাশি ফুডপয়জনিংয়ের তীব্রতা অনুযায়ী উপযুক্ত অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণুনাশক ওষুধ সেবন করলে দ্রুত ফুডপয়জিংয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি নিরাময় লাভ করতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে একধরনের টক্সিন (এনথ্রাক্স, বোটুলিমিনাস টক্সিন) থেকেও ফুডপয়জনিং হতে পারে।

সময়মতো এ রোগের চিকিৎসা করা না হলে শরীরে ভীষণ পানিশূন্যতা দেখা দিতে পারে। এ থেকে রোগীর কিডনি অকেজো হয়ে পড়তে পারে। যা কি-না মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

- রাস্তার খোলা খাবার খাবেন না।
- পানি ফুটিয়ে খেতে হবে।
- বাসন-কোসন ভালোভাবে ধুতে হবে।
- খাওয়ার আগে হাত ভালো করে ধুতে হবে।
- দুধ, কলা, ফলমূল বেশি দিন পুরনো হয়ে গেলে খাবেন না।
- গরমের সময় হোটেলের খাবার এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। কেননা অনেক হোটেলেই স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয় না।
- যতটা সম্ভব টাটকা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করুন। কয়েকদিন ধরে ফ্রিজে রাখা আছে এমন খাবার খাওয়া ঠিক নয়।
- খাবার ঠিকমতো ঢেকে রাখুন, নয়তো বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ খাবারে বসে জীবাণু ছড়াতে পারে।

- সহযোগী অধ্যাপক, এনআইসিভিডি

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ করুন

ডা.রেজাউল করিম কাজল

৮ মে প্রতি বছর ঘটা করেই আমাদের দেশসহ সারাবিশ্বে পালন করা হয় বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। থ্যালাসেমিয়া একটি জন্মগত রক্তরোগ, যা কি-না শিশুরা পারিবারিকভাবে পেয়ে থাকে। যেসব সমাজে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিয়ে-শাদি বেশি প্রচলিত, সেসব সমাজে থ্যালাসেমিয়ার মতো বংশগত রোগ-বালাই বেশি। বাবা-মা এ রোগের বাহক হলে তাদের সন্তান থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মাতে পারে। যারা থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক তাদের কোনো উপসর্গ নেই। তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ ভাগ অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটি নারী-পুরুষ নিজের অজান্তে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক। আমাদের দেশে প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু জন্মের পরপরই এ রোগটি ধরা পড়ে না। শিশুর বয়স এক বছরের বেশি হলে বাবা-মা লক্ষ্য করেন শিশুটি ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে শিশুর দুর্বলতা। আর যখনই শিশু বিশেষজ্ঞ রক্ত পরীক্ষা করে শিশুটিকে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশু হিসেবে চি"ত করেন, তখনই বাবা-মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর যেসব সমস্যা হয়

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের শরীরে রক্তের মূল্যবান উপাদান হিমোগ্লোবিন ঠিকমতো তৈরি হয় না। বয়স এক বা দুই বছর হলে শিশুর রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। শিশুর স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে শরীরের দরকারি অঙ্গ যেমন- প্লীহা, যকৃৎ বড় হয়ে যায় এবং কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে। মুখমণ্ডলের হাড়ের অস্থিমজ্জা বিকৃত হওয়ার কারণে শিশুর চেহারা বিশেষ রূপ ধারণ করে, যা দেখে চিকিৎসক সহজেই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে চি"ত করতে পারেন। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুকে অন্যের রক্ত নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন থ্যালাসেমিয়া রোগের একমাত্র চিকিৎসা, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সব সময় সফল নয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক কি-না তা যেভাবে জানা যায়

থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহকের কোনো লক্ষণ থাকে না। তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। তাদের শরীরে রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা সামান্য কম থাকে। তাদের সাধারণত রক্ত

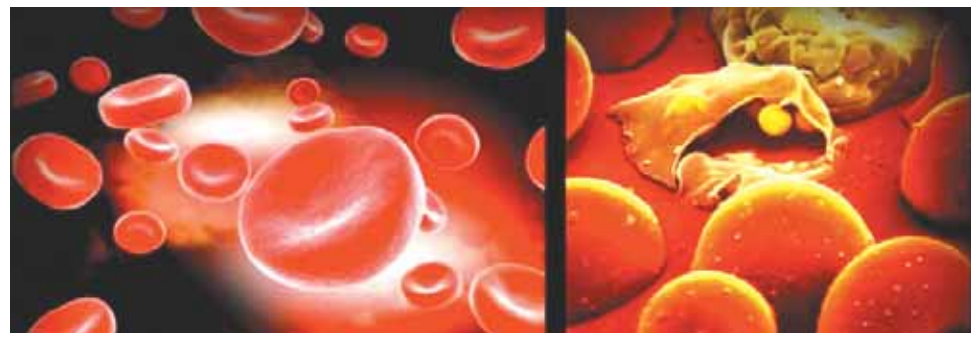

গ্রহণ করতে হয় না। তবে একজন থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক নারী গর্ভবতী হলে রক্তের হিমোগ্লোবিন বেশি কমে যেতে পারে। যে কারণে কারও কারও গর্ভাবস্থায় দুই-এক ব্যাগ রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। যে কোনো মানুষের রক্তের সিবিসি (ঈইঈ) পরীক্ষা করে শনাক্ত করা যায় যে, সে থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক কি-না। এ পরীক্ষায় শনাক্ত হলে তখন হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস নামের আর একটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় সে ব্যক্তি থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক কি-না। সিবিসি পরীক্ষা করাতে ১০০-১৫০ টাকা, আর হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস পরীক্ষা করাতে ৫০০-৭০০ টাকা লাগে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক হলেও সুস্থ শিশুর নিশ্চয়তা

স্বামী এবং স্ত্রী দু'জনই যদি থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক হন, তবে শতকরা ২৫ ভাগ ক্ষেত্রে তাদের সন্তান থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে, ৫০ ভাগ বাহক হিসেবে এবং ২৫ ভাগ সুস্থ শিশু হিসেবে জন্ম নিতে পারে। তাই সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃজঠরে বাচ্চার ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া রোগ নির্ণয় তাদের একমাত্র ভরসা। মায়ের গর্ভে বাচ্চার বয়স যখন ১২ থেকে ১৫ সপ্তাহ, তখন প্রাথমিক গর্ভফুল থেকে কোষকলা সংগ্রহ (ঈযড়ৎরড়হরপ ঠরষযঁং ঝধসঢ়ষরহম) বা গর্ভের বাচ্চার চারপাশের পানি সংগ্রহের (অসহরড়পবহঃবংরং) মাধ্যমে বাচ্চার ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়। এই ডিএনএ নমুনা পরীক্ষা করে গর্ভের বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া রোগ আছে কি-না তা শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়। এ সময় বাচ্চার আকার থাকে দেড় থেকে দুই ইঞ্চির মতো। কাজেই সুস্থ বাচ্চা পাওয়া-না পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাবা-মা গর্ভাবস্থা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মাতৃজঠরে ভ্রূণের ডিএনএ পরীক্ষা করে থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় এখন দেশেই হচ্ছে, যা আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় মইলফলক। গর্ভবতী মাকে এ জন্য আর বিদেশ যেতে হচ্ছে না।

প্রতিরোধের উপায়

সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এ রোগ নিয়ে সচেতনতা তৈরির তেমন উদ্যোগ নেই। একটু সচেতন হলেই আমরা এ রোগ প্রতিরোধ করতে পারি। বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রী বা বাচ্চা নেওয়ার আগে স্বামী-স্ত্রী থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক কি-না, তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে যেমন- সাইপ্রাস ১৯৭৩ সালে, বাহরাইন ১৯৮৫, ইরান ২০০৪, সৌদি আরব ২০০৪ এবং সর্বশেষ পাকিস্তান ২০১৩ সালে বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর বা বাচ্চা নেওয়ার আগে স্বামী-স্ত্রীর থ্যালাসেমিয়া আছে কি-না তা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে থ্যালাসেমিয়া রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা গেছে। রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের বাঁচিয়ে রাখতে রক্তের ভাণ্ডার প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া আনুষঙ্গিক খরচ বহন করতে গিয়েও আর্থিক দৈন্যতা ও মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে হয় লাখো বাবা-মাকে। সুতরাং আসুন আমাদের প্রজন্মকে সুস্থ জীবন উপহারের ব্রত নিয়ে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের সামাজিক আন্দোলনে শামিল হই। - সহযোগী অধ্যাপক

প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

Kingdom Solicitors

Commissioner for OATHS

our services

- Immigration
- Family & Children
- Employment
- Litigation
- Benefit
- Landlord & Tenant
- Lease Transfer
- Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal

This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

ফেসবুকেও ভ্যাট চাই

খবর: নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক, যা ভ্যাট নামে অধিক পরিচিত) আইনে সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়বে। বেশ কিছু ক্ষেত্রেই আগের চেয়ে বেশি হারে ভ্যাট দিতে হবে। এই তালিকায় আছে দেশি ব্র্যান্ডের কাপড়চোপড়, ভোজ্যতেল, চিনি, সুপারশপ, নির্মাণসামগ্রীর রড, বিদ্যুৎ বিল, সোনার গয়না ইত্যাদি। (সূত্র: প্রথম আলো, ৪ মে ২০১৭)

প্রিয় যথাযথ কর্তৃপক্ষ,

পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম, বেশ কিছু ক্ষেত্রে আগের চেয়ে বেশি হারে ভ্যাট গুনতে হবে। আমি অতি সাধারণ এক মানুষ। নতুন এই আইনের ফলে আমার কষ্ট বাড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কষ্টটা একটু লাঘব হবে যদি আপনারা একটা সিদ্ধান্ত নেন। আমার পরামর্শ হলো, এই দেশে ফেসবুক ব্যবহারের ওপরও ভ্যাট আরোপ করুন। আমার এই লেখায় অনেকেই 'অ্যাংরি' বা 'হুাহা' রিঅ্যাক্ট করবে, এটা জানি। তবে দয়া করে আপনারা এড়িয়ে যাবেন না!

এই দেশের অধিকাংশ লোক বিদ্যাবুদ্ধি অর্জনের আগেই ফেসবুকের মতো ভয়ংকর এক 'অস্ত্র' পেয়ে গেছে। অথচ তারা এই 'অস্ত্রের' ব্যবহারবিধিটাও পড়তে জানে না। তাই এর অপব্যবহারই বেশি।

অতএব আপনাদের কাছে আমার আকুল আবেদন, ফেসবুকের লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর পোস্টের ওপর ভ্যাট আরোপ করুন। প্রতি লাইকে ২০ টাকা, কমেন্টে ২৫ টাকা, শেয়ারে ৩০ টাকা আর পোস্টে ৫০ টাকা করে ভ্যাট বসান। এই জাতিকে বাঁচান! -ইতি, জনৈক শিক্ষক

নতুন ভ্যাট আইনের যৌক্তিকতা

খবর: নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক, যা ভ্যাট নামে অধিক পরিচিত) আইনে সাধারণ মানুষের কষ্ট বাড়বে। বেশ কিছু ক্ষেত্রেই আগের চেয়ে বেশি হারে ভ্যাট দিতে হবে। এই তালিকায় আছে দেশি ব্র্যান্ডের কাপড়চোপড়, ভোজ্যতেল, চিনি, সুপারশপ, নির্মাণসামগ্রীর রড, বিদ্যুৎ বিল, সোনার গয়না ইত্যাদি। (সূত্র: প্রথম আলো, ৪ মে ২০১৭)

দেশীয় ব্র্যান্ডের পোশাকশিল্পের ওপর আগে ভ্যাট ছিল ৪ শতাংশ। ১ জুলাই থেকে হবে ১৫ শতাংশ। বিদেশি পোশাক না পরলে তো জাতে উঠবেন না!

দেশীয় পোশাকে ভ্যাট বাড়ানোর মানে কী?

দেশ উন্নত হচ্ছে। পোশাকে কেন উন্নতি আসবে না?

অতিরিক্ত তেল খেয়ে অতিরিক্ত চর্বি জমাচ্ছেন। আপনার এই দুরবস্থার কথা ভেবেই ভোজ্যতেলের ওপরও ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে ১৫ শতাংশ।

ভাবতেই ভালো লাগতেছে, আমাদের দামটাও বাড়বে!

তেলবাজরা যদি আমাগো একটু কম ইউজ করত!

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র চান না, আবার বিদ্যুৎও চান! এবার ১০০ টাকা বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে গিয়ে দেখবেন ১১৫ টাকা দিতে হবে।

বিদ্যুতের দাম কেন বাড়ছে?

বিদ্যুতের ওপর বেশি ভ্যাট বসিয়ে সেই টাকা দিয়ে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে একটি আলোকিত জাতি উপহার দিতেই তো ভ্যাট বসানো।

বাড়ির নির্মাণসামগ্রী রডের ওপরও ভ্যাট বাড়ছে। সম্প্রতি ভবন ও রেললাইনে কেন বাঁশ ব্যবহৃত হয়েছিল, বুঝতে পারছেন?

শহরে তো আর নতুন বাড়ি বানানোই যাবে না, আপনার দাম বাড়লেই বা কী! আসলে ইট-পাথরের জীবন ছেড়ে গ্রামে গিয়ে টিনের ঘরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করাই এর উদ্দেশ্য।

ফাস্টফুডেও গুনতে হবে অতিরিক্ত ভ্যাট। বার্গার, স্যান্ডউইচ, পাস্তা, পিৎজা খেতে খেতে আমরা ভুলে যেতে বসেছি নিজস্ব ঐতিহ্য। তাই এই ব্যবস্থা।

এরা ছিল মাছে-ভাতে বাঙালি। এখন নিশ্চয়ই পুরোনো লাইনে ফিরে যাবে।

বেশি কিনলে চালের ওপরও ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসে যাবে।

এসির বাতাস খেতে খেতে বাজার করবেন আর কাঁচাবাজারের ব্যবসায়ীরা লোকসান গুনবে? সুপারশপে কেনাকাটায় ভ্যাট দিতে হবে ১৫ শতাংশ।

সুপারশপেও অতিরিক্ত ভ্যাট?

সুপারশপে এসির বাতাস খেয়ে বাজার করে অতিরিক্ত ভ্যাট না দিয়ে কাঁচাবাজারে যান। বাজার সেরে বাসায় ফেরার পথে ভ্যাটের বেঁচে যাওয়া টাকাগুলো দিয়ে একটা এসিও কিনে ফেলতে পারবেন।

একদিন এক ভ্যাটকানো রাস্তায়

আহমেদ খান

মুসলিম ভাইদের প্রতি সালাম, হিন্দু ভাইদের প্রতি নমস্কার এবং অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি আবু মজমাদারের শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়া হাজির হইছি আজব এক জিনিস। এই যে আমার কালো ব্যাগ দেখতে পাচ্ছেন ব্রাদার, কী মনে হয়, এর ভিতর কী আছে? কী আছে? জায়গায় দাঁড়ায়া আওয়াজ দেন ভাই, কী মনে হয়, এই ব্যাগের ভিতর আছে কোন সে আজব জিনিস! সাপ নাকি শাপ? ব্যাঙ নাকি ব্যাংক? ভুল করলেন ভাইটি আমার! আকরাব আকরাব! খোল খোল, এই ব্যাগ্‌খোল! এই যে দেখেন ভাই, ভালো কইরা দেখেন, দেখেন, না, কোনো থলের বিড়াল না এইটা, কোনো রকেট বামও না, দাঁতের মাজনও না এইটা কিন্তু ভাই! কোনো সর্বরোগহারী অব্যর্থ মলমও কিন্তু না! তাইলে কী এইটা? আকরাব! আকরাব!! এইটা হইল ভ্যাট! ভ্যাট!!

এই দাঁড়াখাড়া এইখানে, কই যাস তুই! এ বড় পিছলা ভাই! খালি হাত থেইকা ফসকায়া যাইতে চায়, আর খালি দৌড়ায় আর বড় বড় লম্ফঝম্ফ দেয়! আমার ওস্তাদ এরে সেই এভারেস্টের গুহার ভিতরে প্রথম আবিষ্কার করছিল! তারপর থেইকা এই ভ্যাট খালি লাফাইতে চায়! ওস্তাদরে বলছিলাম, ওস্তাদ, এই ভ্যাট নিয়া আমরা কী করব? এরে কি অলিম্পিকে পাঠায়ে দিব? এ তো লাফাইতে লাফাইতে বাইড়া যাইতেছে! অলিম্পিকে দীর্ঘ লম্ফে খাড়াইলে নিশ্চয় স্বর্ণপদক পাইব!

ওস্তাদ কী বলছিল, জানেন? ওস্তাদ বলছিল, ওরে নাদান, ওরে আমার পেয়ারের আবু, তুই এখনো এই ভ্যাটরে চিনতে পারস নাই! এরে অলিম্পিকে পাঠানোর দরকার নাই! কী নাই? অলিম্পিকে পাঠানোর দরকার নাই! এরে তুই নিজের কাছেই রাখ। আর বছর বছর সময়মতো তোর কালো ব্যাগ থেইকা বাহির কর! দেখবি, এই ভ্যাট তোর জন্য স্বর্ণপদক না হীরার পদক নিয়া আসবে! হীরার পদক!

তা এই হীরার পদক আনা ভ্যাট দিয়া আপনারা কী করবেন, ভাই? আছে কোনো চিন্তা? এই ভ্যাট কী উপকারে লাগব আপনাদের, ভাবছেন কিছু? ভাবেন নাই। আমি তাইলে কই। বাড়ির গিন্নি-বউ-মা-বোনেরা রান্নায় বেশি তেল দিয়া দিতাছে না? কী, দিতাছে? না দিতাছে না, কন! উত্তর দেন না ক্যান? দিতাছে না? আর সেই বেশি তেল খাইয়া আপনার পেট খারাপ, মন খারাপ, মাথা খারাপ! সারা দিন বস আর পাতিবসদের জি স্যার জি স্যার বলিয়া তেল দেওয়ার পর আর কোনো তেলই আপনার সহ্য হইতেছে না! তেল খাইলেই বদহজম। গ্যাস্ট্রিক আর বদঢেকুর! আর এই সব থেইকা মুক্তির উপায় হইল এই ভ্যাট!

এই ভ্যাট রান্নার ওই তেলের সঙ্গে আমি যুক্ত কইরা দিতাছি! আর দেখেন, তখনই আপনি বাড়িতে বলতে পারবেন তেলের দাম বাইড়া গেছে, তেল খাওয়া নিষেধ! যে কাজ আপনি নিজে এত দিন বইলা করাইতে পারেন নাই, দাম বাইড়া গেছে শুনলেই বাড়িতে তেল খাওয়া দেখবেন অটোমেটিক কইমা গেছে! এখন দরকারি জিনিসের দাম অনেক বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু এই ভ্যাট শুধু কোম্পানির প্রচারের জন্য এইবার মাত্র ১৫ পার্সেন্ট্‌১৫ পার্সেন্ট্‌১৫ পার্সেন্ট!

আপনারা যদি আরও মনে করেন এই ভ্যাট আপনাদের কী কাজে লাগবে, তাইলে ব্রাদার, একটু খেয়াল করেন। আপনার প্রতিদিনের জিনিসপত্রের সঙ্গে এই ভ্যাট লাগায়ে দিলেই আপনার প্রয়োজনীয় সব জিনিসের দাম হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে! তখন কী হবে? কী ভাই, উত্তর দেন না কেন? কী হবে তখন? এই দেশে যখন আপনি আর হাতের নাগালে জিনিস পাবেন না, তখন তা কিনতে চলে যাবেন দেশের বাইরে। একই জিনিস দেশের বাইরে থেকে আপনারা কিনে আনবেন অনেক সস্তায়। সপ্তাহে সপ্তাহে তখন আপনাদের বিদেশ ভ্রমণ নিশ্চিত! কী, আপনারা বিদেশ ভ্রমণ করতে চান না, ভাই? চান কি চান না, বলেন? যাঁরা বিদেশে যাইতে চান, জায়গায় খাড়ায়া আওয়াজ দেন খালি। কোম্পানির প্রচারের জন্য এই ভ্যাট এইবার শুধু ১৫ পার্সেন্ট্‌১৫ পার্সেন্ট্‌১৫ পার্সেন্ট্‌

এই যে বছরে এতগুলা উৎসব আর প্রতিটা উৎসবে নতুন নতুন জামাকাপড় কিনার হিড়িক। উৎসব আসা মানেই আপনার পকেট থেইকা টাকা পাখির মতো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ কইরা উইড়া যাইতেছে। এইটা যদি বন্ধ করতে চান, তাইলে এই ভ্যাট হইল আপনার জীবনের শেষ চিকিৎসা মানে দ্য লাস্ট ট্রিটমেন্ট! এই ভ্যাট লাগানো মাত্রই আপনাদের পোশাকের দাম এক লাফে লম্বা হইয়া যাবে। আর দাম লম্বা হইলেই আপনার পরিবারের মানুষদের বুঝায়ে বলার সুযোগ পাইবেন আপনি। বলবেন, গত বৈশাখের পাঞ্জাবি এই বৈশাখে প্রয়োজনে শার্ট বানায়ে পরো! আপনাকে আর নতুন জিনিস কিনতেই হইব না, ব্রাদার! আকরাব! আকরাব! এট্টা খরচ থেইকা যে এইবার বাঁচতে চায়, সে জায়গায় খাড়ায়া আওয়াজ দেন খালি। কোম্পানির প্রচারের জন্য এই ভ্যাট এইবার শুধু ১৫ পার্সেন্ট্‌১৫ পার্সেন্ট্‌১৫ পার্সেন্ট্‌

ভ্যাট! ভ্যাট!! ভ্যাট!!! আছেন কোনো সহৃদয় ব্যক্তি, আছেন? থাকলে জায়গায় খাড়ায়া আওয়াজ দেন! কোম্পানির প্রচারের জন্য এইবার শুধু ১৫ পার্সেন্ট্‌১৫ পার্সেন্ট্‌১৫ পার্সেন্ট!!!

কানাডার মন্ট্রিলে বন্যা জরুরি অবস্থা জারি

দেশ ডেস্ক, ৯ মে : কয়েক দিনের টানা বর্ষণ ও বরফগলা পানির কারণে কানাডার মন্ট্রিল শহরে বন্যা দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় শহরে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৪৮ ঘণ্টার জন্য এই জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকবে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার ভোররাত থেকে শহরটিতে টানা বৃষ্টিপাত হচ্ছে, এতে সৃষ্ট বন্যা ছড়িয়ে পড়ায় রবিবার বিকালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় বলে জানিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ। এই বৃষ্টিপাতকে 'ঐতিহাসিক' বলে বর্ণনা করেছেন কুইবেকের পরিবেশমন্ত্রী ডেভিড হিউর্তেল। জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে বন্যা মোকাবিলায় অতিরিক্ত রসদ পাবেন দমকল কর্মীরা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে বেশ কয়েকদিন লাগবে বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে নগর কর্তৃপক্ষ। কানাডার কুইবেক প্রদেশের ১২৬টি পৌরসভাকে এখন আংশিকভাবে বন্যাকবলিত বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির সংখ্যা কয়েক হাজার বলে জানিয়েছে সিবিসি নিউজ। প্রদেশটির সবচেয়ে বড় শহর মন্ট্রিলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি বাড়ির ২২১ জন মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। শহরের বাসিন্দাদের বাড়ি ছাড়ার নির্দেশ মান্য করে চলার আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র ডেনিস কোদেরে। বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে কানাডীয় সামরিক বাহিনী এক হাজার ২০০ সেনা মোতায়েন করেছে।

ভূমধ্যসাগরে ডুবে ৮০ অভিবাসীর মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ৯ মে : লিবিয়া থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার চেষ্টাকালে অতিরিক্ত বোঝাই নৌকাডুবিতে কমপক্ষে ৮০ অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে এএনএসএ সংবাদ সংস্থা খবরটি নিশ্চিত করেছে। এ ছাড়া ৪০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। এদের সবাইকে কোস্ট গার্ডের জাহাজ দিয়ে ইতালির রাগুস অঞ্চলের পজজালোর বন্দরে নেয়া হয়েছে।

উদ্ধার অভিবাসীরা জানিয়েছেন, কয়েক দিন আগে তারা লিবিয়া থেকে নৌকায় উঠেছিল। কিন্তু ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি লোক বোঝাই করে যাত্রা শুরু করায় নৌকাটি ডুবে যায়। রাগাসার পাবলিক প্রোসিকিউটর দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগেরেশন (আইওএম) জানিয়েছে, '২০১৭ সালের ১৯ মার্চ সময়ের মধ্যে ২০ হাজার ৪৮৪ জন অভিবাসী ইউরোপে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ গেছে ইতালিতে আর বাকিরা স্পেন এবং গ্রিসে।' সংস্থাটির রিপোর্টে বলা হয়, '২০১৬ সালের প্রথম ৭৬ দিনে অভিবাসী প্রবেশ করেছিল এক লাখ ৬০ হাজার ৩৩১ জন।

প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, ভূমধ্যসাগরে এ বছর মৃত্যু হয়েছে ৫২৫ জনের, ২০১৬ সালে একই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হয়েছিল ৫৫৩ জনের। উত্তর আফ্রিকার সাথে ইতালির সংযোগের ভূমধ্যসাগরের মধ্যাঞ্চলে ৪৮১ জন অভিবাসী নিখোঁজ হয়েছে চলতি বছর। গত বছর একই সময়ে ১৫৯ অভিবাসী পথ হারিয়েছিল।

আলজেরিয়ায় ফরাসি গণহত্যায় প্রাণ হারায় ৪৫ হাজার মানুষ

দেশ ডেস্ক, ৯ মে : ১৯৪৫ সালের ৮ মে জার্মানির আত্মসমর্পণে ইউরোপ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র বাহিনীর জয় দেখতে পাচ্ছিল সেই দিন আলজেরিয়াতেও এই বিজয় উদযাপন করতে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশুকে রাস্তায় নামিয়েছিল ফরাসি ঔপনিবেশিক শাসকেরা। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম প্রধান দেশ আলজেরিয়ায় দীর্ঘদিন থেকেই ফরাসি শোষণ নিয়ে ক্ষোভ জমে ছিল। যার ফলে অনেকেই ওই মিছিলে ফরাসিদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকে। একপর্যায়ে এ মিছিল রূপ নেয়া উপনিবেশের বিরোধী মিছিলে।

উত্তর আলজেরিয়ার সেতিফ শহরে প্রায় চার হাজার বিক্ষোভকারী স্বাধীনতার দাবিতে মিছিল করতে থাকে। বিভিন্ন সংগঠনও যোগ দেয় এ গণজোয়ারের সাথে। তাদের অনেকে হাতে 'আধিপত্যবাদের অবসান চাই', 'আমরা সমতা চাই' প্রভৃতি লেখা ব্যানার ফেস্টুন ছিল। সাল বায়েজিদ নামে ১৪ বছরের এক বালক একটি আলজেরীয় পতাকা নিয়ে যোগ দেয় সেই বিক্ষোভে। এই পতাকাই যেন হিংস্র করে তোলে ফরাসি শাসকদের। জেনারেল দাভালের নির্দেশে নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায় ফরাসি সৈন্যরা। বালক বায়েজিদসহ নিহত হয় কয়েক হাজার আলজেরীয় মুসলিম।

বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে আলজেরিয়ার বেশ কয়েকটি শহরে। ফরাসি বাহিনীও বিক্ষোভ দমনে কঠোর থেকে কঠোরতর পদক্ষেপ নেয়। বেশ কয়েকটি শহরে একযোগে বিমান ও স্থল হামলা চালায় ফ্রান্স। বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলীয় সেতিফ ও গুয়েলমায় তারা ছিল সবচেয়ে নৃশংস। ফ্রান্সের তৎকালীন অস্থায়ী সরকারের প্রধান জেনারেল দ্য গল তার বাহিনীকে নির্দেশ দেন সেতিফ ও গুয়েলমার আশপাশের এলাকার কৃষক ও সাধারণ গ্রামবাসীর ওপর গণহত্যা চালানোর। দ্রুততার সাথে ফরাসি সেনাবাহিনীর বর্বর গণহত্যায় চালিয়ে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

লাশের সারি এত দীর্ঘ হয়েছে যে, তাদের দাফন করা সম্ভব ছিল না। তাই গর্ত খুঁড়ে লাশ ফেলে মাটি চাপা দেয় ফরাসিরা। অনেক লাশ ফেলে দেয় পাশের গিরি খাদে। ২২ মে পর্যন্ত চলে ফরাসিদের এ নৃশংসতা। একপর্যায়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় আলজেরীয় স্বাধীনতাকামীরা। কিন্তু ততদিনে সেতিফ, গুয়েলমা, খেরাত্তা এলাকায় নারী, শিশুসহ ৪৫ হাজার আলজেরীয় নাগরিক শহীদ হয়। নিহত ১০২ জন ফরাসিও।

তবে সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণ করলেও স্বাধীনতার দাবি ছেড়ে দেয়নি আলজেরীয়রা। ৯ বছর পর ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে আবার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে তারা। ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা অর্জনের আগ পর্যন্ত হাল ছাড়েনি তারা। যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে ১৫ লাখ আলজেরীয়।

প্রতি বছর ৮ মে ১৯৪৫ সালের সেই হত্যাকাণ্ডের দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করে উত্তর আফ্রিকার মুসলিম প্রধান দেশটি। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আল জেরিয়ায় নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত হোবার্ট কলিন ডে ভারডিয়েরে ওই গণহত্যার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি এ ঘটনাকে 'অযৌক্তিক ট্র্যাজেডি' হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

সোমালিয়ায় শাবাবের সাথে সংঘর্ষে মার্কিন সেনা নিহত

দেশ ডেস্ক, ৭ মে : সোমালিয়ার উগ্রপন্থী আলশাবাবের একটি ছাউনিতে হামলার সময় যুক্তরাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ নেভি সিল ইউনিটের এক সেনা নিহত ও অপর দু'জন আহত হয়েছে। শুক্রবার এ কথা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা।

১৯৯৩ সালে 'ব্ল্যাকহক ডাউন' বিপর্যয়ের পর সম্ভবত এই প্রথম আফ্রিকার কোনো দেশে লড়াইয়ে মার্কিন সৈন্য নিহত হলো। ওই সময় সোমালি বিদ্রোহীরা রাজধানী মোগাদিসুতে যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারকে গুলি করে ফেলে দিয়েছিল। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ সৈন্য নিহত হয়েছিল। সে সময় মোগাদিসুর রাস্তায় রাস্তায় মার্কিন সেনাদের লাশ টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য প্রচারমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র সোমালিয়া থেকে সরে এলে দেশটিতে মার্কিন সামরিক হস্তেপের অবসান ঘটে।

সম্প্রতি সোমালিয়ায় আলকায়েদার সঙ্গে সম্পর্কিত আলশাবাবের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে ফের অনুমোদন দিয়েছে হোয়াইট হাউজ। প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প ওই অঞ্চলে তৎপরতা চালানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সম্পৃক্ততা আরো বাড়িয়ে তুলছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা কমান্ড জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ছোট আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে তাদের এক সৈন্য নিহত হয়। মোগাদিসুর প্রায় ৬০ কিলোমিটার পশ্চিমে বারি এলাকায় মার্কিন বাহিনী সোমালিয়ার সেনাবাহিনীকে একটি অভিযানে সহায়তা করার সময় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে তারা। নাম না প্রকাশ করার শর্তে যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নিহত সৈন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেভি সিল বাহিনীর সদস্য। আহতরা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর এই দুর্ধর্ষ ইউনিটের সদস্য কি না তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার হওয়া যায়নি।

এ ঘটনায় এক আমেরিকান-সোমালি দোভাষীও আহত হয় বলে জানিয়েছেন ওই কর্মকর্তা। তবে সোমালি কেউ আঘাত পায়নি বলে জানা গেছে। মোগাদিসুভিত্তিক একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, শাবেলি নদীর তীরবর্তী এলাকায় সোমালি স্পেশাল ফোর্সকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা আলশাবাবের এক কমান্ডারের খোঁজে গিয়েছিল।

তারা ওই এলাকায় দারুসালাম গ্রামে অভিযান শুরু করে। সেখানে আলশাবাবের আবদুর রহমান মোহাম্মদ ওয়ারসামি লুকিয়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। তিনি মাহাদ কারাতি নামেও পরিচিত। এ সময় গেরিলাদের পালটা আক্রমণে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। ওয়ারসামি আলশাবাবের উপপ্রধান এবং তার বিষয়ে তথ্যদাতার জন্য ৫০ লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপ। যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা তাদের একটি ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে আলশাবারের এক মুখপাত্র।

ভেনিজুয়েলায় শত শত নারীর মাদুরোবিরোধী বিক্ষোভ

দেশ ডেস্ক, ৮ মে : ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর শাসনের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন শত শত নারী। বিরোধীদলীয় এমপিদের নেতৃত্বে সাদা পোশাক পরা নারীরা রাজধানী কারাকাসে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। এই মিছিলে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা দমন-পীড়ন চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়। জাতিসঙ্ঘে নিযুক্ত মার্কিনদূত নিকি হ্যালে এই ঘটনাকে 'সহিংস দমন-পীড়ন' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কয়েক সপ্তাহের এই বিক্ষোভে অন্তত ৩৬ জন মারা গেছে এবং আরো কয়েক শ' লোক আহত হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এক বিবৃতিতে নিকি 'নিজ দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করার জন্য' মাদুরোকে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, মাদুরো তার দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এ দিকে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এইচআর ম্যাকমাস্টার শুক্রবার ভেনিজুয়েলার বিরোধী নিয়ন্ত্রিত গণপরিষদের সভাপতি জুলিও বোর্গেসের সাথে দেখা করেন। হোয়াইট হাউজের প্রেসসচিব স্যান স্পাইসার বলেন, এ সময় তারা ভেনিজুয়েলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং একটি অবাধ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। এর আগে ভালেন্সিয়া নগরীতে এক সহিংসতায় এক যুবক গুলিতে নিহত হয়। ভিডিওচিত্রে কারাকাসে একটি সাঁজোয়া যানকে বিক্ষোভকারীদের ওপর উঠিয়ে দিতে দেখা গেছে।

জাতীয় ঐক্যের ডাক দিলেন নবনির্বাচিত ফরাসি প্রেসিডেন্ট

দেশ ডেস্ক, ৯ মে : জাতীয় ও ইউরোপীয় ঐক্যের ডাক দিয়েছেন নবনির্বাচিত ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠতে চান নেপোলিয়ন-পরবর্তী যুগের কনিষ্ঠতম এই রাষ্ট্রপ্রধান। প্রাথমিক ফলাফলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামের সামনের সমাবেশে এই আহ্বান জানান তিনি।

বিভক্তির রাজনীতির বিপরীতে অবস্থান নেন ম্যাক্রোঁ। রোববার অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত দফার নির্বাচনে ম্যাক্রোঁ পেয়েছেন ৬৬.৬ শতাংশ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মেরিন লা পেন পেয়েছেন ৩৩.৯৪ শতাংশ ভোট। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ফ্রান্সের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনার আশ্বাস দিয়ে ম্যাক্রোঁ বলেন, 'আমি জনগণের আকাক্সা ও বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠতে চাই।'

দেশে বাম-ডান ধারার মধ্যে সম্পর্কের সেতু প্রতিষ্ঠা করতে চান ম্যাক্রোঁ। থামাতে চান দেশজুড়ে গড়ে ওঠা রণশীল-জাতীয়তার হুজুগ। অন্য অনেকের মতো তিনিও মনে করেন, ওই হুজুগের কারণেই মার্কিনিরা ডোনালড ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেছে নিয়েছে। ব্রিটিশরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ত্যাগের পক্ষে গেছে। বিভক্তির বিপরীতে ঐক্যের প্রশ্নে ম্যাক্রোঁ বলেন, 'আমি আপনাদের ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা, শঙ্কার কথা শুনেছি। যেসব শক্তি ফ্রান্সকে বিভক্ত করে পদানত করতে চায়, আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। আমি জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত করব। ইউরোপের ঐক্য নিশ্চিত করব। পুরো বিশ্ব আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।' ম্যাক্রোঁ আরো বলেন, 'গণতন্ত্রের বড় লড়াইয়ের পর ফ্রান্সের মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে নির্বাচিত করেছে। এটি অনেক সম্মানের। আজ রাতে আপনারা জিতেছেন, জিতেছে ফ্রান্স।'

নির্বাচনী প্রচারণায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সুসম্পর্কের মধ্য দিয়েই ফ্রান্সকে এগিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন ম্যাক্রোঁ। জনগণকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাসবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় কাজ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। বিজয়ী ভাষণে ম্যাক্রোঁ আরো বলেন, 'আমাদের সামর্থ্য, শক্তি এবং আন্তরিকতা রয়েছে। আর তা আমরা ভয়ের কাছে বিসর্জন দেবো না।'

উল্লেখ্য, ফ্রান্সের রাজনীতিতে বাম ও ডানপন্থী রাজনৈতিক প্রধান দু'টি ধারার বাইরে ১৯৫৮ সালের পর তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ম্যাক্রোঁর দলে কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকা সত্ত্বেও নতুন এক সরকার গঠন করবেন তিনি। আগামী জুনে দেশটিতে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওই নির্বাচনের মাধ্যমেই রাজনীতিতে নিজের অবস্থান শক্ত করার চেষ্টা করবেন তিনি। বিশ্লেষকদের মতে তরুণ ম্যাক্রোঁর ক্যারিশমাটিক ব্যক্তিত্ব আর উদার নীতি ভোটারদের মন জয়ে মূল ভূমিকা রেখেছে। একই সাথে ব্রেক্সিট ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে ফরাসি ভোটাররা কট্টরপন্থী মেরিন লা পেনের বিপরীতে ম্যাক্রোঁতে ভরসা করেছেন। ভূমিকা রেখেছে অভিবাসী ও ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গড়ার ইস ও। লা পেন বলেছিলেন, নির্বাচনে জিতলে ফ্রান্সকে ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে বের করে আনবেন তিনি। রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় করে তুলবেন। অন্য দিকে ইইউসহ অন্যান্য জোটে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্তি বজায় রাখার পক্ষে ছিলেন ম্যাক্রোঁ। ব্রেক্সিট ইস তে ব্রিটেনের সঙ্কট থেকে শিক্ষা নিয়ে শেষ বিচারে ফরাসি ভোটারার ম্যাক্রোঁর পইে রায় দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার প্রত্যাশাও ম্যাক্রোঁর জয়ে ভূমিকা রেখেছে। তিনি বেকারত্বের হার ৯ দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে নামিয়ে আনতে চান। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পাঁচ কোটি ৩০ লাখ ডলারের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট তহবিল গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। কমাতে চান করপোরেট কর। কর্মহীনতা, শ্লথ অর্থনীতি ও নিরাপত্তা শঙ্কায় জর্জরিত মানুষের মনে এসব প্রতিশ্রুতি আশার আলো দেখিয়েছে।

ম্যাক্রোঁকে বিশ্বনেতাদের অভিনন্দন

দেশ ডেস্ক, ৯ মে : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। দেশটিতে ৭ মে রোববার এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এ ভোট গ্রহণের আগে ইউরোপন্থী নেতা ম্যাক্রোঁ বা কট্টর জাতীয়তাবাদী নেতা মোরন লা পেন এ দু'জনের কাউকেই সমর্থন করেননি ট্রাম্প। তিনি টুইটারে এক বার্তায় ফ্রান্সের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'আমি তার সাথে কাজ করার অপেক্ষায় রয়েছি'। হোয়াইট হাউজ রোববার ম্যাক্রোঁ ও ফ্রান্সের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে। প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার পল রিয়ান টুইটার বার্তায় ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে অভিনন্দন জানান। হিলারি কিনটনও টুইটারে ম্যাক্রোঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ ছাড়াও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সে দ্বিতীয় দফার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এন মার্শ (অন দি মুভ) আন্দোলনের নেতা ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ৬৬.০৬ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। শতভাগ ভোট গণনার পর সোমবার ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কথা জানায়। দেশটিতে এ নির্বাচনে মোট দুই কোটি সাত লাখ ভোটার সাবেক অর্থমন্ত্রী ম্যাক্রোঁকে তাদের সমর্থন জানান। মন্ত্রণালয় জানায়, ম্যাক্রোঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতা মেরিন লা পেন ৩৩.৯৪ শতাংশ ভোট পান। নির্বাচনে মোট এক কোটি ছয় লাখ ভোটার কট্টর জাতীয়তাবাদী এ নেতাকে তাদের সমর্থন জানান। নির্বাচনে ভোট ৭৪.৬২ শতাংশ ভোট পড়ে। এ দিকে ৬.৩৩ শতাংশ ভোটার এ দুই প্রার্থীর কাউকে ভোট না দিয়ে তারা সাদা ব্যালট জমা দেন। আবার ২.২৪ শতাংশ ব্যালট বাতিল করা হয়। রোববার ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হয়। আগামী সপ্তাহে নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতে পারে বলে ধারণা করা যাচ্ছে।

তাঞ্জানিয়ায় স্কুলবাস দুর্ঘটনায় নিহত ৩৫

দেশ ডেস্ক, ৮ মে : তাঞ্জানিয়ার উত্তরাঞ্চলে স্কুলবাস দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৩৫ জন নিহত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই স্কুলশিশু। এ ছাড়া এদের মধ্যে দুইজন শিক্ষক ও বাসটির চালকও রয়েছে। দেশটির কর্মকর্তারা এ কথা জানান। স্থানীয় সময় শনিবার সকালে আরুশা এলাকায় ওই দুর্ঘটনায় ৩২ জন স্কুলশিশু, দুই শিক ও বাসটির চালক নিহত হন বলে জানিয়েছেন উর্ধ্বতন এক পুলিশ কর্মকর্তা।

বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কারাতু শহরের কাছের একটি খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আরুশার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আরেকটি স্কুলে মৌখিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিশুদের বয়স ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আরুশার পুলিশ কমিশনার চার্লস মকুবো টেলিফোনে জানিয়েছেন, 'বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। যান্ত্রিক সমস্যার কারণে না চালকের ভুলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখছি আমরা।' মকুবো আরো জানান, পরীক্ষার সিট পড়ায় লাকি ভিনসেন্ট স্কুলের এই শিার্থীরা অপর একটি স্কুলে যাচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট জন মাগুফুলি একে একটি 'জাতীয় ট্র্যাজেডি' হিসেবে উল্লেখ করেন।

ভিয়েতনামে বাস-ট্রাক সংঘর্ষ

এ দিকে ভিয়েতনামের মধ্যাঞ্চলের গিয়া লাই প্রদেশে রোববার সকালে বাস ও ট্রাক্টর ট্রেইলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই অন্তত ১০ জন নিহত ও আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। প্রাদেশিক ট্রাফিক পুলিশ ব্যুরো জানায়, হো চি মিন রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ সময় বাসটিতে ৩৬ আরোহী ছিল। ট্রাক্টর ট্রেইলারে করে এর চালক ও তার সহকারী সার নিয়ে যাচ্ছিল। সংঘর্ষে দু'টি গাড়িরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। এতে চালক ও যাত্রীরা গাড়ির ভেতরে আটকা পড়ে।

হাফিংটনপোস্টের বিশ্লেষণ

কঠিন হবে ম্যাক্রোঁর সামনের দিনগুলো

দেশ ডেস্ক, ৯ মে : গত রোববারের চূড়ান্ত দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উগ্রডান প্রার্থী মেরিন লা পেনকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে ফ্রান্সের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন স্বতন্ত্রপ্রার্থী ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তিনি ৬৬.১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন, যা তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রায় দ্বিগুণ। এটি ফ্রান্সের জনগণের কণ্ঠস্বর হওয়ার ব্যাপারে লা পেনের দাবির প্রতি ফরাসিদের অনাস্থার প্রকাশ।

নির্বাচনের আগে পারিচালিত সবগুলো জনমত জরিপে ম্যাক্রোঁ প্রতিদ্বন্দ্বী লা পেনের চেয়ে অন্তত ২০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। তার কট্টরপন্থা বিরোধিতা ছিল ফ্রান্সজুড়েই। এই নেত্রী প্রেসিডেন্ট হলে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে, এমন আশঙ্কাও ছিল।

ম্যাক্রোঁর বড় জয়ে লা পেনের জনরঞ্জনবাদ বাধাগ্রস্ত হলো এবং প্রমাণিত হলো তার সাথে ক্ষমতার দূরত্ব অনেক। এই ফলাফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর থেকেও চাপ কমলো। লা পেন নির্বাচিত হলে ফ্রান্সের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগের বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হতো দেশটিতে। ইইউ নেতার শুরু থেকেই বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে ছিল। কিন্তু ম্যাক্রোঁর বিশাল জয় লা পেন ও তার ন্যাশনাল ফ্রন্টের সেই অঙ্গীকারের মৃত ঘেণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। তবে তার প্রাপ্ত ৩৫ শতাংশ ভোট দেশটির ডানপন্থী রাজনীতির ইতিহাসে সর্বোচ্চ এবং সাম্প্রতিক অতীতে যা কল্পনাও করা যায়নি। ম্যাক্রোঁ যদি তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংস্কার ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে না পারেন, পরবর্তী নির্বাচনে লা পেন সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবেন বলে মনে হচ্ছে।

৩৯ বছর বয়সী ম্যাক্রোঁ আগে কখনো নির্বাচনও করেননি। দেশ চালাতে গিয়ে তাকে এখন ফ্রান্সের ঝিমিয়ে পড়া অর্থনীতি, নিরাপত্তা সমস্যা ও রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত দেশকে নিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। আর তার সবচেয়ে বড় আসন্ন চ্যালেঞ্জ হলো দুই মাসেরও কম সময়ের মধ্যে পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া। আগামী জুনের নির্বাচনে তার দল এন মার্চকে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে অন্তত ২৮৯ আসন পেতে হবে (মোট আসন ৫৭৭)। অন্যথায় তাকে মুখোমুখি হতে হবে নানামুখী বাধার এবং ফ্রান্স পাবে একজন ক্ষমতাহীন প্রেসিডেন্ট।

তেমনটি হলে ম্যাক্রোঁকে বিরোধীদলীয় প্রধানমন্ত্রী নিয়ে দেশ চালাতে হতে পারে, যে প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা থাকবে প্রেসিডেন্টের সংস্কার পরিকল্পনায় বাগড়া দেয়ার। ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ অবশ্য পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন এবং ইতোমধ্যেই তার দলের সদস্যপদ লাভের জন্য ১৪ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। অন্য দিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এমপি পেতে তিনি অন্য কোনো দলের সাথে জোটবদ্ধভাবেও পার্লামেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন।

তার সংস্কার প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে সরকারি আমলাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদানের পরিবর্তন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য একজন যৌথ অর্থমন্ত্রী নিয়োগ ও সংস্থাটি পরিচালনায় জার্মানির সাথে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করা। ইউরোপপন্থী কর্মকর্তারা মনে করেন, ব্রেক্সিট ও উদ্বাস্তু সঙ্কটের কারণে সংস্থাটির কাঠামো ও পরিচালনায় যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছে, তা কাটিয়ে উঠে এটি আবার পুনরুজ্জীবিত হবে।

সাপ্তাহিক দেশ'র সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড

'রিয়া' মোস্ট রিলায়েবল মানি ট্রান্সফার কোম্পানী

ওয়ার্ফে সাপ্তাহিক দেশ কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ রিয়া মানি ট্রান্সফারের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মারসেলা গনজালেজ এর হাতে এই সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

অ্যাওয়ার্ড গ্রহণকালে রিয়া মানি ট্রান্সফারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অপারেশন ডাইরেক্টর ইসাবেল করটিস, মার্কেটিং অ্যান্ড নিউ প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ভিক্টর সালামানকা, সাউথ এশিয়ান মার্কেটের বিজনেস ডেভোলাপমেন্ট ডাইরেক্টর সোহাইল শামসি, সাউথ এশিয়া বিজনেস ডেভোলাপমেন্ট ম্যানেজার তানভির আলম তিমন, মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ সার্জিও ফেলডম্যান, সিনিয়র মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ইয়েসহি টেনগুর।

অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তরের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রিয়া মানি ট্রান্সফারের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মারসেলা গনজালেজ বলেন, বৃটেনের শীর্ষস্থানীয় বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক দেশ-এর কাছ থেকে এই অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি আমাদের জন্য গর্বের ও সম্মানের। বৃটেনে ৫ লাখেরও বেশি বাংলাদেশী বসবাস করেন। তাঁদের প্রত্যেকেই কমবেশি নিজেদের আত্মীয় স্বজনের কাছে টাকা প্রেরণ করে থাকেন। তাদের সেবায় রিয়া মানি ট্রান্সফার সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুততম সময়ে টাকা প্রেরণের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। তিনি বলেন, বৃটেনজুড়ে রয়েছে আমাদের দুই হাজারেরও বেশি অ্যাজেন্ট অফিস। রয়েছে ৯টি নিজস্ব অফিস। অতি সম্প্রতি আমরা বাঙালি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসের হোয়াইটচ্যাপেল রোডে ৯ম অফিসটি উদ্বোধন করেছি। আমরা চাই বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য আমাদের সার্ভিস আরো সহজলভ্য হোক। বৃটিশ-বাংলাদেশীরা দেশে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে যাতে কোনো ভোগান্তির শিকার না হন। তিনি বলেন, রিয়া একটি আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় ক্যালেফোর্নিয়ায় এবং বিশ্বের ১৪৬টি দেশে তার কার্যক্রম বিস্তৃত। গত বছর আমরা ঢাকায় নিজস্ব অফিস উদ্বোধন করেছি। সুতরাং বৃটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটির কাছে রিয়া হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ মানি ট্রান্সফার মাধ্যম।

তিনি রিয়া মানি ট্রান্সফারকে মোস্ট রিলায়েবল মানি ট্রান্সফার কোম্পানী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করায় সাপ্তাহিক দেশ'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এই অ্যাওয়ার্ড বৃটিশ-বাংলাদেশী কমিউনিটিতে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি ও ব্যবসা প্রসারে ভুমিকা রাখবে। তিনি বলেন, রিয়া মানি ট্রান্সফারের গ্রাহকেরা হচ্ছেন অভিবাসী কমিউনিটি। তাই এটি পরিচালিতও হয় অভিবাসী জনশক্তি দ্বারা। যাতে তারা অভিবাসীদের সুবিধা-অসুবিধা ভালোভাবে বুঝতে পারেন। প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ যাতে স্বজনের কাছে যথাসময়ে দ্রুততার সাথে পৌঁছানো উচিত তা যেনো তারা উপলব্ধি করতে পারেন।

সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ রেমিট্যান্স ওয়ার্লডে রিয়া মানি ট্রান্সফার কোম্পানী নির্ভরযোগ্য সেবা প্রদান করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশের সাথে একটি সেতুবন্ধন রচনার আহবান জানান।

শুরুতে তানভির আলম তিমন 'রিয়া' টিমকে পরিচয় করিয়ে দেন। এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটি রিয়ার সার্ভিস পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁরা দিনদিন বাংলাদেশী কমিউনিটির জন্য তাঁদের সার্ভিস আরো সম্প্রসারিত করবেন। উল্লেখ্য, মধ্যাহ্নভোজের মাধ্যমে অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করা থেকে বিরত থাকতে হবে

প্রেস ক্লাব গত ৩ মে বুধবার ওয়ার্হ্ব প্রেস ফ্রিডম ডে বা বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালন করেছে।

পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপল রোডস্থ আইডিয়া স্টোরে অনুষ্ঠিত এই মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সাপ্তাহিক জনমত এর প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা। প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, চ্যানেল এস এর সিনিয়র রিপোর্টার মোহাম্মদ জুবায়ের সঞ্চালনায় ও স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা সভার শুরুতেই মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লন্ডনের একটি স্থানীয় সরকারে কমিউনিকেশনস' এডভাইজার হিসেবে কর্মরত, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি মাহবুব রহমান।

মূল প্রবন্ধে বিশ্ব মু'ক্ত গণমাধ্যম দিবসের তা্পর্য তুলে ধরার পাশাপাশি রিপোর্টার উইদাউট বোর্ডার এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারশ্যানাল এর সাম্প্রতিক দুম্বটি প্রতিবেদনের আলোকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়, একটা দেশের মানুষ কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করছে, তা যদি কেউ পরিমাপ করতে চায়, তবে সেই দেশের গণমাধ্যম কতটুকু স্বাধীনভাবে কাজ করছে, তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করা থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। একই সাথে গণমাধ্যমকে নৈতিকতা বিবর্জিত সাংবাদিকতার চর্চা বন্ধ করতে হবে।

এরপর মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন, যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার নাদিম কাদির, সাবেক প্রেস মিনিস্টার আবু মুসা হাসান, সাংবাদিক বুলবুল হাসান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রেসক্লাবের সদ্য সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক জনমত সম্পাদক নবাব উদ্দিন, প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাসন, চ্যানেল এস-এর সিনিয়র নিউজকাস্টার ডাঞ্জ জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার, প্রবীণ সাংবাদিক ইসহাক কাজল, ইক্বরা টিভির উর্ধতন কর্মকর্তা হাসান হাফিজুর রহমান পলক, চ্যানেল ২৪ এর যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি আশিক মাহমুদ, চ্যানেল এস এর নিউজকাস্টার তৌহিদ শাকিল, বাংলা টিভির সিনিয়র নিউজকাস্টার রুপি আমিন, সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট এর সম্পাদক ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী প্রমুখ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার নাদিম কাদের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মিডিয়াগুলো এখন যে স্বাধীনতা ভোগ করছে তা অতীতে কখনোই ছিলো না। মিডিয়ার প্রসারে ও উন্নয়নে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় সচেষ্ট। মিডিয়ার জন্য, সাংবাদিকদের জন্য তিনি যা করছেন, তা আর কেউ কখনো করেনি। তিনি অবাধ মুক্ত ও নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যমের সবচেয়ে বড় পৃষ্টপোষক।

অন্যান্য আলোচক বাংলাদেশে সাংবাদিকরা, সরকারের সমালোচকরা, ভিন্নমত পোষনকারীরা মত প্রকাশের ক্ষেত্রে সন্ত্রস্ত থাকেন বলে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, সরকার ও সরকার দলীয় চাপ, নির্যাতন নিপীড়নের কারণে মত প্রকাশের স্বাধীনতা আজ দারুনভাবে সংকোচিত হয়েছে।

কয়েক জন বক্তা বিলাতে সাংবাদিকতা করতে গিয়েও নানা ধরনের চাপ ও হয়রানীর শিকার হতে হন বলে উল্লেখ করেন।

যুক্তরাজ্য প্রবাসী সাংবাদিক ও মিডিয়া কর্মীদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই আলোচনা সভায় প্রায় ৬০ জন সদস্য যোগ দেন। এই সভা আয়োজনে সহযোগিতা করে আইডিয়া স্টোর হোয়াইটচ্যাপল। সভায় প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির এম এ কাইয়ূম, ইব্রাহিম খলিল, ইমরান আহমেদ, তওহিদ আহমদ, সালেহ আহমেদ সার্বিক আয়োজনে সহযোগিতা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লিপির কষ্ট লাঘব হলো

আব্দুল মোমিন, মানিকগঞ্জ

সবেমাত্র কলেজে পা রেখেছেন লিপি। বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে দিন কাটছিল আনন্দেই। কিন্তু প্রকৃতির কী নিয়ম! একদিন হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন বাবা। একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি না থাকায় পরিবারে নেমে এল হতাশা। অর্থকষ্টে দিনাতিপাত করা যখন কষ্টসাধ্য, তখন লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া লিপির জন্য দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

না, তবু হাল ছাড়েননি তিনি। আত্মবিশ্বাস আর পরিশ্রম তাঁকে এনে দিয়েছে সাফল্য। একসময় নিজেই দিয়ে বসেন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পেয়েছে স্বর্ণপদক। পড়াশোনায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও সম্পন্ন করেছেন। জীবনসংগ্রামে জয়ী তুরুণী হলো লিপি। পুরো নাম ফারহানা আফরোজ।

দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে লিপি সেজ। বাবার রেখে যাওয়া কিছু টাকাপয়সা ছিল। তা দিয়ে বোনের বিয়ে দেওয়া হয়। বড় ভাই আলাদা হয়ে যান। প্রাইভেট পড়িয়ে কোনোরকমে চালিয়ে যান নিজের পড়াশোনা। কিন্তু সংসার আর ছোট ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ চলবে কীভাবে? মাথায় চিন্তা এল, কিছু একটা করা দরকার। সিদ্ধান্ত নিলেন, জামা সেলাইয়ের কাজ নেবেন। একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় (এনজিও) সেলাইয়ের কাজও নিলেন। কিন্তু ঈদ কিংবা পূজার উৎসবের আগে তিন মাস ছাড়া বাকি সময় কাজ থাকে না। এতে তো সংসার চলবে না। আবারও পড়ে গেলেন দুশ্চিন্তায়। অবশেষে তাঁর এক আত্মীয়ের মাধ্যমে কাজ নিলেন দরজির দোকানে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে যান পড়াশোনা। মানিকগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ থেকে সম্পন্ন করেন স্নাতক।

২০০৬ সালের কথা। একদিন মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌর সুপার মার্কেটে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেখতে পান। সে সময় ছোট্ট এই জেলা শহরে দু-একটি এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। ওই কেন্দ্রে দুজন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। কথা হলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মালিক রিপন মাহমুদের সঙ্গে। রিপনের বাড়ি তাঁদের পাশের গ্রামেই। কথা বলতে বলতে কম্পিউটার শেখার আগ্রহের কথা জানালেন লিপি। সবকিছু জানার পর টাকা ছাড়াই কম্পিউটার শেখানোর কথা বললেন রিপন। বাড়ি ফিরে লিপি মা রোকেয়া আনোয়ারকে জানালেন ইচ্ছার কথা। মা আর না করলেন না। শেষমেশ শুরু করলেন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। সেলাই কাজ আর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ একই সঙ্গে চলতে থাকল। এভাবে ছয় মাস না যেতেই মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ফটোশপ, এক্সেলসহ কম্পিউটারের আরও কয়েকটি প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার সম্পর্কে ভালো ধারণা হলো।

একসময় রিপন জানালেন, নানা কাজে তাঁর বাইরে থাকতে হয়। খুব একটা সময় দিতে পারেন না। তা ছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একজন প্রশিক্ষকেরও প্রয়োজন দেখা দিল। লিপি আর 'না' করলেন না। এবার সুযোগ হলো প্রশিক্ষণ দেওয়ার। বিনিময়ে মাসে দুই হাজার টাকারও বন্দোবস্ত হলো। বাদ দিলেন সেলাইয়ের কাজ। আরও ছয় মাস পার হলো। তিন হাজার টাকা হলো তাঁর বেতন। এভাবে প্রশিক্ষকের কাজে দুই বছর কেটে গেল। একদিন ভাবলেন, নিজেই একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিলে কেমন হয়। একদিন বড় ভাইয়ের কাছে পরামর্শ নিলেন। বোনের ইচ্ছার কথা জানার পর বড় ভাই একটি কম্পিউটার কিনে দেওয়ার কথা জানালেন। কিন্তু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দিতে গেলে তো শুধু কম্পিউটার হলেই হবে না! এর জন্য চাই ঘর ও প্রয়োজনীয় আসবাব। গেলেন পৌর মার্কেটের বণিক সমিতির সভাপতি গোলাম কিবরিয়ার কাছে। ইতিমধ্যে একই মার্কেটে প্রশিক্ষণের কাজ করায় আগে থেকেই লিপির সম্পর্কে জানতেন তিনি। শেষমেশ তিনি জামানতের অগ্রিম টাকা ছাড়াই মাসে এক হাজার টাকায় দোকান ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এরপর একটি কম্পিউটার নিয়ে শুরু হলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম। সেটা ২০০৯ সালের মার্চ মাসের কথা। এসএসসি পরীক্ষা শেষ করেছে এমন দুজন প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হলো। শুরু হলো লিপির নতুন করে স্বপ্ন দেখার। তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির নাম দিলেন 'লিপি কম্পিউটার সেন্টার'। শুরুতে মার্কেটের আশপাশের ব্যবসায়ীরা বিষয়টি খুব একটা ভালো চোখে দেখতেন না। এতে তিনি বিচলিত হননি। এক মাস দুই মাস–এভাবে বাড়তে থাকল প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা। তবে পড়ালেখা ছাড়েননি তিনি। এরই মাঝে মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে ফেললেন। মাঝে বিয়েও করেন। তাঁকে সহযোগিতা করছেন স্বামী পাভেল রহমান। এখন তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৫টি কম্পিউটার, রয়েছে ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী। মার্কেটের ব্যবসায়ীরা সবাই এখন তাঁকে সম্মান করেন। 'লিপি আপা' বলে ডাকেন সবাই। তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন পেশায় কম্পিউটার বিভাগে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১১ সালে ২৮ অক্টোবর ঢাকায় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ভবনে 'ওয়ার্ী আইসিটি গোfl মেডেল অ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিভাগের শতাধিক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিশেষ অবদানের কারণে লিপি কম্পিউটার সেন্টার প্রথম হওয়ায় ওই অনুষ্ঠানে তাঁকে স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। ২০১৫ সালে ওয়ার্fl ইনফরমেশন টেকনোলজি ফাউন্ডেশন তাঁকে 'আইসিটি শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা'র সম্মাননা স্মারক হিসেবে ক্রেস্ট ও স্বর্ণপদক দেয়।

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ একটি জুরুরি বিষয়। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রযুক্তি পৌঁছে যাচ্ছে। গরিব ও মেধাবীদের বিনা খরচে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণসহ শিশুদের জন্য একটি কম্পিউটার স্কুল প্রতিষ্ঠা করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানালেন লিপি। লিপি বললেন, জীবনে বাধা-বিপত্তি আর ঘাত-প্রতিঘাত আসতেই পারে। তবে সেই ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা করে এগিয়ে চলাই জীবন। কষ্টের মাঝে কোনো কিছু পাওয়ার আনন্দটাই বেশি।

বই নিয়ে
'ব্যথারে মোর মধুর করি'

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইব্রাহীম

লেখিকা প্রতিমা পাল মজুমদার বইটি লিখেছেন তার বড় ছেলে অনিন্দ্য মজুমদারের (বাপ্পু) অকাল মৃত্যুর অসহ্য শোককে ছেলের স্মৃতিকথায় রূপ দেবার মাধ্যমে কিছুটা সহ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে। বইয়ের নামকরণে (ব্যথারে মধুর করি) সে কথা তিনি যেমন বলে দিয়েছেন, বইয়ের প্রতিটি ছত্রে যখন যে বিষয়ই আসুক না কেন তার সেই চাপা দেওয়া দীর্ঘশ্বাসটি একেবারে চাপা থাকেনি। তবে সেই চেষ্টার মধ্যে তিনি একটি অসাধারণ কাজ করেছেন। মাত্র উঠতি-তারুণ্যে নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া আত্মজের অদ্ভুত প্রাণবন্ত ও সার্থক জীবনকে তুলে আনতে গিয়ে তিনি হয়তো নিজের অজান্তেই আমাদের লেখালেখির জগতে একটি চমকপ্রদ ধারার দিশারী হয়েছেন। সেখানে ছেলের ও নিজের মনন একাকার হয়ে যায়, মনে হয় আসলে আমরা এখানে যেন লেখিকার নিজের আত্মজীবনীরই সব থেকে গহীন কুঠুরিতে প্রবেশ লাভ করেছি; আত্মজ-জীবনীকে তিনি পরিণত করেছেন আত্ম-অনুসন্ধানে।

বাপ্পু মাত্র ৩১ বছর বয়সে ক্যানসারে মারা গিয়েছে, কিন্তু এই অল্প কিছু বছরের মধ্যেও নিজের চিন্তার স্বকীয়তা, জানার উৎসাহের ব্যাপ্তি, অল্প বয়সে গুরুদায়িত্ব আনন্দের সঙ্গে নিজের ওপর তুলে নিয়ে তাতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ ও সার্থকতা অর্জন এবং সর্বোপরি বাঁচার মত বেঁচে সবাইকে নিয়ে জীবনের সৌন্দর্যকে উপভোগ করার যে সক্ষমতা দেখিয়েছে এই বইয়ে তার চমৎকার সব পরিচয় রয়েছে। লেখিকা নিজে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ সবের অনেক কিছুর অতি অন্তরঙ্গ সাথী। তাই তার লেখনীতে ছেলের জীবনের এক একটি দিকের বর্ণনা আছে, বিশ্লেষণও আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি আছে তার ভেতর-বাহির বুঝতে পারার একটি আশ্চর্য ক্ষমতা। এই বইয়ে অবশ্য এ কাজটি তিনি একা করেননি। বাপ্পুর অতি ঘনিষ্ঠ আরো কয়েকজনের প্রচুর উদ্ধৃতি এখানে রয়েছে যেগুলো ৩১ বছরের এই জীবনটিকে বুঝতে খুবই সহায়ক হয়েছে। আসলে ওদের কেউ কেউ শুধু নিজেরাই বইটি লিখতে পারতেন– বিশেষ করে বাপ্পুর বড় মামা অথবা তার মাসী; যারা বাপ্পুর বেড়ে ওঠা ও পু"ত হওয়াটি খুব হৃদয়ের সঙ্গে দেখতে পেয়েছেন। এটি যদি তারা লিখতেন তাহলে হয়তো আমরা মাত্র তিন দশকের আলোক চমকানো একটি জীবন-আলেখ্য পেতাম কিন্তু 'ব্যথারে মধুর করি' নামের এই সৃষ্টি কর্মটি পেতাম না।

ফিরে দেখা: প্রাপ্তির খাতাটি পূর্ণ হলো কতটুকু

শেষ হলো আরো একটি বছর ২০১৬। বছরটি নারীদের জন্য ভালোর চেয়ে মন্দই ছিল বেশি। বছরজুড়েই নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বখাটেদের অত্যাচারে মারা গেছে, পঙ্গু হয়েছে অনেক মেধাবী তরুণী। তারপরও বছরশেষে ফিরে দেখা প্রাপ্তির খাতাটি পূর্ণ হলো কতটুকু

গ্রন্থনা : বদরুন নিসা নিপা

চলে গেলেন যারা

না ফেরার দেশে নূরজাহান বেগম

২৩ মে ২০১৬ না ফেরার দেশে চলে গেলেন নারী সাংবাদিকতার পথিকৃৎ নূরজাহান বেগম।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এক কিংবদন্তি। মেয়েদের শিক্ষার পথ, আলোর পথ দেখানোর আলোকবর্তিকা হিসেবে যে ক'জন নারীর অশেষ অবদান রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম বেগম পত্রিকার সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম। 'বেগম' উপমহাদেশের প্রথম বাংলা ভাষায় প্রকাশিত নারী ম্যাগাজিন। তিনি বেগম পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আজীবন।

নূরজাহান বেগমের জন্ম ১৯২৫ সালের ৪ জুন। পিতা মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা 'সাওগাত' পত্রিকার। মাতা ফাতেমা খাতুন। ১৯৪৬ সালের লেডি ব্রাবন কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে প্রথিতযশা সাংবাদিক রোকনুজ্জামান খানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দুই মেয়ে ফ্লোরা নাসরিন ও রিনা ইয়াসমিন। তিনি অনেক সম্মাননা পদক অর্জন করেছেন। যার মধ্যে আছে ২০১১ সালের সাংবাদিকতায় একুশে পদক। রোকেয়া পদক, নগর পদক ২০০৪। অনন্যা সাহিত্য পুরস্কারসহ অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা।

অধ্যাপিকা খালেদা একরাম

অধ্যাপক খালেদা একরাম ২৩ মে রাত ৩টার দিকে ব্যাংককের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক খালেদা একরামকে ২০১৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে বুয়েটের উপাচার্যের দায়িত্ব দেয়া হয়। বুয়েটের প্রথম নারী ভাইস চ্যান্সেলর খালেদা একরাম গ্র্যাজুয়েশন করেন বুয়েট থেকেই। তিনি কর্মজীবনও শুরু করেন বুয়েটে।

রোকেয়া পদক ২০১৬

২০১৬ সালের রোকেয়া পদক পান দুইজন নারী। তারা হলেন– সমাজকর্মী অ্যারোমা দত্ত ও শিক্ষিকা বেগম নূরজাহান। নারী জাগরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তারা এ পদক পান। অ্যারোমা দত্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী জাগরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছেন। বর্তমানে আছেন বেসরকারি সংস্থা প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক পদে। পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার নূরজাহান বেগম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা সেলাই করেন। দুই দফা জাতীয় মহিলা সংস্থার কুষ্টিয়া জেলা শাখার নেতৃত্ব দেন তিনি।

রিশা এখন শুধুই ছবি

ঢাকার উইলস লিটল স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী রিশা প্রাণ দিয়েছে বখাটেদের হামলায়।

২৫ অক্টোবর গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মুন্নী আক্তারকে শ্বাস রোধ করে হত্যা করে এক বখাটে। মুন্নীর অপরাধ সে বখাটের প্রেমের প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডালিয়া আক্তার বখাটেদের উত্ত্যক্তের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করে।

ঘাতকের গুলিতে প্রাণ গেল মিতুর

পুলিশ কর্মকর্তা বাবুল আক্তারের স্ত্রী মাহমুদা আক্তার মিতুকে চট্টগ্রামে বাসার কাছে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ৫ জুন সকাল ৭টার দিকে নগরের জিইসি মোড়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। ছেলেকে স্কুলের বাসে তুলে দিতে যাওয়ার সময় মাহমুদাকে ছুরিকাঘাত ও গুলি করে হত্যা করে মোটরসাইকেলে আসা তিন দুর্বৃত্ত। মিতু ও বাবুল দম্পতির এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের সাত ও মেয়ের চার বছর।

তনু হত্যার বিচার হয়নি

সোহাগী জাহান তনু, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের ইতিহাস বিভাগের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। ২০ মার্চ বিকেলে টিউশনি করতে গিয়েছিল তনু। প্রতিদিনের মতো টিউশনিতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি সে। ফিরে এসেছে তার ক্ষতবিক্ষত লাশ। কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকায় তনুকে ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনা ধামচাপা দেয়ার অভিযোগ তুলে কুমিল্লা ও রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন সংগঠন বিক্ষোভ করে। তনুর বাবা কুমিল্লা সেনানিবাস বোর্ডের একজন বেসরকারি কর্মচারী।

প্রাণে বেঁচে আছে খাদিজা

প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় চাপাতির কোপে গুরুতর আহত সিলেটের কলেজছাত্রী খাদিজা বেগম নার্গিস। ৩ অক্টোবর খাদিজা কলেজে গিয়েছিল পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে হামলার শিকার হয় বখাটে বদরুলের। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বদরুল তাকে নির্মমভাবে কোপায়। তাকে উদ্ধার করে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে নেয়া হয়। সিলেট থেকে পরে তাকে আনা হয় রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে। আইসিইউতে বেশ কয়েক দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে হয়েছে তাকে। চিকিৎসা শেষে স্মৃতি ফিরে পেয়েছে, তবে এখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি।

এশিয়ার শীষ আটে অনূর্ধ্ব ১৬ মহিলা

এএফসি অনূর্ধ্ব-১৬ মহিলা দল ৫ ম্যাচে ২৬ গোল করে অপরাজিত থেকে শেষ করেছে বাছাই পর্বের খেলা। এ পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলাদেশ এখন এশিয়ায় শীর্ষ ৮ দলের একটি। এ প্রাপ্তি আমাদের যেমন গর্বিত করেছে তেমনি বাড়িয়ে দিয়েছে প্রত্যাশা।

এসএ গেমসে মাবিয়ার স্বর্ণ জয়

গৌহাটি শিলং গেমসে ভারোত্তোলনে ৬৩ কেজি ওজন শ্রেণীতে প্রথম স্বর্ণপদক এনে দেন মাবিয়া। এর আগে কমনওয়েলথ ও এশিয়ান ভারোত্তোলনে চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জিতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছিলেন মাবিয়া আক্তার সীমান্ত। ইনজুরি থাকা সত্ত্বেও আত্মবিশ্বাসের জোরেই জিতেছেন স্বর্ণপদক।

বিজয়ী মঞ্চে উঠে অঝোরে কাঁদছিলেন মাবিয়া আক্তার সীমান্ত। পরে গণমাধ্যমে কান্নার কারণ ব্যাখ্যা করেন মাবিয়া– 'আমার জন্য জাতীয় সঙ্গীত বেজেছে, জাতীয় পতাকা উড়েছে। দেশকে এমন উপলক্ষ এনে দিতে পেরেছি, সে জন্যই কান্না, আবেগ ধরে রাখতে পারিনি।'

এসএ গেমসে আরেক স্বর্ণজয়ী মাহফুজা খাতুন

এসএ গেমসের সাঁতার ডিসিপ্লিনের ১০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোকে সেরা হয়ে দেশকে স্বর্ণপদক এনে দেন শিলা। এক মিনিট ১৭.৯০ সেকেন্ড সময় নিয়ে তিনি পাকিস্তানের লিয়ান্না ক্যাথরিন সোয়ানকে পেছনে ফেলে সোনা জেতেন। স্বর্ণপদক জয়ের পর শিলা বলেন, 'আমি খুব খুশি দেশকে স্বর্ণ এনে দিতে পেরে। আগামীকাল আমার প্রিয় ইভেন্ট ৫০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক। সবার কাছে দোয়া চাই।'

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইকবাল আহমদ চৌধুরী সংবর্ধিত

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরীকে সংবর্ধণা প্রদান করেছে ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে।

গত ৮ মে সোমবার ব্রিকলেনের সোনারগাঁও রেষ্টুরেন্টে সংগঠনের চেয়ারম্যান মাহমাদুর রশীদের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মিছবাহ জামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পলি রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট'র এক্সিকিউটিভ মেম্বার ড. ওয়ালি তছর উদ্দিন এমবিই।

তিনি বলেন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট এখন বাংলাদেশের একটি বিশেষ চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান। এতে প্রবাসীরা ২০০৬ সাল থেকে সম্পৃক্ত থেকে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছেন। আশা করি আগামীতেও তা অব্যাহত রাখবেন।

সংবর্ধিত অতিথি এডভোকেট ইকবাল আহমদ চৌধুরী বলেন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার এ মালিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ পর্যন্ত ইউকে প্রবাসীরা মরহুম ইয়াকুব সাহেবের ১ কোটি টাকাসহ প্রায় ৩ কোটি টাকা অনুদান দিয়ে ডোনার হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হয়েছেন। তা যেন অব্যাহত থাকে, কেননা ইউকে প্রবাসীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন দুর্যোগের সময়সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে অবদান রেখে চলেছেন তা অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, অতি সম্প্রতি এনজিওগ্রাম মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বাইপাস অপারেশন-এর জন্য অপারেশন থিয়েটার স্থাপনের প্রচেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যেও পুনরুল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ভাইস চেয়ারম্যান মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, এম এ মতিন, আশিক চৌধুরী, ট্রেজারার আবদাল মিয়া, আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী, এ আর খান, মানিক মিয়া, মহিব চৌধুরী, ফারুক আহমদ চৌধুরী, একাউন্টটেন্ট নাসির আলী শাহ, কাউন্সিলার জাহাঙ্গীর হক, এম এ কাইয়ুম, এখলাছুর রহমান আলী, আঙ্গুর আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবদুল মুমিন, শামসুল হোসেন, জাহিরুর রহমান, শাহ আবদুল মালিক আজাদ, সাংবাদিক রহমত আলী, সৈয়দ জহিরুল হক, আমিনুল হক জিলু, এমএ মতলিব, মেহের বখ্স, মোঃ আমান উদ্দিন, 'সাপ্তাহিক দেশ' সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি মুহাম্মদ আবদুস সোবহান, আবুল কালাম, এনটিভি রিপোর্টার আহসানুল আম্বিয়া শোভন ও রেডিও প্রেজেন্টার হাসি খান প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে'র পক্ষ থেকে প্রধান অতিথিকে একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রেডিসনে বসেছিলো তরুণ-তরুণীদের মিলনমেলা

হয়েছে। এর সাথে যুক্ত প্রফেশনালরা নিজেদের সার্ভিস তুলে ধরার সুযোগ পেলেন। অনুষ্ঠানে মরিয়াম খান, রুমেনা বেগম বা মিস ইস্ট মিডল্যান্ডের মতো টপ মডেলদের উপস্থিতি ছিলো। শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের জন্য বিশেষ এই আয়োজন তাদেরও মুগ্ধ করেছে।

জনপ্রিয় প্রেজেন্টার নাদিয়া আলীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজন অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল এস-এর ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল। ওয়েডিং ফেয়ারের সফলতায় দারুণ খুশি সিইও সুহানা আহমদ ও এমডি আহাদ আহমদ।

অনুষ্ঠানে ফ্যাশন শো'র মাধ্যমে ওয়েডিং ড্রেস, সাজসজ্জা ও স্টাইলের বৈচিত্র তুলে ধরা হয়। বর-কনে'র সাজে যেমন আগমন ছিলো মডেলদের, ঠিক তেমনি হিজাব ফ্যাশন নিয়েও ছিলো উপস্থাপনা।

ফেয়ারে একেবারে চকলেট ফাউন্টেন থেকে, লাক্সারি চকলেট, ম্যাকাপ আর্টিস্ট থেকে মেহেদী ডিজাইনার-ওয়েডিং ড্রেস, কার্ড ডিজাইনার, ক্যাটারিং সার্ভিস, ওয়েডিং প্লানার্স, ফ্লোরিস্টস, ফটোগ্রাফার্স অংশগ্রহণ করেন। ছিলো মাল্টম কার হায়ারের মতো বড় প্রতিষ্ঠানও।

সাউথহলে সুন্না মাসকের চতুর্থ ব্রাঞ্চের আনুষ্ঠানিক যাত্রা

চিন্তাবিদ মুফতি আব্দুল মুনতাকিম, ইমাম কাজী আব্দুর রাহমান, ইসলামিক রিলিফের কর্মকর্তা সুলতান আহমেদ, সুন্না মাসকের সিইও কাজী শফিকুর রহমান প্রমূখ। মাওলানা ক্বারী আশিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করেন মুফতি আব্দুল মুনতাকিম।

উল্লেখ্য, বিশ্বমানের ব্র্যান্ডের আতর দিয়ে সাজানো হয়েছে সাউথহল শাখা। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সেরা ও জনপ্রিয় পারফিউম ছাড়াও সুইজারল্যান্ডের নামকরা সব ব্র্যান্ড রয়েছে সুন্না মাসকের সংগ্রহে।

এ ব্যাপারে কাজী শফিকুর রহমান বলেন, ইস্ট লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপল রোড, উডগ্রীন মল এবং ওয়েস্টফিলড শাখার সফলতার পর সাউথহলে সুন্না মাসকের নতুন সংযোজন। গ্রাহকদের ব্যাপক চাহিদার কারণেই সাউথহলে ব্রাঞ্চটি চালু করা হয়েছে। সুন্না মাসক লন্ডনে পারফিউমস জগতে একটি ভালো ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সাউথহল, ইলিং, হিথ্রো, হ্যামারস্মিথসহ ওয়েস্ট লন্ডনের বাসিন্দারা এখন সুন্না মাসকের ব্র্যান্ড সহজে সংগ্রহ করতে পারবেন বলে জানান শফিকুর রহমান।

১৪ মে বৈশাখী মেলা

ধারাবাহিকভাবে পরিবেশন করা হবে নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি।

মেয়র জন বিগস মেলার কমিউনিটি এনগেইজম্যান্ট কমিটিকে নিয়ে এই র‍্যালীর উদ্বোধন করবেন।

মেলায় বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যান্ড মাইলস এবং ক্লোজ আপ ওয়ান খ্যাত লোক সঙ্গীত শিল্পী রিংকু যোগ দিবেন।

এছাড়া ব্রিটেনে বাঙ্গালী কমিউনিটির পরিচিত শিল্পি এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি সমুহ দিনব্যাপী বিভিন্ন পরিবেশনায় অংশ নিবেন।

এবারের মেলাকেও পরিবার বান্ধব করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মেলায় বিশেষ ফ্যামেলী জোনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ফ্যামেলী জোনে শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদেরকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে। মেহদী, ফেইস পেইন্টিং ইত্যাদিও থাকবে সেখানে।

এছাড়া থাকবে কবিতা কর্ণার, আর্টস হাব এবং স্পোর্টস জোন।

আর্টস হাবে বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী এবং কবিতা কর্ণারে কবিতার পাশাপাশি থাকবে গল্প বলার আসর এবং থিয়েটার।

আর স্পোর্টস জোনে থাকবে বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা, শরীর চর্চ্চা ইত্যাদি।

এদিকে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগস মেলায় অংশ নেয়ার জন্য সবার প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, গতবারের মতো এবারের বৈশাখী মেলাকেও সবার কাছে আকর্ষনীয় করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের বাইরে সবচাইতে বৃহ্ এই বেঙ্গলী উ্সবের আয়োজক হতে পেরে আমরা গর্বিত।

মেয়র বলেন, আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ন সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের কারনে বাংলা নববর্ষ তথা বৈশাখী মেলা উদযাপনের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটস হচ্ছে একটি আদর্শ স্থান। আমি আশা করছি এবারের মেলাও সবার কাছে আকর্ষনীয় হবে এবং এতে সবাই অংশ নিবেন। উল্লেখ্য, এবারের মেলা চলবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

বিয়ানীবাজার পৌরসভার প্রথম মেয়র আব্দুস শুকুর

ওইদিন প্রকাশিত ফলাফলে ৮টি ওয়ার্ডের ৯টি কেন্দ্রে মেয়র পদে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী আবু নাসের পিন্টু ১৫৪ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। ৩য় স্থানে থাকা স্বতন্ত্র প্রার্থী তফজ্জুল হোসেন জগ প্রতীকে পেয়েছেন ৩৪৯২ ভোট।

দ্বিতীয় 'ইস্টউড অ্যাওয়ার্ডস' আয়োজনে ব্যাপক প্রস্তুতি

কমার্শিয়াল, ভিডিওগ্রাফি, ড্রামা, মিউজিক, ব্লগার।

মিনহাজ কিবরিয়া বলেন, বহুজাতিক সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অনেক মেধাবী, যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। সমাজে তাঁদের পরিচিতি তুলে ধরতে এবং তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করতে মুলত এই প্রয়াস। এ ব্যাপারে বিজ্ঞ বিচারকগন যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করবেন।

গত বছরের অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানকে সফল করতে যে সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও মিডিয়া, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের সকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সাথে আগামী বছরের ২০ জানুয়ারি অভিজাত মে ফেয়ার ভেন্যুতে অনুষ্ঠিতব্য 'ইস্ট উড অ্যাওয়ার্ডস' এর দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সফল করতে সকলের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করা হয়।

অ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেশন ফরম কিংবা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে (মিনহাজ কিবরিয়া) ওয়েবসাইটে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রুহুল আমিন, সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক আহমদ ময়েজ, মনসুর আলী প্রমুখ।

সিপিএম এর দ্বিতীয় ফ্রানসাইজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন ১৪ মে

সেক্রেটারি আবু নাসের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় টুর্নামেন্টের নানা দিক তুলে ধরেন জেনারেল সেক্রেটারি নুমান আহমেদ দুয়েল ও সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইলাহী পাপ্পু। এক ঝাঁক প্রাক্তণ ক্রিকেট খেলোয়াড় নিয়ে ২০১৫ সালে ইউকেতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে সিপিএম। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা নব্বইজনের বেশি।

২০১৭ ফ্রানসাইজি টুর্নামেন্ট পাঁচটি টিমের এ লীগ বৃটেনের চারটি শহরে অনুষ্ঠিত হবে। ১৪ মে কার্ডিফের পর ২৩ মে বার্মিংহাম, ৩ জুলাই লন্ডন এবং ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে ১৮ ই জুলাই পোর্টসমাউথে। খেলা দেখতে সকল ক্রিকটপ্রেমীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তুহেল খান, সৈয়দ কারিম, সাইফুল ইসলাম মাকিন, আব্দুল বাছিত জুনেদ প্রমূখ।

ড. আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদক
মাসিক যাইতূন

প্রশ্নঃ শবে বরাতের জন্যে কী কী আমল করতে পারি, বিস্তারিত লিখলে খুশি হব। আপনাকে প্রশ্নোত্তরের জন্যে অনেক শুকরিয়া।

উত্তরঃ প্রথমেই বলে রাখি, শবে বরাত নামটা কুরআন বা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদিসে লাইলাতুন মিন নিসফি শা'বান (বা 'শা'বান মাসের মধ্য রাত্রি') বলে খ্যাত। এই রাত্র একটা বিশেষ সময় এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে এই রাত্রে অধিক পরিমাণে ও লম্বা সময় নিয়ে রুকু সেজদা করেছেন বলে হাদিসে এসেছে। তবে, তা সাহাবাদের মধ্যে খুব পরিচিত ছিলো না। এমনকি আয়েশা (রা) নিজেও এ ব্যাপারে প্রথমদিকে অবগত ছিলেন না। যেমন দেখুন এই হাদিসে:

আয়েশা (সাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহকে (সাঃ) ১৫ শা'বানের রাত্রিতে বিছানায় না পেয়ে তালাশ করার উদ্দেশ্যে বের হন। অতঃপর তাঁকে মদীনার কবরস্থানে জিয়ারত অবস্থায় দেখেন। এরপর তিনি (রাসুল সাঃ) ফিরে এসে আমার চাদরের ভিতরে প্রবেশ করেন। এ সময় আমার বড় বড় শ্বাস পড়ছিল। অতঃপর তিনি (রাসুল সাঃ) বললেন, হুমাইরা কেন বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছো? এরপর নবী (সাঃ) বললেন- এ কোন রাত তুমি জান কী? এ রাতে আল্লাহ শেষ আসমানে নেমে আসেন এবং বনি কালবের ছাগল-ভেড়ার চুল ও পশম পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করে দেন। [হাদীসটি অতি দুর্বল, আল-'ইলালুল মুতানাহিয়া: পৃ: ৬৮, য'য়ীফুত তিরমিযী: হা: ১১৯, য'য়ীফুল জামে' হা: ১৭৬১, হিদায়াতুল হায়রান: পৃ: ১৯-২০

আবু সা'লাবা আল-খুছানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন: যখন শা'বানের মধ্য রাত হয় তখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিরাজির প্রতি উঁকি দেন। অতঃপর মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং কাফেরদেরকে ঢিল দেন। আর হিংসুকদের হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ না করা পর্যন্ত সুযোগ দেন। (হাদিসটি হাসান, সহীহুল জামে'-আলবানী হা: ৭৮৩ ও সিলসিলা সহীহা-আলবানী হা: ১১৪৪)।

আবু সা'লাবা আল-খুছানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন: যখন শা'বানের মধ্য রাত হয় তখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিরাজির প্রতি উঁকি দেন। অতঃপর মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং কাফেরদেরকে ঢিল দেন। আর হিংসুকদের হিংসা বিদ্বেষ ত্যাগ না করা পর্যন্ত সুযোগ দেন। (হাদিসটি হাসান, সহীহুল জামে'-আলবানী হা: ৭৮৩ ও সিলসিলা সহীহা-আলবানী হা: ১১৪৪)।

ম'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সাঃ) বলেন: আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির (মানুষের) প্রতি ১৫ শা'বানের রাতে উঁকি দেন। অতঃপর মুশরেক ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দেন। (হাদিসটি সহীহ লিগাইরিহী, সিলসিলা সহীহা-আলবানী: ৩/১৩৫-১৩৯ হা: ১১৪৪)।

ইমাম মাকদেসী (রহঃ) বলেন: শা'বানের ১৫ তারিখে সালাত আদায়ের বিদাতটি সর্বপ্রথম চালু করেন ইবনে আবিল হামরা ৪৪৮ হিজরিতে। তিনি নাবলুস শহর থেকে এসে বায়তুল মাকদিসে সালাত আদায় করা শুরু করেন। তার মিষ্টি সুরে কুরআন তেলাওয়াতে সাধারণ মানুষেরা আকৃষ্ট হয়ে তার সাথে শরিক হয় সালাতে। ইবনুল আরাবী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থ আরিযাতুল আহকামে বলেন: শা'বানের ১৫ তারিখের ফজিলতে কোন হাদিস মিলে না যার প্রতি ভরসা করা চলে। আর গাজ্জালীর এহইয়াউল উলুম ও ইবনে আরাবী সূফীর কিতাব কুতূলকুলূবে বর্ণিত রয়েছে, শাবানের ফজিলত ও শবে বরাত হাদীস দ্বারা কেউ যেন ধোঁকায় না পড়ে।

হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন: অর্ধেক শা'বানের বর্ণিত হাদিস জাল। ইমাম নববী তাঁর কিতাব আল-মাজমূ'তে বলেন: ১৫ শা'বানে ১০০ রাকাত ও রজবের প্রথম জুমাতে মাগরিব ও এশার মাঝে ১২ রাকাতের সালাত ভ্রষ্ট বিদাত।

শবে বরাত সম্পর্কে কিছু বিশ্বাস ও ধারণা আছে যার পক্ষে কোন সহীহ দলীল নেই। যেমন:

(ক) ১৫ই শা'বান ভাগ্য রজনী ও ভাগ্য পরিবর্তনের রাত। এই রাত্রে সবার আগামী বছরের ভাগ্য লেখা হয়।

(খ) এই রাত সাধারণ ক্ষমার রাত্রি। আল্লাহ সবাইকে সাধারণ ক্ষমা করে দেন।

(গ) এ রাতে কুরআন কারীম নাজিল হয়েছে।

(ঘ) এ রাতে বয়স ও রিজিক বৃদ্ধি করা হয়।

(ঙ) এ রাতে হায়াত ও মউত লেখা হয়।

(চ) এ রাতে সমস্তরুহ জমিনে নেমে আসে।

(ছ) এ দিনে ওহুদের যুদ্ধে কাফেররা নবী (সাঃ) এর দাঁত মোবারক ভেঙ্গে দেয়।

শবে বরাতে নিম্নের কাজগুলো না করা উচিত। কারণ শবেবরাতের বিশেষত্ব ঘোষণা করে এসব কাজকে ইসলামী মনে করার কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। ফলে এগুলো হবে বিদয়াত বা নতুন ইবাদত। আর বিদয়াত করলে সাওয়াব তো হবেই না, বরং তাতে গুনাহ হবে।

(ক) অতি পূণ্যময় রাত সাব্যস্ত করে সরকারী ছুটি ঘোষণা ও বিভিন্ন মিডিয়াতে তার বহুল প্রচার ও প্রসার।

(খ) সরকারী ও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা এবং অনুষ্ঠান করা।

(গ) শুধু এই রাত্রের জন্যে গোসল করা এবং নতুন পোশাক ও আতর ব্যবহার করা।

(ঘ) সারারাত ধরে একশ রাকাত সালাত আদায় ও দিনভর রোজা রাখা।

(ঙ) হালুয়া, রুটি, মাংস পাকানো ও তা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা।

(চ) আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো ও আলোকসজ্জা করা।

(ছ) পটকা ফুটানো।

(জ) এই রাতে কবর জিয়ারত করা।

(ঝ) স্বামীর সাথে রুহানী সাক্ষাতের আশায় বিধবাদের সারারাত বসে অপেক্ষা করা।

(ঞ) শুধু এই রাত্রে মৃতদের জন্য দান-খয়রাত ও ইমাম দাওয়াত দিয়ে বিশেষ দোয়া করানো।

(ট) গত এক বছরের মৃতদের পূর্বের মৃত আত্মার সাথে রুহ মিলানো অনুষ্ঠান করা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধুমাত্র ১৫ই শাবানের রাত্রে গুরুত্ব দিতেন না। তিনি সমস্ত শা'বান মাসেই গুরুত্ব দিতেন। যেমন দেখুন এই হাদিসে:

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাঃ) শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে বেশি রোজা রাখতেন না। তিনি পূর্ণ শা'বান রোজা রাখতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)। এখানে পূর্ণ অর্থ অধিক। যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। "রসুলুল্লাহ (সাঃ) শা'বানের চেয়ে অন্য কোন মাসে বেশি রোজা রাখতেন না। তিনি (রাসুল সাঃ) সে মাসের রোজা বা তার অধিক দিনগুলো রোজা রাখতেন। (সহীহ নাসাঈ, হা:২২১৮)

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজীকে (সাঃ) শা'বান ও রমজান ছাড়া একাধারে দুই মাস রোজা রাখতে দেখিনি। (সহীহ সুনানে নাসাঈ, হা:৫৮৮)

ফলে, আমাদের জন্যে সবচেয়ে ভালো হলো- শা'বান মাসে বেশি করে রোজা রাখা। আর শা'বানের ১৫ তারিখে যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে সালাত কায়েম করতে চান, তারা করবেন। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। এই রাতের গুরুত্ব সম্পর্কে যে হাদিসগুলো আছে, তা দ্বারা ব্যক্তিগত সালাত আদায় করা যেতে পারে। এর বাইরে অন্য কিছু করলে তা বিদয়াত হয়ে যাবে। এই রাতের কোন গুরুত্ব নেই বা এই রাতে কোন ইবাদত নেই বা ইবাদত করা যাবে না, এই কথাটাও ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ ঘরে ১৫ই শা'বান রাতের বেলায় অতিরিক্ত সালাত আদায় করেছেন, লম্বা রুকু-সিজদা করেছেন। সে কথা হাসান বা সহীহ লি গাইরিহী হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই ব্যক্তিগতভাবে, ঘরে বসে ইবাদত করা যাবে। তবে, এটাকে ঘটা করে চরম আনুষ্ঠানিকতা করার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামরা নিষেধ করেছেন। মনে রাখতে হবে যে, কোনো ইবাদত হতে হবে সরাসরি আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর তরিকায়, অন্য কারো ফতোয়া দ্বারা নয়।

রমজানোত্তর আত্মবিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান

মুসলিম বিশ্বের সম্মানিত অতিথি আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধির মাস পবিত্র রমজান এক বছরের জন্য বিদায় নিয়েছে। এবার রোজা ছিল লম্বা দিনের, তবুও প্রতি বছরের মতোই দ্রুতগতিতে রোজার মাস পার হয়ে গেল। তবে রেখে গেছে তার পবিত্রতায় আধ্যাত্মিক উন্নতির এবং আত্মসংযমের বহু স্মৃতি। মুসলিম উম্মাহর জন্য আরো রেখে গেছে বিভিন্ন পন্থায় ইবাদত করে প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সান্নিধ্য লাভের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। উল্লেখ্য, রমজান মাসও অন্যান্য মাসের মতোই ২৯-৩০ দিনে হয়ে থাকে। তবুও প্রতি রমজানে মনে হয় মাসটা অতি দ্রুত পার হয়ে যায়।

পরকালের কল্যাণে সারা বছর এই অভ্যাসকে লালন করার প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে রমজান মাসে। তাই পার্থিব কল্যাণের বৈশিষ্ট্য কৃপণতা ও স্বার্থপরতা হয়ে যায় গৌণ বিষয়। তদুপরি রাতের বেলায় আল-কুরআন পাঠ ও তারাবিহর নামাজে শ্রবণ করা হয়ে যায় নিত্যদিনের অভ্যাস। তাতে অনন্তকালব্যাপী পরকাল জীবনের স্থায়িত্ব এবং পার্থিব জীবনেই তার যথার্থ মূল্যায়ন করা যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এ ব্যাপারে মুসলিম বিশ্ব ভাগ্যবান, কারণ প্রতি রমজানে তারা বছরে অন্তত একবার আধ্যাত্মিকতার মূল্যায়ন করে নিজের প্রবৃত্তির অবৈধ চাহিদার পরিশোধন করতে পারে।

রমজান মাস আল-কুরআনের মাস। রমজান মাসেই আল্লাহ আল-কুরআন নাজিল করেছেন। এ জন্যই রমজান মাসে কৃত ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আল-কুরআন। মুসলিম বিশ্ব সারা মাস দিনে-রাতে আল-কুরআনের পবিত্র বাণীর সুমধুর আওয়াজ শ্রবণ এবং সুরেলা কণ্ঠে পাঠ করেছে। তারা আধ্যাত্মিকভাবে শিহরিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। রমজানে নির্ধারিত ফরজ ইবাদত ছাড়াও নফল ইবাদত করা হয়ে থাকে, তাতে উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মুসলিমদের জন্য সহজ হয়। তবে এটাকে বরাবর লালন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ রমজান অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান শিকলের বন্ধন থেকে মুক্ত হলে আবারো মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার শত্রুতার কার্যকলাপ সক্রিয় হয়। তাই মুসলিমদের প্রবৃত্তির চাহিদায় তার ফিসফিসানি এবং কুমন্ত্রণার তৎপরতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা রমজানে অর্জিত অভ্যাসকে ধারণ করে শয়তানের অদৃশ্য ফিসফিসানির বিরুদ্ধে দৃঢ়চিত্তে সংগ্রাম করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। এ ব্যাপারেও মুসলিমদের আত্মবিশ্লেষণ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কাজেই নিজের কার্যক্রম এবং নিত্যদিনের অভ্যাস সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে অতি সহজেই অনুমেয় যে, রমজানের পর উল্লিখিত হাদিসে বর্ণিত অঙ্গগুলোর ব্যবহারের অবস্থান কোন পর্যায়ে আছে। কেননা আল্লাহ-সচেতন হয়ে এগুলো ব্যবহার না করলে অবশ্যই হাদিসে বর্ণিত ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যে সে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। তাই উপর্যুক্ত হাদিসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব তার জন্যই কার্যকর থাকবে, যে রমজান মাসে ব্যক্তিচরিত্র ও অভ্যাসের সংশোধন, পরিশোধন এবং পরিবর্তনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। আল্লাহ-সচেতন হৃদয় অর্জন করে পরহেজগারির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটা ব্যক্তির হৃদয়ের অবস্থান সম্পর্কে আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন। রেড লাইট সিগন্যালের অন্তর্ভুক্ত যেসব কাজ রয়েছে সেগুলো কার্যকর করতে চোখের দৃষ্টি, হাত-পা এবং মুখের ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ জন্যই পবিত্র রমজান মাসের মতোই সারা বছর এগুলোর ব্যবহারে সচেতনতা অবলম্বন করা কর্তব্য। অন্যথায় পরহেজগারির মর্যাদা অক্ষুণ্ন ও সমুন্নত রাখা সহজ হবে না। হে আমাদের প্রতিপালক!

গত রমজানে তোমার সন্তুষ্টি অর্জন ও সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমাদের সদিচ্ছার সততা এবং মানবিক দুর্বলতা সম্পর্কে তুমি সম্যক অবগত আছ। রোজা পালনে ভুলত্রুটি যা কিছু হয়েছে, তা ক্ষমা করে আমাদেরকে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাদের কাতারে শামিল হওয়ার এবং পরহেজগারির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে তাওফিক দান কর। আগামী রমজান পর্যন্ত আমরা যেন জীবন-যাপনের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্যই করতে পারি সে রকম যোগ্যতা আমাদের দান করো। আমরা তোমার অনুগত পাপী অধম বান্দা, আমাদের প্রার্থনা কবুল করে আমাদের ক্ষমা করো।

লেখক : আমেরিকা প্রবাসী

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
১২ মে	শুক্রবার	৩:২৭	৫:০৯	০১:০২	৬:১৬	৮:৪৫	৯:৫৬
১৩ মে	শনিবার	৩:২৫	৫:০৭	০১:০২	৬:১৬	৮:৪৬	৯:৫৬
১৪ মে	রবিবার	৩:২৩	৫:০৬	০১:০২	৬:১৭	৮:৪৮	৯:৫৮
১৫ মে	সোমবার	৩:২১	৫:০৪	০১:০২	৬:১৮	৮৪৯	৯:৫৯
১৬ মে	মঙ্গলবার	৩:১৯	৫:০৩	০১:০২	৬:১৯	৮:৫১	১০:০১
১৭ মে	বুধবার	৩:১৭	৫:০১	০১:০২	৬:২০	৮:৫২	১০:০৩
১৮ মে	বৃহস্পতিবার	৩:১৩	৫:০০	০১:০২	৬:২১	৮:৫৪	১০:০৪

সেই রকিবুলের ব্যাটেই কালবৈশাখী

ঢাকা, ৯ মে : ১৭টি চার, ১০টি ছক্কা। ১৩৮ বলে ১৯০ রান। দুর্দান্ত এই ইনিংসটা কাল বিকেএসপিতে আবাহনী-মোহামেডান প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে। ব্যাটসম্যানের নামটা অনুমান করুন তো!

যাঁরা এই ম্যাচের খোঁজখবর রেখেছেন, তাঁদের জন্য খুব সহজ প্রশ্ন। কিন্তু যাঁরা রাখেননি? ঠিক

নামটি অনুমান করা একটু কঠিনই তাঁদের জন্য। ব্যাটসম্যানের নাম রকিবুল হাসান! এমন তাণ্ডব যাঁর নামের সঙ্গে ঠিক যায় না। 'দীর্ঘ সংস্করণের ব্যাটসম্যান' তকমা গায়ে লাগিয়েই না ক্যারিয়ারটা পার করে দিলেন তিনি!

সেই রকিবুলই কাল ঝোড়ো এক ইনিংস দিয়ে গড়লেন কত কীর্তি! লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে বাংলাদেশি কোনো ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড এখন তাঁর। বাংলাদেশের মাটিতেও লিস্ট 'এ' ক্রিকেটের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস এটি। ২০১১ সালে মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসনের অপরাজিত ১৮৫ ছিল আগের সর্বোচ্চ। এর আগে ২০০৬-০৭ মৌসুমে রকিবুল ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছিলেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে। যেটি এখনো প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলাদেশের একমাত্র ট্রিপল সেঞ্চুরি হয়ে আছে। ক্রিকেটের দুটি সংস্করণে দেশের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত ইনিংসের রেকর্ডের মালিক এখন রকিবুল।

রেকর্ড গড়ার আনন্দটা অবশ্য পরিপূর্ণ হয়নি মোহামেডান অধিনায়কের। অসাধারণ এই ইনিংসের পরও যে হেরে গেছে তাঁর দল। নিজের কীর্তির আনন্দ আর দলের হারের আক্ষেপ তাই মিলেমিশে একাকার ম্যাচ শেষে তাঁর প্রতিক্রিয়ায়, 'বড় ইনিংস খেলে খুব ভালো লাগছে। আবার দলকে জেতাতে না পারায় কিছুটা খারাপও লাগছে। খানিকটা আক্ষেপ তো আছেই।'

প্রথম ফিফটিটা করেছিলেন ৩০ বলে। সেঞ্চুরি এল ৬২ বলে। ১০৭ বলে ১৫০। রকিবুলের তাণ্ডবের সামনে ৩৬৬ রান করেও তখন নিরাপদ বোধ করছে না আবাহনী। শেষ ওভারে যখন রকিবুল স্ট্রাইক পেলেন, জয়ের জন্য ৫ বলে দরকার ছিল ২৯ রান, আর তাঁর ডাবল সেঞ্চুরির জন্য ১০। কিন্তু লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দেশের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ান হওয়ার চেষ্টা নয়, রকিবুল দলের জয়টাই চাইছিলেন, 'ওই সময় ব্যক্তিগত কোনো লক্ষ্য ছিল না। ডাবল সেঞ্চুরি বা ও রকম কিছুর কথা ভাবিনি। আমার লক্ষ্য ছিল, কোনোভাবে যদি দলকে জেতানো যায়। কোনোভাবে পাঁচটা ছক্কা মারতে পারলে আমরা জিতে যেতাম। ওই চেষ্টা করতে গিয়েই আউট হয়ে গেছি।'

ডাবল সেঞ্চুরি পাননি, দলও হেরেছে। তারপরও কাল সব ছাপিয়ে আবাহনী-মোহামেডান ম্যাচের নায়ক রকিবুল। আউট হয়ে যখন ফিরছেন, মুগ্ধ প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়েরা ছুটে গিয়ে অভিনন্দন জানালেন তাঁকে। জড়িয়ে ধরলেন এর আগে আবাহনীর দুই সেঞ্চুরিয়ানের একজন নাজমুল হোসেন। ম্যাচ শেষে কথা বলতে গিয়ে যিনি রীতিমতো অভিভূত, 'অসাধারণ ইনিংস! আমি কোনো দিন মাঠে থেকে এ রকম ইনিংস দেখিনি। খুবই উপভোগ করেছি, অনেক কিছু শিখেছিও।'

২০০৮ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার বাংলাদেশ সফরের সময় ওয়ানডে অভিষেক হয়েছিল রকিবুলের। ওই বছরই নভেম্বরে বাংলাদেশের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট অভিষেক। দীর্ঘ সংস্করণের ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত হয়ে যাওয়ার পরও অবশ্য ৯টির বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ হয়নি। ওয়ানডে খেলেছেন ৫৫টি। ২০১১ সালের পর তো জাতীয় দলেই সুযোগ হয়নি। অথচ গত বছর ঢাকা প্রিমিয়ার লিগেই সর্বোচ্চ ৭১৯ রান ছিল তাঁর। জাতীয় দলে আবার খেলার ইচ্ছে হয় না?

প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই মিশে থাকল নির্বাচকদের উপেক্ষার যন্ত্রণাটা, 'সত্যি কথা বলতে এখন মাথায় এগুলো কিছুই নেই। এখন জাতীয় দলে অনেক প্রতিযোগিতা। স্বপ্ন তো অবশ্যই আছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে এখন ভাবছি না। এ মুহূর্তে আমি মোহামেডানের হয়ে খেলতে পারছি, এটাই বড় বিষয়।'

এটাই বড় বিষয়? মনে হয় না। বড় বিষয় তো ধীরগতির ব্যাটিংয়ের প্রতিশব্দ হয়ে যাওয়া রকিবুলের এমন বিধ্বংসী রূপে দেখা দেওয়া!

সেই মজিদের আরেকটি সেঞ্চুরি

ঢাকা, ৮ মে : গত বছর অক্টোবরে চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে বেন স্টোকস, স্টুয়ার্ট ব্রডদের ইংল্যান্ড দলকে চমকে দিয়েছিলেন আবদুল মজিদ। বিসিবি একাদশের হয়ে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলেছিলেন বিস্ফোরক এক ইনিংস। ৯৫ বলে ১০৬ রানের সেই ইনিংস ইংলিশ বোলারদের এতটাই ভড়কে দিয়েছিল যে প্রস্তুতি ম্যাচেও ধৈর্য হারিয়ে স্লেজিং শুরু করেছিলেন স্টোকস। ম্যাচে ১৬টি বাউন্ডারি মেরেছিলেন মজিদ। ছিল একটি ছক্কাও। গত মৌসুমে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ভিক্টোরিয়ার হয়ে দারুণ খেলেছিলেন মজিদ। সেঞ্চুরি করেছিলেন গোটা দুই। আজ নিজের পুরোনো দল ভিক্টোরিয়ার বিপক্ষেই বিকেএসপিতে আরও একটি সেঞ্চুরি করলেন। প্রাইম দোলেশ্বরের হয়ে ১১৪ বলে ১১৬ রান করে আউট হয়েছেন মজিদ। ইনিংসে বাউন্ডারি ৭টি, ছক্কা ৫টি। ৫৮ রানই তিনি নিয়েছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে এটি তাঁর পঞ্চম সেঞ্চুরি। ৫৩টি লিস্ট 'এ' ম্যাচে ১ হাজার ৭৪৯ রান তাঁর। ৫ সেঞ্চুরির সঙ্গে আছে ১১টি ফিফটি।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও রেকর্ডটা মন্দ নয় তাঁর। ৪৮ ম্যাচে ৩৯.১৬ গড়ে রান ২ হাজার ৪৫৯। আছে ২৫৩ রানের অপরাজিত এক ইনিংস। ৬টি সেঞ্চুরির সঙ্গে ফিফটি ১৩টি। দোলেশ্বর এই সেঞ্চুরির ওপর দাঁড়িয়েই ৪৪ ওভারে ৪ উইকেটে তুলেছে ২৫৬। মজিদের পাশাপাশি ইমতিয়াজ হোসেন করেছেন ৩৬, শাহরিয়ার নাফীস ৩৪। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দোলেশ্বরের শ্রীলঙ্কান ব্যাটসম্যান চতুরঙ্গা ডি সিলভা অপরাজিত ছিলেন ২৯ রানে।

আল-ফুজাইরার কোচ ম্যারাডোনা!

ঢাকা, ৯ মে : আল-ফুজাইরার নাম শুনেছেন কখনো? আগে না শুনে থাকলেও এখন থেকে প্রায়ই শুনতে হবে এই ক্লাবটির নাম। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দ্বিতীয় বিভাগের এই দলটিতেই কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন ডিয়েগো ম্যারাডোনা!

আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি এর আগে আরব আমিরাতেরই ক্লাব আল ওয়াসলের কোচ ছিলেন। তখন এক গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, সাফল্য না পেলেও ম্যারাডোনার সুবাদে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অনেক বেশি প্রচার পেয়েছে আল ওয়াসল। তাহলে এবার আল-ফুজাইরাই বা পাবে না কেন? পরশুই ক্লাব টুইট করে ম্যারাডোনাকে নিয়োগ দেওয়ার কথা জানিয়েছে। সঙ্গে একটা ছবিও পোস্ট করেছে–ক্লাবটির একটা জার্সি ধরে আছেন ম্যারাডোনা যাতে তাঁর নাম লেখা, নম্বর দশ। পরে ম্যারাডোনাও তাঁর ফেসবুক পেজে কোচ হিসেবে নতুন ক্লাব পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, 'এটা জানাতে চাই, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দ্বিতীয় বিভাগের দল আল-ফুজাইরা এসসির নতুন কোচ হয়েছি আমি।'

২০১১ সালে আল ওয়াসলে যোগ দেওয়ার ১৪ মাস পর বরখাস্ত হয়েছিলেন ম্যারাডোনা। ২২ ম্যাচের মাত্র ৭টি জিতেছিলেন। আল-ফুজাইরায় কোচ হিসেবে কি সফল হবেন ম্যারাডোনা? ফোরফোরটু।

গেইলের চেয়ে নারাইন ভালো!

ঢাকা, ৮ মে : এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটের সবচেয়ে বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান কে? কেন, সুনীল নারাইন! এমনিতে জিবের ডগায় ক্রিস গেইলের নাম চলে আসে। কিন্তু টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে একমাত্র ব্যাটসম্যান হিসেবে ১০ হাজার রান পূর্ণ করা মহাতারকা গেইল সুপারনোভার দিকে এগোচ্ছেন। কাল যেমন গো"ন ডাক পেয়েছেন বেঙ্গালুরুর গেইল। আর সেই ম্যাচেই কেকেআরের নারাইন গড়লেন দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড! ১৭ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন। বোলার নারাইন নয়; ব্যাটসম্যান নারাইনই এবারের আইপিএলের মূল আলোচনা!

২০১২ সালে ২৪ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্ট সেরা এই অফ স্পিনার এবারের আইপিএলে নিয়মিত ওপেন করছেন। অথচ গত মাসেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার সময় ব্যাট করেছেন ৯ নম্বরে । এবার ৯ ম্যাচে আইপিএলে ওপেন করে ১৯৪ রান করেছেন ১৮৮.৩৪ স্ট্রাইক রেটে। কাল তো ফিফটি করলেন ১৫ বলে, যেটি আইপিএলের ইতিহাসে যুগ্ম দ্রুততম ফিফটি।

ক্রিস লিন মাত্র দুই ম্যাচ খেলে চোট নিয়ে ছিটকে গেলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিকল্প ওপেনার হিসেবে রবিন উথাপ্পা আর গৌতম গম্ভীর জুটিরই ফেরা ছিল স্বাভাবিক ভাবনা। আইপিএল ইতিহাসেই বেশ সফল ওপেনিং জুটি এটি। কিন্তু কেকেআর ভাবল অন্যভাবে। ওপেনিংয়ে তারা তুলে আনল নারাইনকে।

অনেকের কাছে এটি ছিল চমক। আবার এক অর্থে চমকও নয়। বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে এ বছরের শুরুর দিকে ওপেন করতে দেখা গেছে তাঁকে। পাকিস্তান সুপার লিগে ৮ ম্যাচে ১৮১ স্ট্রাইক রেটে ১১৬ রান বলছে, টি-টোয়েন্টির ব্যাটিংটা নারাইন ভালোই জানেন।

ধর তক্তা মার পেরেক স্টাইলের ব্যাটিং তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ধরনের ব্যাটিংয়ের ঝুঁকিটা হলো, তাতে ব্যর্থ হওয়ার শঙ্কা থাকে। তবে নারাইনকে 'লাইসেন্স টু কিল' দিয়ে রেখেছে কেকেআর। আর তাতেই মিলছে অবিশ্বাস্য সাফল্য। না, প্রতিটি ম্যাচেই যে নারাইন জ্বলে উঠছেন এমন নয়। কালকের আগের চার ম্যাচে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন। তবে নয় ইনিংসের চারটিতে তাঁর ব্যাট থেকে মিলেছে ৫৪, ৩৪, ৪২ ও ৩৭ রানের চারটি ইনিংস। প্রত্যেকটিই ঝোড়ো।

নারাইনের কাছ থেকে ব্যাটিংয়ে যা পাওয়া যায়, তাই বোনাস ধরে নিয়েছে কেকেআর। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, নারাইন ডট বল হজম করেন খুব কম। কেকেআরের হয়ে প্রথম যেদিন ওপেন করতে নামলেন, সেদিনই ১৮ বলে ৩৭ করেছেন। কেকেআর তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে কার্যকরী পাওয়ার প্লের দেখা পেয়েছে সেদিনই। ৬ ওভারে তুলেছে ৭৬ রান! কেকেআর তাই দ্বিতীয়বার আর ভাবেনি।

হেরেও মরিনহোর মধুবচন

ঢাকা, ৯ মে : দৃশ্যটা কি একটু বিরল লাগছিল? ডাগআউটে যাঁরা হাতাহাতি পর্যন্ত করেছেন, সেই আর্সেন ওয়েঙ্গার আর হোসে মরিনহো কিনা হাত মেলালেন দুই-দুইবার। ম্যাচ শুরুর আগে এবং ম্যাচের শেষে। খেলা শেষের সংবাদ সম্মেলনেও এক বিরল ছবি। পরাজিত দলের কোচ খুশিতে ডগমগ! কোচের নাম মরিনহো বলেই এটা সম্ভব।

ইংল্যান্ডের ফুটবলে মরিনহো-ওয়েঙ্গার 'যুদ্ধ' বেশ পুরোনো। এটা সবারই জানা, ওয়েঙ্গারকে ঘাঁটাতে আর খোঁচা দিতেই ভালোবাসেন মরিনহো। সেই তিনিই কিনা ওয়েঙ্গারের দলের জয়ে উচ্ছ্বসিত এবং সেই জয়টিও কিনা তাঁর দলের বিপক্ষে। আসলে এতটা ভদ্রলোক যে মরিনহো হয়ে যাননি সেটা বুঝতে পারবেন আর্সেনালের জয়ে তাঁর আনন্দ প্রকাশের ভাষাতেই। আদতে ওয়েঙ্গারকে খোঁচাই

দিয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ, 'আমি হাইবুরি ছেড়েছি তাদের কাঁদিয়ে, এমিরেটসও ছেড়েছি তাদের কাঁদিয়ে। মাথা নত করে তারা হেঁটে গেছে রাস্তা দিয়ে। অবশেষে আজ (পরশু) তারা গাইছে, রুমাল ওড়াচ্ছে। তাদের জন্য দারুণ ব্যাপার। আর্সেনাল সমর্থকেরা খুশি, আমিও খুশি তাদের জন্য।'

বুঝলেন তো মরিনহো আসলে আর্সেনাল কোচকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন–এই প্রথম তুমি আমার বিপক্ষে জিতলে! চেলসি বা ইউনাইটেড–প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে এর আগে কখনোই মরিনহোর কোনো দলকে হারাতে পারেননি ওয়েঙ্গার! এক যুগেরও বেশি হয়েছে আর্সেনাল লিগ শিরোপা জেতেনি। প্রসঙ্গটি তুলে খোঁচা দেবেন না, এমন লোক মরিনহো নন, 'ওরা বড় একটি ক্লাব। আপনারা ভাবছেন, আর্সেনালের মতো বড় একটি ক্লাবের বড় শিরোপা না জেতা আমি উপভোগ করি? আমি তা করি না।'

আর্সেনালের মাঠে ২-০ গোলে হেরে যাওয়ায় চারের মধ্যে থেকে লিগ শেষ করার আশা ইউনাইটেডের আর নেই বললেই চলে। প্রতিপক্ষের জয়ে আপাত যে খুশি খুশি ভাবটা মরিনহোর, সেটি মুদ্রার একটা পিঠ। অন্যপিঠে কষ্ট না থেকে পারেই না। সেই কষ্ট কি ভুলতে চাইলেন ওয়েঙ্গারকে কটাক্ষ করে? খোঁচা দেওয়ার নূনতম সুযোগও হাতছাড়া করেননি মরিনহো, 'আর্সেন ওয়েঙ্গার ছোটখাটো কোচ নন। বড় মাপের কোচ। তাই আমার এত ম্যাচ খেলা, বেশি ম্যাচ না হারা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জয়, ড্র, হার–এ তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।'

বেচারা ওয়েঙ্গার আর কী বলবেন। ফুটবল শুধু দুজন কোচের লড়াই নয় বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, 'এটা

কোচের বিপক্ষে কোচের বিষয় নয়। কখনো কখনো এমন হয় যে আপনি কারও কারও বিপক্ষে কম সফলতা পাবেন।' এএফপি, রয়টার্স, ফোরফোরটু।

simplecall
Cheap International Calls
• No contract
• No hidden fees
• Keep your number
• View full call history
• Printed call statement on order
• Setup Call-Direct for easy dialing
• Share one account with many phone numbers
simplecall.com
02035 700 700
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Download Free App

ফরাসি নির্বাচন আশার ইঙ্গিত দিচ্ছে

আলী রীয়াজ

ফরাসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মধ্যপন্থী প্রার্থী ইমানুয়েল ম্যাখোঁর বিজয় কেবল ফ্রান্সের জন্য নয়, সারা পৃথিবীর জন্যই সম্ভবত আশাব্যঞ্জক সংবাদ এই কারণে যে সারা পৃথিবীতে লোকরঞ্জনবাদী উগ্র জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, তাতে একটা বাধা তৈরি হয়েছে। এর আগে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেশের এবং দেশের বাইরে এতটা গুরুত্ব বহন করেছে, এমন কথা কেউ স্মরণ করতে পারবেন না। এই নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া একাদিক্রমে ফ্রান্স এবং গোটা বিশ্বের ওপরই পড়বে।

পরাজিত ন্যাশনাল ফ্রন্টের প্রার্থী মারি লো পেনের পরিচয় হিসেবে তাঁকে কেবল লোকরঞ্জনবাদী বলে বর্ণনা করা যথেষ্ট নয়, তিনি এবং তাঁর দল কার্যত ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবসানের পক্ষে এবং বিশ্বায়নের বিপরীতে 'একলা চলো' বা আইসোলেসানিস্ট নীতির অনুসারী। অভিবাসনবিরোধী মনোভাব ও ইসলামভীতি (বা ইসলামোফোবিয়া) প্রচার এবং বর্ণবাদী বক্তব্য ও আচরণের জন্যই এক দশকের বেশি সময় ধরে ন্যাশনাল ফ্রন্ট পরিচিত। ফলে মারি লো পেনের এই পরাজয়কে যে এই সব নীতির প্রত্যাখ্যান বলে বলা হচ্ছে, তা অতিরঞ্জন নয়। কিন্তু যে কারণে ফ্রান্সের নির্বাচন সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হলো গত বছর ব্রিটেনের গণভোট বা ব্রেক্সিট, সারা ইউরোপে বিশ্বায়নবিরোধী দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদীদের উত্থান এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনালড ট্রাম্পের বিজয়ের ঘটনা পৃথিবীজুড়ে লোকরঞ্জনবাদী কর্তৃত্ববাদী আদর্শের এবং নেতাদের অপ্রতিরোধ্য বিজয়ের ইঙ্গিত বলে ধরা হচ্ছিল।

এ কথা ঠিক যে এই ধরনের লোকরঞ্জনবাদী কর্তৃত্ববাদী আদর্শের বিজয়ের সূচনা ব্রেক্সিটের মধ্য দিয়ে নয়; রাশিয়া, তুরস্ক, ভেনেজুয়েলা, ফিলিপাইনসহ অন্য অনেক দেশেই তার লক্ষণ বা তার ফল কমপক্ষে তিন-চার বছর আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু উদার গণতন্ত্রের অনুসারীরা, যাঁরা ব্রিটেন বা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন এবং এই সব দেশে বিরাজমান গণতন্ত্রের দুর্বলতা (ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের ভাষায় অন্তঃসারশূন্যতা) বিষয়ে যথাযথ সমালোচনা করেন, তাঁরাও আশা করেননি যে এই সব দেশে এই ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে। কেননা, তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন যে বিশ্বরাজনীতিতে এই সব দেশের প্রভাব হ্রাস পেলেও গ্রহণযোগ্য বিকল্প এখনো গড়ে ওঠেনি, বিরাজমান বিকল্প বৈশ্বিক শক্তিগুলো তাঁদের আদর্শিক অবস্থানের অনুকূল নয়। ফলে কেবল যাঁরা বিশ্বরাজনীতির স্থিতাবস্থার পক্ষে এবং যাঁরা বিরাজমান ব্যবস্থার সুবিধাভোগী, কেবল তাঁরাই নন, যাঁরা এই ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ তির বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত এবং তা মোকাবিলার জন্য অনেক দিন ধরেই তাগিদ দিয়ে আসছেন, তাঁরাও এখন লোকরঞ্জনের আদর্শের মোড়কে হাজির করা দক্ষিণপন্থী উগ্র জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবাদী শক্তির উত্থানের বিপরীতে যেকোনো সাফল্যকেই বিজয় বলে ধরে নিচ্ছেন।

এই নির্বাচনের ফলের কী প্রভাব পড়বে, সেই বিষয়ে কথা বলার আগে এই নির্বাচনের কয়েকটি দিক আমাদের বিবেচনায় নেওয়া দরকার। ফ্রান্সের রাজনীতি এত দিন ধরে মধ্য-বাম সমাজতন্ত্রী এবং মধ্য-ডান রিপাবলিকান দলের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে, কিন্তু এই প্রথমবার তাদের প্রার্থীরা দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেননি। কেবল যে আদর্শিকভাবেই তা দেশের এত দিনের রাজনীতির চেহারা বদলানোর লক্ষণ তা নয়, সম্ভবত সাংগঠনিকভাবেও। ম্যাখোঁর নতুন দলের সাংগঠনিকভাবে শক্তি সামান্যই। তারপরও দেশের মানুষ তাঁকে এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের মারি লো পেনকেই বেছে নিয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোটের লড়াইয়ের জন্য। এটি রাজনীতির জন্য ইতিবাচক না নেতিবাচক, এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে আপনি কাকে জিজ্ঞাসা করছেন; কিন্তু এটা যে দুই দলের প্রতি সুস্পষ্ট অনাস্থা, তা অস্বীকারের উপায় নেই।

যে নির্বাচন নিয়ে সারা পৃথিবী উৎসাহী, সেই নির্বাচনে ফরাসি ভোটারদের এক-চতুর্থাংশ ভোট দেননি; ১৯৬৯ সালের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে এত কম ভোটারের উপস্থিতি কখনোই ঘটেনি। প্রায় ১০ শতাংশ ভোটার তাঁদের ব্যালট সাদা জমা দিয়েছেন বা অন্য কারও নাম লিখে দিয়েছেন। ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতা মারি লো পেনের পিতা জ লো পেন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, সে সময় তাঁর পাওয়া ভোটের হার ছিল ১৭ দশমিক ৮ শতাংশ (৬ দশমিক ২ মিলিয়ন); তাঁর

> ম্যাখোঁর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে লোকরঞ্জনবাদী রাজনীতির শেষ অধ্যায় রচিত হলে বলে যাঁরা আশা করছেন, তাঁদের আশাবাদের সঙ্গে এখনো একমত হতে পারছি না। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে এই নির্বাচনের কোনো প্রভাব নেই।

উত্তরসূরি ও কন্যা মারি লো পেন পেয়েছেন ৩৪ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট (প্রায় ১৬ মিলিয়ন)। ম্যাখোঁর বিজয়ে ফ্রান্সের দলগুলো নিঃসন্দেহে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে, কিন্তু এসব তথ্য তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক মনে হয় না। তদুপরি সামনের দিনগুলোতে তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ উপস্থিত আছে।

ছয় সপ্তাহ পর দেশের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচন, সেই নির্বাচনেই কার্যত নির্ধারিত হবে কে হবেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের চেয়ে কম তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। ফলে আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ম্যাখোঁ যদি তাঁর দল তৈরি করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নিদেনপক্ষে বড় ধরনের বিজয় অর্জন করতে না পারেন, তাহলে তাঁর পক্ষে দেশশাসন হবে প্রায় অসম্ভব। এর বিকল্প হচ্ছে যাঁরাই বিজয়ী হবেন, তাঁদের সঙ্গে সমঝোতা তৈরি। রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ম্যাখোঁ সেটা পারবেন কি না, সেটাই প্রশ্নসাপেক্ষ।

অতীতে নিজের দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছাড়া আদর্শিকভাবে বিপরীত মেরুর প্রধানমন্ত্রী নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা খুব ভালো নয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সালে প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক এবং প্রধানমন্ত্রী লিওনেল জসপার মধ্যকার টানাপোড়েনের কথা নিশ্চয় স্মরণে থাকবে। এগুলো অন্য সময়ে যতটা বিবেচ্য ছিল, এখন তার চেয়ে বেশি, কেননা, এখন ন্যাশনাল ফ্রন্টের খড়্গ ঝুলতে থাকবে। যখন প্রায় ১০ শতাংশ বেকারত্বের হার, বৈষম্যের কারণে অভিবাসী এবং বর্ণ ও ধর্মের কারণে সংখ্যালঘুদের মধ্যে যখন ক্ষোভ-বিক্ষোভ বিরাজমান এবং যখন উগ্র জাতীয়তাবাদীরা মনে করছেন এখন বাতাস তাঁদের অনুকূলে, সেই সময়ে যেকোনো সংকটের পরিণতি নিশ্চয় আগের মতো, কেবল প্রতিষ্ঠিত দুই দলের মধ্যে ক্ষমতার হাতবদলের ঘটনার দিকে এগিয়ে যাবে মনে করার কারণ নেই। ফলে, এই নির্বাচনের ফলাফলকে ফরাসি রাজনীতির জন্য নতুন পথের সূচনা করল, প্রতিষ্ঠিত দল ও নেতারা যদি তাকে পরিচালনা করতে না পারেন, তবে তাতে লাভ হবে উগ্রপন্থীদেরই।

ম্যাখোঁর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে লোকরঞ্জনবাদী রাজনীতির শেষ অধ্যায় রচিত হলে বলে যাঁরা আশা করছেন, তাঁদের আশাবাদের সঙ্গে এখনো একমত হতে পারছি না। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে এই নির্বাচনের কোনো প্রভাব নেই। অবশ্যই এই সাফল্য অন্যদের লোকরঞ্জনবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উৎসাহী করবে, উগ্রবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তি জোগাবে। নেদারল্যান্ডসের নির্বাচনে ফ্রিডম পার্টির নেতা গার্ট ওয়াইলডারের পরাজয়, ব্রিটেনের স্থানীয় নির্বাচনে উগ্র দক্ষিণপন্থী ইউকিপের তাঁদের প্রত্যাশিত ফল পেতে ব্যর্থতা এবং এখন ফরাসি নির্বাচনের মধ্যে আশার ইঙ্গিত আছে।

কিন্তু বিস্মৃত হওয়ার সুযোগ নেই যে ফ্রিডম পার্টি নেদারল্যান্ডসে তৃতীয় বৃহত্তম দলে পরিণত হয়েছে, ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে এখনো উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সমর্থনে খুব বেশি ভাটা পড়েনি। ফলে এখনো ইউরোপে লোকরঞ্জনবাদের মৃত সেংবাদ লেখার সময় আসেনি। সেটা সম্ভব হবে যদি বিরাজমান উদার গণতন্ত্রের যেসব ত্রুটি উন্মোচিত হয়েছে, সেগুলো মোকাবিলায় আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং বিশ্বায়ন এবং দেশের অভ্যন্তরের অন্যায্য ব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্য বাড়াচ্ছে, তা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আর পশ্চিমা বিশ্বের বাইরে যাঁরা লোকরঞ্জনবাদী কর্তৃত্ববাদী শাসন মোকাবিলা করছেন, তাঁদের জন্য সম্ভবত ফ্রান্স নির্বাচনের বার্তা এই যে এখনো একেবারে সম্পূর্ণ আশাহত হওয়ার কারণ নেই।

আলী রীয়াজ: যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের অধ্যাপক।

পৃথিবী ধ্বংস হবে না, স্টিফেন হকিং!

ফারুক ওয়াসিফ

ষোলো শতাব্দীর ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ট্রাডামুসের চেয়ে বিশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর দাম বেশি। বহুবার নস্ট্রাডামুসের নামে 'কেয়ামত'-এর ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, বহুবার সেসব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু 'সময়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এর লেখক হকিং যখন বলেন, 'বাঁচতে হলে মানুষকে ১০০ বছরের মধ্যে পৃথিবী ছাড়তে হবে'; তখন কাণ্ডজ্ঞানওয়ালা মানুষ ভয় পাবেই। অবশ্য জনাব ট্রাম্পের কথা আলাদা, তিনি নিজেকে ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করেন না। আর কে জানে, ট্রাম্প সাহেবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণেই হকিং সাহেব তাঁর আগের কথা থেকে সরে এসেছেন কি না। গত বছর তিনি জানিয়েছিলেন, আগামী এক হাজার বছরের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংস হবে। ইতোমধ্যে ট্রাম্প সাহেব এসেছেন, হকিংয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ ৯০০ বছর কমে গেছে।

হকিং মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন, উল্কাঝড়ের আঘাত এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে মানুষকে ১০০ বছরের মধ্যে অন্য কোনো গ্রহে উপনিবেশ গাড়তে হবে। মানুষের আহাম্মকি ও লোভের কারণে এই বিপর্যয় ঘটবে বলে তাঁর ধারণা। প্রধানতম আহাম্মকি পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতা, আর লোভের খেসারত পৃথিবী দিচ্ছে জলবায়ুর বারোটা বাজানোর মাধ্যমে।

পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কার কথাই ধরি। ক্ষমতায় এসেই ট্রাম্প পরমাণু শক্তিধর উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে চলেছেন, দক্ষিণ চীন সাগরের একটি দ্বীপ নিয়ে চীনকেও হম্বিতম্বির মধ্যে রেখেছেন। গত মাসে তো উত্তর কোরিয়া বরাবর যুদ্ধজাহাজের বহরই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে চীনের হুমকিতে তাঁর মতি ফেরে। যে পৃথিবীতে একই সঙ্গে ডোনালড ট্রাম্প ও কিম জং-উন ক্ষমতায়, সে পৃথিবীর ভরসা কম। দুজনের হাতেই পরমাণু বোমার চাবি এবং একজন আমেরিকা, আরেকজন উত্তর কোরিয়ার মতো যুদ্ধংদেহী রাষ্ট্রের নেতা। এমতাবস্থায় ভয় না পাওয়াই বোকামি।

হকিংয়ের চোখে দ্বিতীয় প্রধান বিপদের কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই প্যারিস চুক্তি থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। প্যারিস চুক্তিতে বিশ্বকে উত্তপ্ত করার জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাত মোকাবিলায় গরিব দেশগুলোকে অর্থসাহায্যের অঙ্গীকার করা হয়েছিল। চীনের পর আমেরিকাই সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী দেশ। ট্রাম্প ওবামার কয়লাবিদ্যুৎ বর্জন এবং পরিষ্কার জ্বালানি ব্যবহারের পরিকল্পনাও বাতিল করবেন বলেছেন।

আসলে জলবায়ু পরিবর্তন কারণ নয়, তা হলো ফল। পৃথিবীর পানি-বাতাস-মাটি বিষিয়ে ফেলার ফল। মুনাফার জন্য হেন কাজ নেই যা পুঁজিবাদ করতে পারে না, বলেছিলেন মার্ক্স। জলবায়ু পরিবর্তন তাঁর কথাটা সত্য প্রমাণ করছে। পুঁজিবাদ বরং পৃথিবীকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করবে, তবু এই সর্বনাশা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বদলাবে না। এ ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রকৃতি ও সম্পদকে শেষ পর্যন্ত নিংড়ে না নিয়ে থামবে না। পুঁজিবাদ যেহেতু নিজে থেকে বদলাবে না, তাই পৃথিবীটাই বদলে ফেলো, চাঁদে বা মঙ্গলে গিয়ে বসতি করো। হকিংয়ের কথায় এই তিক্ত সত্যটাই উঠে এল।

এখন উপায়? উপায় খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ল আরেকজন ভবিষ্যদ্বক্তার কথা। তিনি আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন দেখতে পেয়েছেন। গালতুংয়ের এ বিষয়ে বইয়ের নাম, 'দ্য ফল অব দ্য আমেরিকান অ্যাম্পায়ার-অ্যান্ড দেন হোয়াট?' (আমেরিকান সাম্রাজ্যের পতন এবং তারপর কী?) গত বছর নোবেল পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন এই সমাজবিজ্ঞানী। তাঁর নাম ইয়োহান গালতুং। নরওয়েজীয় এই অধ্যাপক শান্তি ও সংঘাত অধ্যয়নকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেন। তাঁকে জ্ঞানের এই শাখার জনকও বলা হয়। তাঁর অবদান বিস্তর। কিন্তু যে জন্য তিনি এখানে প্রাসঙ্গিক তা হলো, তিনি বিশ্বরাজনীতির অনেকগুলো মহাঘটনার নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ১৯৮০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; তাঁর সময়সীমার দুই মাস আগেই ঘটনাটি ঘটে যায়। ১৯৭৮ সালের ইরান বিপ্লব, ১৯৮৯-এ চীনের তিয়েনআনমেন চত্বরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৮৭, ২০০৮ ও ২০১১ সালের তিনটি অর্থনৈতিক সংকট, এমনকি ৯/১১-এর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণীও নিখুঁত যথার্থতায় করেছিলেন তিনি।

গালতুং অনেকগুলো জ্ঞানশাস্ত্র মিলিয়ে দ্বন্দ্ব-সংকটের বিশ্লেষণ থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতিটা বের করেছেন। এহেন মারাত্মক ব্যক্তি ২০০০ সালে বলেছিলেন, ২৫ বছরের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে। প্রেসিডেন্ট বুশ নির্বাচিত হওয়ার পর পতনবিন্দু পাঁচ বছর এগিয়ে করেন ২০২০ সাল। বুশের চরম যুদ্ধবাজ আচরণ পতনকে ত্বরান্বিত করছে বলে তিনি মনে করেন। ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর ভাবনা হলো, ইনিও পতনকে এগিয়ে আনছেন। অবশ্য সতর্ক বৈজ্ঞানিক শর্ত যোগ করে বলেছেন, চূড়ান্ত রায় দেওয়ার আগে দেখতে চান, বাস্তবে এই ধনকুবের কী করেন। ট্রাম্প প্রেসিডেন্সির ১০০ দিন গেছে। তিনি তাঁর বিপর্যয়কর গতিপথ এখনো ছাড়েননি। ছাড়বেন বলেও মনে হচ্ছে না।

কেয়ামতের ঘড়ি: ১৯৪৭ সালে একদল পরমাণু বিজ্ঞানীর তৈরি এই প্রতীকি ঘড়ি দেখাচ্ছে, ধ্বংস থেকে মানবজাতি কতটা দূরে। ধ্বংসের সময়কে মধ্যরাত ধরা হয়। বর্তমানে সেই মূহুর্তে থেকে মানবজাতি আড়াই মিনিট দূরে আছে বলে এই ঘড়ি দেখাচ্ছে। এই সময়টাও প্রতীকি, এর অর্থ বিপদ খুব কাছেই।কেয়ামতের ঘড়ি: ১৯৪৭ সালে একদল পরমাণু বিজ্ঞানীর তৈরি এই প্রতীকি ঘড়ি দেখাচ্ছে, ধ্বংস থেকে মানবজাতি কতটা দূরে। ধ্বংসের সময়কে মধ্যরাত ধরা হয়। বর্তমানে সেই মূহুর্তে থেকে মানবজাতি আড়াই মিনিট দূরে আছে বলে এই ঘড়ি দেখাচ্ছে। এই সময়টাও প্রতীকি, এর অর্থ বিপদ খুব কাছেই।

পতনের আগে আমেরিকা সংক্ষিপ্ত ফ্যাসিবাদী শাসনের মধ্যে দিয়ে যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস। সোভিয়েত ইউনিয়নের বেলায় তিনি পাঁচটি মৌলিক দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করেছিলেন, আমেরিকার বেলায় করেছেন ১৫টি। ইতিমধ্যে অনেক লক্ষণ মিলে যাচ্ছে, নতুন শতকের অর্থনৈতিক ভরকেন্দ্র সরে এসেছে এশিয়ায় আর তার মধ্যমণি হিসেবে বসে আছে চীন। আমেরিকার মিলিটারি ও টাকা আছে, আর চীনের আছে টাকা ও মিলিটারি। তবে বৈশ্বিক স্তরে পতিত আমেরিকা ধ্বংস হবে না, ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াবে আরও গণতান্ত্রিক এক আমেরিকান প্রজাতন্ত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের বদলে তা হবে, কনফেডারেশন।

দুনিয়ার বহু বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী, জিহাদি, শান্তিবাদী এবং জ্ঞানী ও মূর্খ গোছের মানুষ আমেরিকার পতন কামনা করে আসছেন। রাজপথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিপাত যাওয়ার স্লোগান ওঠেনি, এমন দেশ পাওয়া বিরল। কিন্তু গালতুংয়ের 'সাম্রাজ্যের পতন' মানবিক যুক্তরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখায়। তা যদি হয়, তাহলে পরমাণু যুদ্ধের হুমকি কমে যাওয়ার কথা, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলোও দুর্বল হওয়ার কথা। যুদ্ধের থাবায় মানুষ আর ভোগবাদের গ্রাস থেকে পৃথিবীর প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষা পাওয়ার কথা। কিন্তু সে আশার গুড়ে সম্ভবত প্রচুর পরিমাণ বালি মেশানো। যে চীনা শতাব্দী আসছে, সেই চীনের যুদ্ধক্ষমতা, মুনাফার লোভ এবং পরিবেশ-বৈরী ব্যবসা কম ধ্বংসাত্মক নয়। চীনা পুঁজিবাদ মোটেও মানবিক হবে না। এখনো হয়তো তা পেশি দেখায়নি, কিন্তু আমেরিকার শূন্যতা তা দ্রুত পূরণ করতে চাইবে। তার জন্য যুদ্ধ বাধাতে যাবে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের তথা রাশিয়া কিংবা ভারতের সঙ্গে। তাই হকিংয়ের নিরাশাবাদের পাল্লাই ভারি বলে দেখা যায়। তারপরও শেষ কথা মানুষ। মানুষ হলো ইতিহাসের ক্যালকুলাসের সেই 'এ' ফ্যাক্টর, যাকে ছাড়া কোনো অঙ্কই মিলবার নয়। সম্মিলিত মানুষ, যার কথা জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় এভাবে বলেছিলেন, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব রয়ে যায়।' সেই মানুষ শেষ পর্যন্ত ইতিবাচক প্রাণী। তাই এই কবির মনে হয়েছিল, 'কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী।' এই মানুষের বৈশ্বিক উত্থানও পৃথিবী দেখেছে আরব বসন্তে, অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলনে, প্যারিসের গরিব কৃষ্ণকায় তরুণদের গণ-অভ্যুত্থানে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মার্কিন জনতার মিছিলও আশা জাগিয়েছিল।

পৃথিবীর রাজনীতি পেন্ডুলামের মতো দোলে। একবার অতি ডানের ধ্বংস-হাতে পড়ার পর পৃথিবী বাঁ দিকে মোড় নিয়ে বাঁচে। এভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একের পর এক দেশ বিপ্লবী হয়েছিল, স্বাধীন হয়েছিল, মুক্তিকামী হয়েছিল। হয়তো এত এত যুদ্ধ-হত্যা-রিরংসা পার হয়ে আমরাও পৌঁছাব কোনো নবীনতর ভোরে। ব্যক্তিমানুষ আত্মহত্যা করে, কিন্তু প্রজাতিগতভাবে আত্মহত্যা করতে অক্ষম সৃষ্টির যেকোনো প্রাণী। আর মানুষ তো উন্নততর প্রাণী। প্রজাতিগত সুরক্ষার চেতনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই মানুষের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাওয়া ছাড়া উপায় আর নেই।

বাতাসে নির্বাচনের গন্ধ, তবে কিসের হাহাকার!

এ কে এম জাকারিয়া

বর্তমান সংসদ যাত্রা শুরু করেছিল ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি। সেই হিসাবে ২০১৯ সালের ২৮ জানুয়ারি বর্তমান সংসদের মেয়াদ শেষ হবে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী, সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। ফলে আগামী বছরের ৩০ নভেম্বর থেকে ২০১৯ সালের ২৮ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। এসব হিসাব-নিকাশ বলছে, আগামী নির্বাচন এখন থেকে কম করে হলেও এক বছর আট মাস দূরে। তবে আমরা এখন থেকেই একটি নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরির উদ্যোগ-আয়োজন লক্ষ করছি। নির্বাচন নিয়ে সব পক্ষের তরফেই যে ভেতরে-ভেতরে জোর নড়াচড়া শুরু হয়েছে, তা টের পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে এখন নির্বাচনের গন্ধ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পক্ষে আগামী নির্বাচনে ভোট চাওয়া শুরু করেছেন। আর বিএনপি একদিকে 'নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার' বা 'নির্বাচনের পরিবেশ' নিয়ে নানা কিছু বলছে, কিন্তু একই সঙ্গে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য দলটি যে 'সদা প্রস্তুত', সেটা বুঝিয়ে দিতেও এখন আর রাখঢাক করছে না। তবে 'নির্বাচন' নিয়ে এসব আগাম নড়াচড়া বা কথাবার্তার মধ্যে যাঁরা আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনা দেখছেন, তাঁরা সম্ভবত ভুল ভাবছেন। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি যে ধরনের একটি নির্বাচন হয়েছিল, তাতে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে খুব দ্রুতই একটি আগাম নির্বাচন হতে যাচ্ছে। কিন্তু সরকার সে পথে পা বাড়ায়নি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বে 'আগাম নির্বাচন' বিষয়টি সরকারের পিছু হটা বা বিরোধী পক্ষের বিজয় হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে সরকার নির্বাচনের আগে বিএনপিকে একটি 'বিজয়' তুলে দেবে বলে মনে হয় না।

সবচেয়ে বড় কথা, আগাম নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর কোনো চাপও নেই। ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের এক বছরের মাথায় নির্বাচন বর্জনকারী বিএনপি-জামায়াত পেট্রলবোমানির্ভর যে আন্দোলনের কৌশল নিয়েছিল, তা কোনো কাজে তো দেয়ইনি; বরং ফল হয়েছে উ"া। তাদের এই আন্দোলন সরকারকে কঠোর থেকে কঠোর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। সরকারের নানামুখী দমন-পীড়নে বিরোধী রাজনৈতিক পক্ষ বলতে যা বোঝায় তারা একেবারেই কোণঠাসা। সরকারের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন তো দূরের কথা, এসব মুখে আনতেও মনে হয় তারা ভয় পাচ্ছে। সহিংস আন্দোলন বা নির্বাচন বর্জনের মতো 'পুরোনো পথে' হাঁটার ঝুঁকি নেওয়ার মতো অবস্থা দলটির এখন আর নেই। ফলে সরকার মেয়াদ পূর্ণ না করে আগাম নির্বাচন দিতে যাবে কোন দুঃখে!

নির্বাচনের বেশ আগে এই যে নির্বাচনী 'হাওয়া' বইতে শুরু করছে বা হাওয়া তোলার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে, তার পেছনে যা কাজ করছে তা হচ্ছে, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নজিরবিহীন নির্বাচন। আসলে এই নির্বাচনের কালো স্মৃতি থেকে সবাই বের হয়ে আসতে চায়। এমন একটি নির্বাচনের পর আগাম নির্বাচন এড়িয়ে মেয়াদপূর্তির দিকে এগোনোকে অনেকেই সরকারের সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ও একতরফা ওই নির্বাচন নিয়ে সরকারি দল আওয়ামী লীগের অস্বস্তি কোনোভাবেই দূর হওয়ার কথা নয়। সব দলের, বিশেষ করে বিএনপির অংশগ্রহণে একটি নতুন নির্বাচনই আওয়ামী লীগকে ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের অস্বস্তি থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিতে পারবে। আগামী নির্বাচন নিয়ে আগেভাগেই একটি নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরি তাই খুবই জরুরি।

আবার ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করা নিয়ে বিএনপির অস্বস্তিও কম নয়। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে ও শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে না ও বিএনপিকে নির্বাচনে হারিয়ে দেওয়া হবে–এই ভয় থেকেই বিএনপি ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বর্জন করেছিল। কিন্তু ওই নির্বাচন বর্জন বিএনপিকে কিছুই দেয়নি। নির্বাচনে না গিয়ে বিএনপি কার্যত সবই হারিয়েছে। আশঙ্কা অনুযায়ী জোরজবরদস্তি করে বিএনপিকে হারিয়ে দেওয়া হলেও অন্তত 'বিরোধী দল'-এর দাপট নিয়ে দলটি চলতে পারত। নির্বাচন বর্জন করে দলটি সেই সুযোগ হারিয়েছে। আর দলের নেতা খালেদা জিয়ার 'বিরোধী দলের নেতার' মর্যাদা পাওয়ার পরিস্থিতিটিও নষ্ট হয়েছে। সরকার সেই সুযোগ ভালোভাবেই নিচ্ছে। বিভিন্ন মামলায় হাজির দিতে দিতেই এখন হয়রান হতে হচ্ছে খালেদা জিয়াকে। দলটি এখন যে অবস্থার মধ্যে পড়েছে তাতে মনে হয়, আর নির্বাচন বর্জনের কৌশল নয়, বিএনপি বরং নির্বাচনে যেতে প্রস্তুত হচ্ছে। দলটির মহাসচিবের কথা অনুয়ায়ী '৩০০ আসনে ৯০০ প্রার্থী' নিয়ে বিএনপি এখন তৈরি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে ভয় ও আশঙ্কা থেকে বিএনপি ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে যায়নি, আগামী নির্বাচনের আগে কি সেসব দূর হবে? 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের দাবি থেকে বিএনপি অনেক আগেই সরে এসেছে। এখন 'নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার'-এর দাবি তোলা হচ্ছে। বিএনপির এ ধরনের কোনো দাবি কি আদৌ পূরণ হবে? আর দাবি পূরণ না হলে দলটি কী করবে? আওয়ামী লীগ যেভাবে করতে চাইছে সেভাবেই তারা নির্বাচনে যাবে? নির্বাচনের হাওয়া বইছে বা হাওয়া তৈরির চেষ্টা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু এই বিভ্রান্তির তো কোনো উত্তর মিলছে না।

আওয়ামী লীগ বা বিএনপির মতো দলগুলোর নির্বাচনে অংশ নেওয়ার অর্থ, হয় সরকার গঠন করা, নয়তো 'প্রধান বিরোধী দলের' ভূমিকা নেওয়া। এখন 'নির্বাচনসহায়ক সরকার' বা এ ধরনের কিছু না পেয়ে বিএনপির নির্বাচনে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সেই পুরোনো ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দলীয় সরকারের অধীনে যে কারণে দলটি ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়নি। সেই একই বাস্তবতায় যদি আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয় বা নিতে বাধ্য হয়, তবে এটা ধরে নিতে হবে যে আপাতত বিএনপির লক্ষ্য সম্ভবত 'বিরোধী দল' হিসেবে নিজেদের অবস্থান দখল করা। দলের চেয়ারপারসনের 'বিরোধীদলীয় নেতার' মর্যাদা নিশ্চিত করা এবং সেই সূত্রে মামলা-মোকদ্দমা থেকে ছাড় পাওয়া।

আগামী নির্বাচন কতটা অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে, তা আগে বলা অসম্ভব। তবে সংসদ কার্যকর থাকা অবস্থায় ও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে প্রভাবমুক্তভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে সংশয় থেকে যাবেই। নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে আরেকটি ৫ জানুয়ারি মার্কা একতরফা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনের দায় হয়তো সরকারকে নিতে হবে না। কিন্তু শুধু নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি নির্বাচনই তো সব নয়। ৫ জানুয়ারির ক্ষতে প্রলেপ দিতে হলে আগামী নির্বাচনটিকে প্রকৃত অর্থেই অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্যভাবে আয়োজন করতে হবে। এ ধরনের একটি নির্বাচনের 'ঝুকি' নিতে আওয়ামী লীগ আসলে কতটা প্রস্তুত?

আওয়ামী লীগ টানা দুই দফা ক্ষমতায় রয়েছে। ক্ষমতায় থাকলে বিরোধী দলের রাজনীতিকে যেমন নাই করে দেওয়া যায় বা সবখানেই সরকারি দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, তেমনি এর অনেক কুফলও ভোগ করতে হয়। দেশ পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যর্থতা ও অদক্ষতার দায় খুব স্বাভাবিকভাবেই সরকারি দলকে নিতে হয়। ক্ষমতায় থাকলে দল অজনপ্রিয় হয়। দলীয় নেতা-কর্মীরা বাড়াবাড়ি করেন, নানা অপকর্ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ও সাংসদের ভূমিকায় স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ রয়েছে। এখন ৫ জানুয়ারির কলঙ্ক ঢাকতে সরকার যদি আগামী নির্বাচনকে একটি স্বচ্ছ, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মর্যাদা দিতে চায়, তবে সেই নির্বাচনে পরপর দুবার সরকার পরিচালনার পর আওয়ামী লীগ কী নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হবে?

বিভিন্ন সূত্রে এখন পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চমক হবে সম্ভবত প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়ন। বর্তমানে যাঁরা সাংসদ রয়েছেন বা যাঁরা আগামী নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান, তাঁদের ব্যাপারে গোয়েন্দা মাধ্যমসহ নানা সূত্রে তথ্য সংগ্রহ করেছে সরকারি দল। বর্তমান সাংসদদের একটি বড় অংশ আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন পাবেন না বলে শোনা যাচ্ছে। দলে এত দিন খুব প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান হিসেবে বিবেচিত ছিলেন কিন্তু স্থানীয় বা জাতীয়ভাবে যাঁদের ভাবমূর্তি খারাপ, তাঁরা এবার মনোনয়নের তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারেন। এর বদলে দলের সমর্থক স্বচ্ছ ও ভালো ভাবমূর্তির বেশ কিছু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে পারে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনী সমঝোতা করতে পারে বাম ও প্রগতিশীল কিছু দলের সঙ্গে, যাতে পরিচিত ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কিছু নেতাকে সংসদে নিয়ে আসা যায়।

রাজনীতির বিষয়ে চূড়ান্ত কিছু বলে দেওয়া যায় না। আর বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে আগাম কিছু ধারণা করাও বেশ কঠিন। কারণ, বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে যেসব ধারণা করা হয়, সেই বাস্তবতা পালটাতে সময় লাগে না। ফলে দলগুলোর কৌশলও পালটে যায়। এখন যে বিএনপি নিজেকে নির্বাচনের জন্য 'সদাপ্রস্তুত' বা ৩০০ আসনে ৯০০ প্রার্থী তৈরি বলে আওয়াজ দিয়ে আসছে, শেষ পর্যন্ত দলটি যে নির্বাচনে যাবেই, তার শতভাগ নিশ্চয়তা কি এখনই দেওয়া যায়? আগামী নির্বাচনে অংশ না নিয়ে বিএনপির কোনো উপায় নেই–এমন আত্মবিশ্বাস অনেক আওয়ামী লীগ নেতাদের মুখে আমরা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এই 'আত্মবিশ্বাসই' কি শেষ কথা? অথবা আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনয়নের আলোচ্য কৌশল কি দলটি আসলেই নেবে? নাকি নির্বাচনে জেতার জন্য খারাপ ভাবমূর্তির প্রার্থীদেরই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাতে হবে?

কবি সমর সেনের কবিতার একটি লাইন আছে, 'বাতাসে ফুলের গন্ধ, আর কিসের হাহাকার'। বাংলাদেশের রাজনীতির বাতাসে এখন নির্বাচনী গন্ধ। ফুলের গন্ধ মানেই সুবাস, কবির বিবেচনায় হাহাকার দূর করার দাওয়াই। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচন তো সব সময় সুবাস ছড়ায় না। একতরফা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বা দেশের গণতন্ত্র নিয়ে যাঁদের মনে 'হাহাকার' আছে, আগামী নির্বাচন তার কতটা দূর করবে কে জানে!

এ কে এম জাকারিয়া: সাংবাদিক।

মিসরের অবস্থা ইরাকের মতো হতে পারে

রবার্ট ফিস্ক

বিদ্রোহ দমনের, অর্থাৎ 'সন্ত্রাসবাদ'বিরোধী যুদ্ধে সব সময়ই দুর্নীতি ও পালটা খুন হয়। এখন মিসরও তার প্রতিবেশীদের মতো এক দূষিত পথ অনুসরণ করতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা হচ্ছে, তারা সিনাইয়ে আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এক খুনি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে নামিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ সেনাবাহিনীরই ছায়া মিত্র থাকে, যারা তার তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে। এরা আবার বেসামরিক লোকদের সঙ্গে নৃশংস আচরণ করতে পারে। ১৯৭৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সিরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, ইসরায়েল প্রভৃতি দেশ লেবাননের যে রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলেছিল, তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কিন্তু শেষমেশ দেখা গেল, সব দেশই এই মিত্রদের নৃশংসতায় লজ্জিত হয়েছে।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে মিসর সিনাই উপদ্বীপে উর্দিধারী রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করছে। কারণ, সেখানকার বড় অংশ আইএস দখল করে নিয়েছে। মিসরের এই প্রেসিডেন্ট কিন্তু দেশটির প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুরসিকে উৎখাত করেছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, আইএসবিরোধী যুদ্ধ কোন পর্যায়ে চলে গেছে যে মিসরের প্রেসিডেন্ট একজন ফিলড মার্শাল হওয়া সত্ত্বেও এই পদক্ষেপ নিলেন। এখন মিসরের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ওপর প্রতিদিন হামলা হয়। অন্যদিকে বেসামরিক মানুষ পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মনে যেমন আইএসের ভয় আছে, তেমনি সেনাবাহিনীর 'সহযোগীদের' ব্যাপারেও তাদের ভয় আছে। এরা নাকি 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তিদের তুলে নিয়ে হত্যা করছে।

কায়রোতে একাধিক ভিডিও ফুটেজ রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে, দুই বেসামরিক নাগরিককে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করার পর রাইফেল দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। আরেকটি ভিডিওতে আটজন বেসামরিক নাগরিকের মরদেহ দেখা যাচ্ছে, যার মধ্যে দুজনের লাশ আগের ভিডিওতেই দেখা গেছে। দৃশ্যত, তারা সন্ত্রাসী–এটা বোঝানোর জন্য তাদের মরদেহের পাশে অস্ত্র শোয়ানো আছে। মিসরীয় সেনাবাহিনীর এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এই মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিচ্ছেন। এই ভিডিওগুলো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এগুলো দেখে নিন্দা জানিয়ে বলল, এটা জঘন্য কাজ হয়েছে। তারা ইঙ্গিত দিল, সিনাইয়ে মিসরীয় সরকারের অভিযান 'নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে'। তারা এ-ও বলল, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সশস্ত্র গাড়িতে বন্দীদের হত্যাকাণ্ডের স্থানে আনা হয়েছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ দাবি করছে, মিসরীয় সেনাবাহিনী যত দিন মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ না করছে, তত দিন যেসব দেশ মিসরীয় সেনাবাহিনীকে অস্ত্র, সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, তাদের উচিত হবে এই সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া। তাদের এই দাবি আকাশকুসুম কল্পনার শামিল।

মাথাগরম মার্কিন প্রশাসন ও তাদের ভারসাম্যহীন প্রেসিডেন্ট নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন। সম্প্রতি তারা মানবাধিকারের ব্যাপারে বাহরাইনের সরকারের সংখ্যালঘু অংশ ও রাজতন্ত্রের উদ্বেগকে মোটেও পাত্তা না দিয়ে দেশটির কাছে এফ-১৬ বিমান বিক্রি করতে সম্মত হয়েছে। রাশিয়া যখন সিরীয়দের রক্ষায় এগিয়ে এসেছিল, তখন কি তারা এমন দাবি করেছিল? বেসামরিক সুন্নি নাগরিকেরা ফালুজা ছেড়ে যাওয়ার সময় শিয়া জঙ্গিরা তাদের গুম করে দিচ্ছিল, সে সময় মার্কিন সেনারা ইরাকি সেনাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে পাহারা দিচ্ছিল। এই সুন্নি বেসামরিক নাগরিকেরা এখন মসুল ছেড়ে যাচ্ছে। অথচ মার্কিন সেনারা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি। আর উল্লিখিত ভিডিওচিত্রের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কোন দেশটি আরব দেশের সঙ্গে লাভজনক অস্ত্র ব্যবসা বন্ধ করে দেবে? এমনকি টাইম ম্যাগাজিন অনেক মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশস্তি গাইলেও তারা বলতে পেরেছে, 'মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্প একজন নির্ভরযোগ্য ও সমমনা মিত্র চান। তাঁর চাওয়ার সঙ্গে সিসির বৈশিষ্ট্যের মিল আছে।' বাহরাইন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছে, সিসিও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সেই ব্যবহার চান। এ মুহূর্তে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দেনদরবার করছেন, যাতে তারা মুসলিম ব্রাদারহুডকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেয়। একইভাবে, তুরস্কের রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান চান, যুক্তরাষ্ট্র যেন গুলেনবাদীদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়। কুর্দিদের একটি গোষ্ঠীকেও তিনি সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করাতে চান, যারা আইএসবিরোধী যুদ্ধে নিজেদের যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র (এটা তাদের অজ্ঞতা) মনে করে।

সিনাই নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তারা যে পুলিশ, সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছে, সেটাও আমলে নিতে হবে। 'অবিশ্বাসীদের' শিরশ্ছেদ করা হয়েছে, খ্রিষ্টানদের হত্যা করা হয়েছে; সিগারেট বিক্রেতাকে প্রহার করা হয়েছে এবং কিছু কিছু জেলায় নারীদের নেকাব পরতে বাধ্য করা হয়েছে। অন্য কথায়, এটি আইএসের জমানায় গোত্রকেন্দ্রিক নৃশংসতা। আর এখন কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও তান্তায় খ্রিষ্টানদের গির্জায় হামলা হয়েছে। এমনকি মিসরের মধ্যাঞ্চলেও আইএসের আক্রমণ হতে পারে। সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে আরও সেনা মোতায়েন করা হবে। এর সঙ্গে আরও আরও খুনি জঙ্গি সৃষ্টি হবে।

১৯৯২-৯৮ সাল পর্যন্ত আলজেরীয় সরকার 'সন্ত্রাসবিরোধী' যুদ্ধে জেতার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিল, মিসরীয় গণমাধ্যম এখন সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কায়রোর গণমাধ্যম এখন বলে যাচ্ছে, 'সন্ত্রাস'বিরোধী যুদ্ধে মিসর পরাজিত হয়েছে বলা যাবে না, কারণ, লন্ডন, প্যারিস ও স্টকহোমও 'সন্ত্রাসের' শিকার হচ্ছে। কাতারের অর্থায়নে পরিচালিত আল-আরাবি আল-জাদিদ নামের এক ওয়েবসাইট সিনাইয়ের এই যুদ্ধের সঙ্গে পিকেকের বিরুদ্ধে তুরস্কের যুদ্ধের তুলনা করেছে।

বস্তুত, কায়রোর জনগণ আল-সিসির নতুন পুলিশি রাষ্ট্রের জমানায় বোধগম্যভাবেই নীরব ছিল। এখন তারা সামরিক 'রক্ষাকর্তাদের' ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, যারা মিসরকে দারিদ্র্য ও 'সন্ত্রাস' থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার করেছিল। খ্রিষ্টানেরা অবশ্যই এ কারণে সরকারের দ্বারা রক্ষিত হলেও মুসলিম-অধ্যুষিত দেশে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এই মুসলমান নাগরিকেরা বিপজ্জনকভাবে আবারও বিপ্লবের কথা বলছে। সম্ভবত, যে বিপ্লবে মোবারকের পতন হলো, সে রকম 'শুদ্ধ' বিপ্লব নয়। বহুকালের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ২০১১ সালে তরুণেরা যে বিপ্লব করল, মিসরীয়রা এখন তাকে কৌতূহলোদ্দীপকভাবে 'শুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে থাকে। ওদিকে আল-সিসি এখনো নিজেকে মহান মধ্যপন্থী বলে থাকেন, যিনি মিসরকে ইসলামি চরমপন্থার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

সমস্যা হচ্ছে, মিসরের সঙ্গে আইএসের নিয়ন্ত্রণহীন যুদ্ধ ও সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে আইএসের নতুন হন্তারক দলের তোড়ে মিসরের প্রতিষ্ঠানগুলো শিগগিরই ক্ষমতাহীন হয়ে যাতে পারে। আর রক্ষীবাহিনী যখন রাষ্ট্রের সম্ভাব্য শত্রুদের কতল করছে, তখন শুধু ইরাকের কথা ভাবুন।

অনুবাদ: প্রতীক বর্ধন, ব্রিটিশ দৈনিক দ্য ইনডিপেনডেন্ট থেকে নেওয়া। রবার্ট ফিস্ক : দ্য ইনডিপেনডেন্ট-এর মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধি।

একান্ত সাক্ষাৎকারে ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী

সরকার স্বৈরতন্ত্রের পথে

ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা। পড়াশোনা করেন নবকুমার ইনস্টিটিউট ও ঢাকা কলেজে। ১৯৬৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস শেষ করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য লন্ডনে যান। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশে ফিরে আসেন। মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের চিকিৎসার জন্য স্থাপন করেন ৪৮০ শয্যার একটি ফিলড হাসপাতাল। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তিনি স্থাপন করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন স্বাধীনতা পদক, র‍্যামন ম্যাগসাইসাই পুরস্কার, আন্তর্জাতিক পাবলিক হেলথ হিরো পুরস্কার, রাইট লাইভলিহুড পুরস্কার, সুইডিশ ইয়ুথ প্রাইজসহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননা। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশের জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। জাফরুল্লাহ্ চৌধুরীর জন্ম ১৯৪১ সালের ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাউজানে। ***সাক্ষাৎকার গ্রহণ: লোটন একরাম***

প্রশ্ন : বর্তমান সরকার সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :গণতন্ত্রবিহীন উন্নয়ন কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। সমালোচনা ও ভিন্নমত গ্রহণ করা ভালো সরকারের লক্ষণ। আমলাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সরকার গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্রের পথে হাঁটছে।

বঙ্গবন্ধুকন্যা, আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আমাদের প্রিয় মুজিব ভাই ৬৪ জেলায় গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি জনগণের হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করলে নতুন ৬৪ জেলা বা পুরনো ১৭ জেলাকে স্টেটে কিংবা ৮-১০টি প্রদেশে বিভক্ত করা উচিত। আমলারা প্রধানমন্ত্রীকে ভুলভাবে পরিচালিত করে বিভাগ সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ দখল করা ছাড়া বিভাগীয় কমিশনারের কোনো ভূমিকা নেই। যারা সচিবালয়ে স্থান পেলেন না, তারা বিভাগীয় কমিশনার হয়ে সরকারের অর্থ অপচয় করেন। বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদরাও বিভাগ সৃষ্টির জন্য তদবির করছেন। অবিলম্বে বিভাগ বিলুপ্ত করা উচিত। প্রদেশের গভর্নররা হয় নির্বাচিত হবেন, না হয় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হলে যতটা জবাবদিহি হয়, আমলাদের ততটা জবাবদিহি নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে বিচার, পররাষ্ট্র, অর্থ, বৈদেশিক বাণিজ্য, এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা, নৌবন্দর, বিমানবন্দর, টেরিটরি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং কর ব্যবস্থাপনা।

প্রশ্ন : দেশে জঙ্গি তৎপরতা এবং দমনে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :দেশে দুটি কারণে জঙ্গি সৃষ্টি হচ্ছে। একটি অভ্যন্তরীণ, অন্যটি বৈশ্বিক। জনগণের কথা বলার অধিকার না থাকায় নবীন তরুণরা ক্ষুব্ধ। একদিকে সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য; পশ্চিমা গোষ্ঠী কর্তৃক তেলবাণিজ্য ও ইসরায়েলের স্বার্থে মুসলিম দেশ আক্রমণে পৃথিবীর বহু মুসলিম তরুণ-তরুণী বিক্ষুব্ধ হয়েছে। জঙ্গি তৎপরতা প্রতিবাদের ভাষা হলেও এই পদ্ধতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জঙ্গি দমনের 'কৌশল' সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত দরকার। পাশাপাশি জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে জনগণকেও সচেতন করতে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, অনেক ইংরেজি স্কুল ও কওমি মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। পড়ানো হয় না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

প্রশ্ন : ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল বিএনপি বড় দু'দলই ভেতরে ভেতরে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নির্বাচন কি মেয়াদ শেষেই হবে, নাকি আগাম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :দু'দলই কমবেশি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিরোধী দলকে বেকায়দায় ফেলার কৌশল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে নেমেছেন। ২০১৮ সালের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী আগাম নির্বাচন দিয়ে দিলে আমি আশ্চর্য হবো না।

প্রশ্ন : বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অধীনেই নির্বাচন হওয়ার কথা। বিএনপি সহায়ক সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছে। আপনার মন্তব্য।

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :বিগত জাতীয় দশম সংসদ নির্বাচনসহ পরে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন কোনোটাই নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয়নি। অন্ধ ও বধির ছাড়া কেউ এসব নির্বাচনকে সুষ্ঠু নির্বাচন বলবে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে দশম সংসদ নির্বাচনের আগে নির্বাচনকালীন 'জাতীয় সরকারের' প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমনকি স্বরাষ্ট্র ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ও বিরোধী দলকে দিতে চেয়েছিলেন। প্রস্তাবটি খুবই ভালো ছিল। আমি আশা করি, প্রধানমন্ত্রী কথার খেলাপ করবেন না। শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে রেখে বিরোধী দলের সমন্বয়ে 'জাতীয় সরকার'-এর অধীনে নির্বাচন হলে ওই নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না। ওই নির্বাচন সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রশ্ন : বিএনপি নেতারা বলে আসছেন যে, এবার ২০১৪ সালের মতো 'একতরফা' নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। বিএনপির কি সেই সামর্থ্য আছে?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :আমিও তা মনে করি, এবার আর একতরফা নির্বাচন হবে না। বিগত নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া জাতীয় সরকারের প্রস্তাব এখনও বহাল থাকলে নির্বাচন একতরফা হবে না এবং নির্বাচন প্রতিহতের প্রশ্নও আসবে না।

প্রশ্ন : আপনি বিএনপির অনেক ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সংশোধনের নানা পরামর্শ দিয়ে আসছেন। এ মুহূর্তে বিএনপির প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র আনতে হবে- এটা অত্যাবশক। কান পরামর্শ নিয়ে ঢাকাতে নিজ বাড়িতে

অন্তরীণ থেকে কাঁচা-পাকা কমিটি ঘোষণা দুর্ভাগ্যজনক। আর সময়ক্ষেপণ না করে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে সারাদেশে গণসংযোগে বেরিয়ে পড়তে হবে। কারাবন্দি ১২-১৪ হাজার নেতাকর্মীকে জামিনে মুক্ত করে আনা ও দলের সর্বক্ষেত্রে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে হলে বিএনপিকে অবশ্যই সব বিরোধী দলকে নিয়ে একটি 'সম্মিলিত জাতীয় যুক্তফ্রন্ট' গঠন করতে হবে। বড় দলের অহমিকা ছেড়ে দিয়ে বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে বি. চৌধুরী, ড. কামাল হোসেনের বাড়িতে গিয়ে সৌজন্যমূলক আলোচনা করতে হবে। সিরাজুল আলম খানকে দেখতে যেতে হবে। দূরের বা কাছের রাষ্ট্রের দোয়া প্রার্থনা না করে জনগণের ওপর আস্থা রাখলে খালেদা জিয়ার বিজয় হবে। জনগণ ভারতের একগুঁয়েমি পছন্দ করে না।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতাদের চারিত্রিক, সামাজিক ও শ্রেণিগত কোনো পার্থক্য নেই। সম্মিলিত যুক্তফ্রন্টের ব্যানারে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কিছু পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে। এর মধ্যে থাকতে পারেথ

১. সব গুম, ক্রসফায়ারে মৃত্যু ও খুন হয়েছে- তা খতিয়ে দেখার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন। সুশাসনের লক্ষ্যে র‍্যাব ও অন্যান্য গুপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বিলোপ; ২. পোশাক ও অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের সামরিক বাহিনীর দরে রেশন প্রদান। স্বাস্থ্য ও সাধারণ বীমা সুবিধাসহ ন্যূনতম ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা বেতন নিশ্চিতকরণ; ৩. কৃষকের পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, কৃষক নিয়ন্ত্রিত সমবায় ভিত্তিতে প্রত্যেক গঞ্জে পাইকারি মার্কেট সৃষ্টি এবং কৃষক-শ্রমিকের সন্তানদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ প্রদান; ৪. রাজনৈতিক দলসহ সব ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ নারী প্রতিনিধির সুযোগ; ৫. সব নাগরিককে সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। প্রত্যেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সার্বক্ষণিক দু'জন চিকিৎসক নিয়োগ। সব ওষুধের দাম সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে ১৯৮২ সালের জাতীয় ওষুধনীতির ভিত্তিতে; ৬. প্রতিবেশী দেশগুলোকে ন্যায্যমূল্যে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যাতায়াতের ট্রানজিট প্রদান। তবে নাক গলানো বরদাশত করা হবে না; ৭. প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের সংস্কার। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পাশাপাশি বিচারকদের বার্ষিক আয় জনসমক্ষে প্রকাশ। বিভাগ বিলুপ্ত হবে, নির্বাচিত প্রাদেশিক বা স্টেট সরকার আইন প্রণয়ন।

প্রশ্ন : জনসমক্ষে বিএনপির ভুলত্রুটিগুলো তুলে ধরায় দলের নেতাকর্মীদের অনেকে রুষ্ট হচ্ছেন বলে জানা গেছে। আপনার ব্যাখ্যা কী?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :একজন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি হিসেবে সত্য প্রকাশ আমার কর্তব্য।

প্রশ্ন : খালেদা জিয়াকে দেওয়া আপনার বহুল আলোচিত 'খোলা চিঠি' সম্পর্কে কিছু বলবেন?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :না, ওটি নিয়ে এখন আর কিছু বলতে চাই না।

প্রশ্ন : আপনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। দেশি-বিদেশি নানামুখী চাপের পরও বিএনপি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে দায়ী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গ ত্যাগ না করার বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :জামায়াতের যেসব নেতা সরাসরি যুদ্ধাপরাধ করেছেন ইতিমধ্যে তাদের শাস্তি হয়েছে। তবে মিরপুরের কসাই কাদের মোল্লা আর মতিয়া-নাহিদ গ্রুপের ছাত্র ইউনিয়ন সদস্য, পরে জামায়াত কর্মীতে রূপান্তরিত আবদুল কাদের মোল্লা একই ব্যক্তি কি-না প্রমাণিত হয়নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ফাঁসি সমর্থন করি না। সভ্য জগতে এই আইন অচল। জামায়াতের সব নেতাকর্মী তো মানবতাবিরোধী অপরাধ করেননি। জামায়াতের বর্তমান নেতৃবৃন্দের উচিত হবে জাতির কাছে পিতৃপুরুষদের মুক্তিযুদ্ধকালীন অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলে ঘোষণা প্রদান। ক্ষমা প্রার্থনার পর অন্যান্য ইসলামী দলের মতো জামায়াতে ইসলামীরও রাজনীতি করার অধিকার আছে। তবে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হবে বাহন।

প্রশ্ন : একাদশ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে জাতিসংঘ, বিশ্বের প্রভাবশালী এবং প্রতিবেশী দেশ কোনো ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী : অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ করা অন্যায় হবে। তবে বিপুলসংখ্যক ভোট পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি সুষ্ঠু নির্বাচনের সহায়ক হবে।

প্রশ্ন : নির্বাচনের আগে বিচারাধীন দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়ার সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কারারুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সব দুর্নীতির মামলাই পক্ষপাতদুষ্ট। সুষ্ঠু নির্বাচন যদি প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য হয়, তবে একপেশে, উদ্দেশ্যমূলক মামলা প্রত্যাহার করা কিংবা নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা উচিত।

প্রশ্ন : শিগগির বিএনপির 'ভিশন-২০৩০' দেশবাসীর সামনে তুলে ধরবেন চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এর মধ্যে নতুন কোনো চমক আছে কি? এই ভিশন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য দেড় বছর অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ নয় কি? শ্রমিকের ন্যায্য বেতন, কৃষকের শ্রমের যথাযথ মূল্য, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জনগণকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হবে 'সফল নিকট দৃষ্টি-২০৩০'। দূরদৃষ্টির চেয়ে নিকট দৃষ্টি বেশি প্রয়োজন।

প্রশ্ন : বর্তমান সংবিধানের অধীনেই বিএনপি 'সহায়ক সরকারের রূপরেখা' দেবে বলে গুঞ্জন চলছে। তাহলে কি নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনাকেই মেনে নেবে বিএনপি?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :বিএনপির এখন প্রধান কাজ হওয়া উচিত প্রধানমন্ত্রীকে চাপ দিয়ে দলটির ১৩-১৪ হাজার কর্মীকে জামিনে মুক্ত করে আনা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে যে জাতীয় সরকারের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেটা নিশ্চিত হলে জাতীয় সরকার ও সহায়ক সরকারের ফারাক বেশি হবে না।

প্রশ্ন : প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী? বিএনপির বিরোধিতাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরে বাংলাদেশ কিছুই পায়নি। শেখ হাসিনা ধর্মান্ধ ভারতের বেনিয়া চরিত্র চিনেছেন। তিনি তিস্তা চুক্তি করে পানি আনতে পারেননি। পানি না দিয়ে ভারত মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। ভারতে বাংলাদেশের খুব বেশি পণ্য রফতানি হয় না। যা হয় তার ওপর ভারত ডাম্পিং ট্যাক্স বসাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী যেসব চুক্তি ও স্মারক সই হয়েছে বিএনপি ক্ষমতায় এলে তা পুনর্মূল্যায়নের যে ঘোষণা দিয়েছে, তাকে সাধুবাদ জানাই।

প্রশ্ন : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেছেন, এবার যদি শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে রেখেই বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়, তাহলে গত নির্বাচনে যায়নি কেন? আপনি কী বলেন?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :বিএনপির কমিটিতে একই পরিবার থেকে একাধিক পদ পাওয়ার জন্য তিনি প্রলাপ বকছেন। আমাদের পিতামহ কাকাবাবুর টোলে অধ্যয়ন করেছেন বলে আমাদের কন্যা কি ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া করেন না?

প্রশ্ন : জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে ৫৮টি দল নিয়ে নতুন আরেকটি জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আপনার মূল্যায়ন কী?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :'হাতি ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল!' ভারতীয় 'র'র পরামর্শ কার্যকর হচ্ছে। এরশাদ সাহেব মঞ্জুর হত্যা মামলার ভয়ে নিজের এবং জাতীয় পার্টির ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কিছু সদস্যের কারণে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ক্রসফায়ারের নামে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাজ হলো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বন্ধ করা। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি গুলি ও মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা যত কথাই বলুক, ন্যায়বিচারের জন্য তেমন কোনো কাজ করতে পারছেন না। দেশের সামাজিক অবস্থা এত খারাপ নামকরা গুণী সম্পাদকরাও সাহস করে সত্য প্রকাশ করতে পারছেন না- সেলফ সেন্সর করছেন। দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র না থাকায় এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন : সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দল বিএনপিকে সভা-সমাবেশে বাধা ও অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে আপনি কী বলেন?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :বিএনপিকে সভা-সমাবেশে বাধা ও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না- এটা সত্য। তবে এটা ভালো লক্ষণ নয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল কারণ বাকশাল গঠন। সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা, সরকারের নিয়ন্ত্রণে চারটি পত্রিকা রেখে সব সংবাদপত্র বন্ধ এবং রক্ষী বাহিনী গঠন করে ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন ঠিক হয়নি। আজকে রাজপথে সভা-সমাবেশ করতে না পারা এবং মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা না থাকায় গোপনে বিভিন্ন সংগঠন তৎপর হয়ে উঠছে। অবিলম্বে বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দলকে রাজপথে কর্মসূচি পালনের অনুমতি দিয়ে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার স্বাস্থ্যনীতি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। বর্তমান স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন, পরামর্শ এবং

বিএনপিকে সভা-সমাবেশে বাধা ও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না- এটা সত্য। তবে এটা ভালো লক্ষণ নয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার মূল কারণ বাকশাল গঠন। সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা, সরকারের নিয়ন্ত্রণে চারটি পত্রিকা রেখে সব সংবাদপত্র বন্ধ এবং রক্ষী বাহিনী গঠন করে ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন ঠিক হয়নি। আজকে রাজপথে সভা-সমাবেশ করতে না পারা এবং মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা না থাকায় গোপনে বিভিন্ন সংগঠন তৎপর হয়ে উঠছে।

বাকি অংশ ৩২ নং পৃষ্ঠায়

ট্রাম্পের ১০০ দিন শেষের মূল্যায়ন

গৌতম দাস

আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনালড জন ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে মতা গ্রহণের ১০০ দিনপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন গত ২০ জানুয়ারি। গত ২৯ এপ্রিল সে মতার ১০০ দিনপূর্ণ হলো। লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক ইকোনমিস্ট বলছে, 'আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ১০০ দিনের কাজ ও তৎপরতা মাপার ব্যাপারটা খুবই চাতুর্যপূর্ণ'। কথাটা সঠিক। আসলে এটা যেন নির্বাচনী প্রচারণার সর্বশেষ অংশ। ওই প্রচারণায় সত্য-মিথ্যা বহু কিছু বলা হয়, আমাদের দেশী ভাষায় যাকে আমরা চাপাবাজি বলি, এর চূড়ান্ত মাত্রা দেখা যায়। এ ছাড়া, এটাকে কথা বিকৃত অথবা কায়দা করে মিথ্যা বলার এক চূড়ান্ত মহড়াও বলা যায়। আর 'মতার ১০০ দিন হলো' অনেকটা এমন বলা যে, আমরা বেশি মিথ্যা বলিনি। তা আমরা মতা পেলেই কী কী করব বলছি, এর তালিকা দেখে বুঝতে পারবেন। বলা যায়, এটা হলো– নির্বাচনের মিথ্যা আর চাপাবাজি থেকে প্রথম সংযত হয়ে বাস্তবে ফেরার প্রয়াস। সে জন্য বেছে কিছু কাজ ও সিদ্ধান্তের তালিকাও প্রকাশ হতে আমরা দেখি। ফলে ট্রাম্প 'আমেরিকাকে আবার মহান বানাবেন', সে লক্ষ্যে প্রথম ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনার তালিকা একটা ছিল যাতে ১৮টা সিদ্ধান্ত-পদক্ষেপ নেয়ার কথা আর কংগ্রেসে ১০টা নতুন আইনের প্রস্তাব আনার কথা লেখা আছে। এগুলোর মধ্যে আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে বাস্তবিকই কংক্রিটের দেয়াল তুলে বেআইনি অভিবাসীর অনুপ্রবেশ বন্ধ করবেন, সন্ত্রাস-প্রবণ মুসলমান দেশ থেকে প্রবেশকারীদের ঠেকাবেন (যদিও এখানে কথাটা সন্ত্রাস আর মুসলমান শব্দ দিয়ে পরিচিত করে হাজির করা হয়েছিল। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হিসেবে সন্ত্রাসের কথা তুলে আরো কিছু অবৈধ ও চাকরিপ্রার্থী অভিবাসী ঠেকানো/কমানো)। আর চীনের নিজ মুদ্রামানের ব্যাপারে কারসাজি করে আমেরিকার বাজারে নিজ পণ্য প্রবেশের সুবিধা গ্রহণকারী (ম্যানিপুলেটর) হিসেবে করা তৎপরতা বন্ধ করবেন– এমন বিষয়ও ওই ১৮ কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ১০০ দিনের ব্যাপারটা কী, তা নিয়ে 'ইকোনমিস্ট' কী মনে করে এমন এক ব্যাখ্যা দিয়েছে। সাময়িকী বলছে, 'এই সময়কাল আসলে সে বছর প্রেসিডেন্টের মতার ব্যবহার কত উঁচুমাত্রায় উঠেছিল তা দেখার একটা সুযোগ। ওই সময়টা আসলে প্রেসিডেন্ট জনপ্রিয়তা উপভোগ করেন, আবার আগের প্রচারণা থেকে নির্বাচন পর্যন্ত পথ চলেন। এরপর বিজয়লাভ ঘটাতে তিনি যে জোশ পেলেন, তা খরচ করে এবার তিনি পরের চার বছরের কাজের এজেন্ডা কী হবে, তা ঠিক করেন আর কংগ্রেসকে কী কী আইন পাস করাতে চাপ দেবেন, সে পরিকল্পনা হাতে নেন।' ইকোনমিস্টের কথা একদিক থেকে সঠিক। এর সার কথা হলো, এবার উচ্ছ্বাস থুয়ে বাস্তবের মাটিতে পা নামাও।

ইকোনমিস্ট বলছে, ১০০ দিনের 'অগ্রগতি খুবই ধীর'। এর চেয়েও আমাদের আগ্রহ জাগায়, এমন ব্যাপার হলো, ইকোনমিস্ট নিজের উদ্যোগে ২২ এপ্রিলে করা, আমেরিকান নাগরিকের ওপর এক সার্ভের খবর দিয়েছে আমাদের। অবশ্য ছোট স্যাম্পল, ১৫০০ জন। আর ওখানে যাচাইয়ের বিষয় ছিল– 'প্রেসিডেন্ট তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন কিনা'। জবাবদাতাদের মধ্যে ওখানে বড় একটা ভাগ হলো, কারা নিজেদের ডেমোক্র্যাট/রিপাবলিকান হিসেবে অর্থাৎ কারা পার্টিজান নিজের পরিচয় দিয়েছেন আর কারা দেননি। সে হিসেবে কোনো না কোনো পার্টিজান পরিচয় যাদের আছে, তাদের মধ্যকার ৩০ শতাংশ মনে করেন, তাদের আশা পূরণ হয়েছে। কিন্তু যারা ওই ৩০ শতাংশের বাইরে (মানে বাকি ৭০ শতাংশ) তাদের মধ্যে পা"াপা" মূল্যায়ন দেখা গেছে। যেমন এই ৭০ শতাংশের ৪১ শতাংশ ডেমোক্র্যাট আর ২৮ শতাংশ রিপাবলিকান, যারা সবাই পার্টিলাইনে মন্তব্য করেছেন। ডেমোক্র্যাটরা বলেছেন, তারা আকাঙ্ক্ষা যা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট তার চেয়ে খারাপ করেছেন। রিপাবলিকানরা বলেছেন, 'তার চেয়ে ভালো' করেছেন। তবে ইকোনমিস্ট বলছে, এটাই প্রেসিডেন্টের পক্ষে জনমত কেমন (যেটাকে রেটিং বলে) তার প্রকাশ। ট্রাম্প বর্তমানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে কম রেটিংয়ের প্রেসিডেন্ট। আবার এই রেটিং একেবারে দলভিত্তিক। রিপাবলিকানদের মধ্যে ৮৮ শতাংশ প্রেসিডেন্টকে অনুমোদন করেছেন। ওদিকে ডেমোক্র্যাটদের ৮২ শতাংশ প্রেসিডেন্টকে অনুমোদন করেন না।

এর বাইরে আমেরিকার রাজনীতির প্রত্যেকটি ইস্যুভিত্তিক বিচারে যদি আসি, এই ১০০ দিনে সেগুলোর হাল-দশা কী, এই বিচারে বলতে হয়, ০১। মেক্সিকো প্রাচীর : স্বভাবতই শুরুতেই ট্রাম্পের সাথে এই ইস্যুতে বিরোধ ঘটেছিল। যে দুই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে ট্রাম্পের প্রায় প্রকাশ্যে বিরোধ হয়েছে তারা হলো অস্ট্রেলিয়া ও মেক্সিকো। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের সাথে ট্রাম্পের অন্য বিরোধের ইস্যুও আছে। ট্রাম্পের দাবি মতো ওই প্রাচীর বানানোর খরচ দিতে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট অস্বীকার করেছিলেন। আর মেক্সিকান পাবলিকের দিক থেকে দেখলে তারা ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন; কারণ মাইগ্রেট করে আমেরিকায় প্রবেশের ওপর কড়াকড়ি। এটাই আবার মেক্সিকার প্রেসিডেন্টকে দেয়া নাগরিকদের সমর্থন হিসেবে হাজির হয়েছিল। আর সর্বশেষ হলো, নিজ খরচে 'প্রাচীর গড়ে পরে মেক্সিকোর কাছ থেকে অর্থ কেটে নেয়া', তবে এরও কোনো খবর নেই। কারণ কংগ্রেস এক ট্রিলিয়ন ডলারের যে বাজেট পাস করেছে, সেখানে পরিষ্কার উল্লেখ করে দিয়েছে, এর অর্থ দিয়ে প্রাচীর করা যাবে না। ০২. মুসলিম নিষেধাজ্ঞা : সবচেয়ে বেশি কি প্রচারিত ট্রাম্পের এই উদ্যোগ নেয়া এবং ব্যর্থ হওয়ার খবর প্রায় সবাই দেখেছি। ট্রাম্প এ বিষয়ে দু'বার নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন। কিন্তু দু'বারই তা ফেডারেল আদালতে চ্যালেঞ্জ হলে এর কার্যকারিতা স্থগিত হয়ে যায়। তা বাতিলের মূল যুক্তি ছিল 'কেবল মুসলমানদের' টার্গেট করে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। ফলে তা কনস্টিটিউশন বিরোধী। অর্থাৎ এই ইস্যু এখন আদালতের হিমঘরে। মনে হয় না আর কখনো এটা জাগবে। ০৩. ন্যাটো একটা অচল প্রতিষ্ঠান : ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছিলেন, ন্যাটো কো" ওয়ার যুগের প্রতিষ্ঠান; তখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে পশ্চিম জাতশত্রু মনে করে এর বিরুদ্ধে ন্যাটো বানানো হয়েছিল। কো" ওয়ার আর সোভিয়েত ইউনিয়ন দুটোই এখন 'নাই' হয়ে গেছে, আর 'গ্লোবাল ওয়ার অন টেরর' এখন ইস্যু। ফলে এত পয়সা খরচ করে ন্যাটো রাখার কী দরকার! এই বুঝের ওপর দাঁড়িয়ে তাই শপথ নেয়ার মাত্র ১৩ দিনের মাথায় তিনি বলে বসেন, ন্যাটো একটি অচল প্রতিষ্ঠান। গত মাসে ১২ এপ্রিল তিনি উ"া বলেন, 'ন্যাটো আর অচল প্রতিষ্ঠান নয়।' কেন এমন করলেন? ব্যাপারটা পাবলিকলি আনা হয়নি। তবে ইউরোপের দিক থেকে ব্যাপক দেনদরবার হয়েছে বলে এই 'উলটো কথা'। তবে ট্রাম্পের এমন কথার পেছনে মূল কারণ হলো খরচের বিষয়, নব্বই শতাংশ খরচ আমেরিকাকে বইতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অন্য রাষ্ট্রে যেখানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি আছে (জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া. অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি) এর খরচও আমেরিকা বহন করে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভেতর দিয়ে সেই থেকে আমেরিকা এক এম্পায়ার আমেরিকা, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাতব্বর হিসেবে উঠে এসেছিল। মাতব্বরদের বহু অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়, কমিউনিটি-দুনিয়ার দায় একা বহন করতে হয়। ফলে এটাই এতদিন চলে আসছিল। এ ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী মোড়লিপনা চালানো জটিল। যেমন কোরিয়াতে থাড অ্যান্টি মিসাইল ব্যবস্থা বসানো হয়েছে উত্তর কোরিয়ার হাত থেকে দক্ষিণ কোরিয়াকে, অর্থাৎ মিত্রকে রার জন্য। কিন্তু এটা বসানোর জায়গা দেয়া ছাড়া অ্যান্টি মিসাইল ব্যবস্থা বসানোর কোনো খরচ কোরিয়ার নয়, সব খরচ আমেরিকাই বহন করে। ট্রাম্পের আমেরিকা চাইছে, এই 'ঐতিহাসিক' দায় থেকে বেরিয়ে আসতে। এর মানে কি আমেরিকার মাতব্বরিও ত্যাগ

> খোদ আমেরিকাই আর গ্লোবালাইজেশনের পক্ষে থাকবে না। এর বিচারে বলা যায়, তিনি নিজে গ্লোবালাইজেশনের পইে থেকে গেছেন। অবস্থান তিনি একচুলও সরাতে পারেননি। বরং তার নীতির প্রায় সব ঝোঁক ওবামার নীতি অবস্থানে ফেরত যাওয়ার দিকে (বিশেষ কতগুলো ছাড়া)।

করতে চাইছেন তিনি? অবশ্যই ঠিক তা নয়। তার প্রথম বিবেচনা হচ্ছে, আমেরিকাকে এই খরচের বোঝা কমাতে হবে। তাতে মাতব্বরি কিছু কমে যাবে কিনা সেটা পরে দেখা যাবে। মাতব্বরি কমলে কী হবে, এটা যুক্তরাষ্ট্র মানবে কিনা, তা দ্বিতীয় বিবেচনা। কিন্তু বাস্তবতা হলো চাইলেও ট্রাম্প সে খরচ তুলে আনতে পারছেন না। কারণ থাড অ্যান্টি মিসাইল ব্যবস্থার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা আমেরিকান বাহিনীর হাতে। ট্রাম্প সম্প্রতি এর এক বিলিয়ন ডলার দাম চেয়েছেন কোরিয়ার কাছে; কিন্তু এটা কি আমেরিকা বিক্রি করবে, নাকি এটা বিক্রিযোগ্য? জবাব হলো, না। এই সিরিয়াস টেকনোলজি আমেরিকা কোনো ঘনিষ্ঠ মিত্রকে বা আসলে কাউকেই বিক্রি করতে চায় না। এ দিকে, দঃ কোরিয়া বলছে, আমরা চাইলেও তো অর্থ দিতে পারছি না। আগে তোমরা বিক্রির সিদ্ধান্ত নাও। এ ধরনের বহুবিধ টেকনিক্যাল সমস্যা আছে, যার কারণে শুরু থেকেই আমেরিকা নিজে থেকেই এর খরচ বহন করে থাকে। তাই ট্রাম্পের আমেরিকা চাইলেই এখান থেকে বের হতে পারবে না। ট্রাম্পের ১০০ দিনের অন্যতম ব্যর্থ ইস্যু এটা। ০৪. চীনা ইস্যু : চীনকে 'ঝাড়ি' মারতে গিয়ে ট্রাম্প এখন উলটো 'কেঁচো' হয়ে গেছেন। আসলে ট্রাম্প এখন উলটো চীনকে দেখছেন তার প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাফল্য আনার এক উপায় হিসেবে। চীনকে যতটা সম্ভব পক্ষে নিয়ে উত্তর কোরিয়া ইস্যুর যদি একটা সুরাহা করা যায় তবে সেটা সত্যি সত্যিই আগের প্রেসিডেন্টদের তুলনায় ট্রাম্পের একটা বিরাট সাফল্য হবে। তবে এটা তো ১০০ দিনের অর্জনের বিষয় নয়। ওখানে চীনকে যেভাবে ভিলেন হিসেবে হাজির করে লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল, চীনের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে উগ্র জাতীয়তাবাদী আমেরিকা খাড়া করানো হবে বলা হয়েছিল– সেটা একেবারেই হয়নি। কারণ শত্রু ঠাহর করায় ভুল ছিল। ট্রাম্প এখন চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে তার 'ভালো কেমিস্ট্রির' কথা বলছেন। কিন্তু এটা তো আর– 'আমেরিকা ফাস্ট'–এর অবস্থান থাকল না। এটা হয়ে গেছে আসলে 'গ্লোবাল আমেরিকা'র অবস্থান। মানে, ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতির হার। ০৫. বাণিজ্য জোট (নাফটা, টিপিপি) ত্যাগ : ঘোষণা দিয়ে বাণিজ্য জোট ত্যাগের ঘটনা ঘটেছে। ফলে ১০০ দিনের কাজ হিসেবে এটা সফল। কিন্তু এর ফলাফল কি সুখপ্রদ? এর জবাব না। আসলে এই তর্কে গোড়ার প্রশ্ন যদি করি, বিজয়ী ট্রাম্প জাতিবাদী আমেরিকা হিসেবে হাজির হয়েছিলেন। এর অর্থ, খোদ আমেরিকাই আর গ্লোবালাইজেশনের পক্ষে থাকবে না। এর বিচারে বলা যায়, তিনি নিজে গ্লোবালাইজেশনের পইে থেকে গেছেন। অবস্থান তিনি একচুলও সরাতে পারেননি। বরং তার নীতির প্রায় সব ঝোঁক ওবামার নীতি অবস্থানে ফেরত যাওয়ার দিকে (বিশেষ কতগুলো ছাড়া)। নতুন করে নাফটা নিয়ে কথা বলা আর নতুন নিগোশিয়েশন শুরু করতে চাইছে ট্রাম্পের আমেরিকা। আর 'বিশেষ কতগুলো' কথাটা ভারতের সাথে বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্পর্কের দিকে তাকিয়ে বলা হয়েছে। ভারতের হাত থেকে আমেরিকানদের চাকরি উদ্ধার বা ফেরানো এবং সে লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন, তা কিন্তু এগিয়েই চলছে। এজন্য মোদি আগামী মাসের মধ্যে সাতের জন্য খুবই চেষ্টা করছেন। ০৬। গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা প্যারিস চুক্তি থেকে বের হয়ে আসা : বের হয়ে আসার প্রক্রিয়া চলছে বটে; তবে ধীরগতিতে আর ভাষা নরম করে। কানাডা থেকে পাইপলাইনে (পরিবেশগতভাবে নোংরা এবং বিপর্যয়ের হুমকির কারণে বিপজ্জনক) তেল আনার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, আমেরিকান স্টিল সেখানে ব্যবহার করাবেনই। অর্থাৎ আমেরিকা ফাস্ট নীতি কার্যকর করবেনই তিনি। না, এখানে ট্রাম্প ব্যর্থ। তিনি আমেরিকান স্টিল ব্যবহার করাতে পারেননি। নিজের নির্বাহী আদেশ বদলাতে হয়েছে তাকে।

আরো এমন পয়েন্ট তোলা যায় কিন্তু এখানেই শেষ করছি। এক কথায় বললে, ট্রাম্প যেভাবে পূর্বসূরি প্রেসিডেন্টদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বা বোকা ভেবে তাদের নীতির তুলোধুনা করেছিলেন, আর মতা পেলেই সব বদলে ফেলার হুঙ্কার দিচ্ছিলেন, তা ১০০ দিন বা সাড়ে তিন মাসেই ফানুসের মতো চুপসে গেয়েছে। বলা যায়, চাপাবাজি আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবের মাটিতে পা দিতেই সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

অনলাইন 'মিডলইস্ট আই' পত্রিকা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছে, ট্রাম্পের উ"ামুখিতার আংশিক ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যায়– হোয়াইট হাউজের ভেতরের রেডিক্যালেরা যেমন স্টিভ ব্যানন, মাইক ফিন, কেটি ম্যাকফারল্যান্ড– এরা হয় পদত্যাগ করেছেন, না হলে সাইডলাইনে চলে গেছেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে ম্যাকমাস্টার আসাতে তিনি বহু কিছুকেই ফ্যাক্টরেজ করে ফেলেছেন। এই পতনকেই আমরা ট্রাম্পের উ"ামুখিতা হিসেবে বাইরে থেকে দেখছি। এর বিপরীতের ঘটনা হলো, ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কা, ট্রাম্পের জামাই কুশনার আর শীর্ষ অর্থনৈতিক পরামর্শক গ্রে কোহেন– এরা মূলত গ্লোবালিস্ট; এদের অবস্থান ক্রমেই উঁচু হচ্ছে। তবে ট্রাম্পের এই পরিবর্তনের অভিমুখ নিয়ে তিনি রিপাবলিকান দলের ধূর্তদের বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছেন ওরা কিন্তু তাকে নির্বাচনী লড়াইয়ে বিজয়ী হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

লেখক : রাজনৈতিক বিশ্লেষক

---

৩১ নং পৃষ্ঠার পর ....

ভবিষ্যৎ কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :সুখবর যে, বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ু ৭০ বছর অতিক্রম করছে। সরকারের দায়িত্ব বেড়েছে বয়োবৃদ্ধদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভ্রান্তনীতি, ভুল পদক্ষেপ ও তদারকির অভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধের দামের উর্ধ্বগতি বন্ধ হচ্ছে না, অপ্রয়োজনীয় এবং নকল-ভেজাল ওষুধে বাজার সয়লাব হচ্ছে। পোস্টিং আছে, বেতন নিচ্ছে, অথচ ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক নেই। গ্রামগঞ্জে দুই লাখের অধিক ফার্মেসি আছে, অথচ ওষুধ বিক্রেতাদের ওষুধের যৌক্তিকতা, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও বিষক্রিয়া সম্পর্কে তিন মাসের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, দেশে প্রায় দুই হাজার রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র আছে, অথচ ওই বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী রক্ত পরিসঞ্চালনে অভিজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন ৮০-এর অনধিক।

নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের (আইসিইউ) প্রতারণা সর্বজনবিদিত। পাঁচ তারকা হোটেলের চেয়ে আইসিইউতে বেশি চার্জ হয়। দৈনিক এক লাখ টাকা থেকে দেড় লাখ টাকা। বিছানার চাদর ও বালিশের কভার বদলানোর জন্যও চার্জ দিতে হয়। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে চিকিৎসক ভিজিট তালিকা দীর্ঘতর হয়, দীর্ঘ প্রেসক্রিপশন চিকিৎসকের মস্তিষ্কের স্থূলতার প্রমাণ। হাসপাতালের সব মৃত্যুর অডিট এবং চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্রের মাঝে মাঝে অডিট হওয়া প্রয়োজন জনগণের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আধুনিক চিকিৎসা সেবা গ্রামের মানুষের কাছে পৌছানোর কথা কয়েকবার বলেছেন সংসদে ও সংসদের বাইরে। এই লক্ষ্যে অধ্যাপক সৈয়দ

একান্ত সাক্ষাৎকারে ডা. জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী

মোদাচ্ছের আলীর পরামর্শে প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছেন, যা সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং অপর্যাপ্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীরা প্রায় সব রোগীকে অকারণেও অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশন দেন। ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া বা রেফার করার সুবিধা তাদের নেই। সদ্য পাস এমবিবিএস চিকিৎকদের এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর ইন্টার্নশিপের মধ্যে এক বছর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবস্থান করে শেখা ও সেবার কথা কয়েকবার বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। দুই বছরের ইন্টার্নশিপের কথা অতীব যুক্তিসঙ্গত চিন্তা। এক বছরের ইন্টার্নশিপ দু'বছর করার জন্য বিএমডিসিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি টেলিফোন নির্দেশই যথেষ্ট। সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে দু'জন নবীন চিকিৎসক এক বছর অবস্থান করলে তারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন, গ্রাম সম্পর্কে তাদের ভীতি কমবে, মানুষকে ভালোবাসতে শিখবেন, জনগণও বিশেষভাবে উপকৃত হবে। ইউনিয়ন কেন্দ্রের চিকিৎসকরা প্রত্যেকে কমিউনিটি ক্লিনিকে সপ্তাহে দু'বার গিয়ে কয়েক ঘণ্টা রেফার করা রোগী দেখবেন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। গ্রামীণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুবিধার উন্নয়ন করলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ন্যায্যভাবেই 'নোবেল পুরস্কারের' দাবিদার হতে পারবেন।

প্রশ্ন : আপনার প্রতিষ্ঠিত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠানগুলো চিকিৎসা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। স্বল্প ব্যয়ে কিডনি বিকল রোগীদের চিকিৎসায় আপনি ডায়ালিসিস সেন্টার চালু করছেন। দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কি-না?

জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী :গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠানগুলো অলাভজনক ও সেবামূলক। দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবার কথা বিবেচনা করেই একশ' শয্যার গণস্বাস্থ্য নগর ডায়ালিসিস সেন্টার চালু করা হয়েছে। এটি সর্বাধুনিক ডায়ালিসিস সেন্টার। আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশেও একই ধরনের কেন্দ্র চালু রয়েছে। অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে প্রতিদিন পাঁচশ' রোগী ডায়ালিসিস করার সুবিধা পাবেন। কিডনি ইনস্টিটিউটে সরকারিভাবে ডায়ালিসিস করতে চারশ' টাকা করে নেওয়া হয়। একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এটি করা হচ্ছে। সরকার ডায়ালিসিস প্রতি আরও ১৭০০ টাকা ভর্তুকি দেয়। এর বিপরীতে আমরা ডায়ালিসিস প্রতি রোগীদের কাছ থেকে ১১শ' টাকা করে নেব। সরকার যদি আমাদের ৬০০ টাকা করে ভর্তুকি দেয়, তাহলে আরও উন্নত সেবা দেওয়া যাবে। এছাড়া প্রতিদিন ২৫ জন দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে সেবা দেব। ৮ জন ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমকাল প্রকাশক ও হা-মীম গ্রুপের কর্ণধার এ. কে. আজাদ এবং ব্র্যাকের ফজলে হাসান আবেদ সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার আরও একটি স্বপ্ন আছে। মানুষের সেবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার ও হৃদরোগ হাসপাতাল তৈরি করতে চাই। এ জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা গণস্বাস্থ্য ট্রাস্টের নেই। তাই বিত্তশালীরা এগিয়ে এলে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় আরও দুটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন : আপনাকে ধন্যবাদ। ***জাফরুল্লাহ্ চৌধুরী : আপনাকেও ধন্যবাদ।***

Weekly Desh

• Britain's largest circulation Bengali newspaper
• Out every Friday • Free • 50p where sold

Bilkis Bano: How a Gujarat riot victim stood up to her rapists

How 'shy Corbynites' could give Labour an unexpected boost in the general election

Drayton Manor: Evha Jannath named as ride death girl

Evha Jannath died when she fell out of a water ride at Daryton Manor theme park

An 11-year-old girl who died after falling from a water ride has been named.

Evha Jannath fell out of a circular boat on the Splash Canyon attraction during a school trip to Drayton Manor Theme Park in Staffordshire on Tuesday.

The pupil, from Leicester, was rescued from the water and taken to hospital but pronounced dead a short time later.

A statement released by Evha's family said their "world was torn apart" following her death.

They described her as "a beautiful little girl who was full of love and always smiling".

"Words cannot describe the pain and loss we feel, we are devastated that we will not see our beautiful little girl again."

Drayton Manor: Latest aerial footage shows empty rides

Police said it was an "extremely difficult time" for Evha's relatives and the force was providing support from specially trained officers.

The theme park is to remain closed for the day as "a mark of respect". The girl's school, Jameah Girls Academy in Leicester, is also closed.

In a statement, the Islamic day school asked that the Year 6 pupil's family and school community be given "time to grieve".

Head teacher Erfana Bora said Evha was a "lovely, sweet-natured girl [who] was loved by everyone at the school".

"We are trying to make sense of this terrible tragedy. Our thoughts and our prayers are with Evha's family," she added.

Prayers have been said for the girl at the Jameah Mosque in Leicester.

Staffordshire Police said a Health and Safety Executive investigation had begun.

The ride, which opened in 1993 and features up to 21 boats each with a capacity of six people, closed following the incident at the park near Tamworth.

It offers a "a wild ride" with "fast-flowing rapids" and riders must be at least 0.9m (3ft) tall to board, although those under 1.1m must be accompanied by an adult.

On Tuesday, park company director George Bryan, whose grandfather opened the site in the 1950s, said he was "truly shocked and devastated" by the death.

'Utter shock'

West Midlands Ambulance Service said it sent paramedics by land and air to the site.

A spokesman said crews discovered a girl "with serious injuries who had been rescued from the water by park staff".

She was flown to Birmingham Children's Hospital but was pronounced dead a short time later.

Zainab Mohammad said her 16-year-old sister, who was on the same school trip, was devastated.

"She came home, she spoke to mum and dad and she just went upstairs.

"She was devastated. She didn't want to talk about it. The school is not very big, everybody knows each other.

"We don't know what the cause is but what we really want is for the family to be able to grieve.

"A family member has been ripped from their family and it's a big loss. Everybody is in utter shock, there are no words."

Vikki Treacy told BBC 5 live her son fell in the water on the same ride in 2013.

She said Patrick, who was 10 at the time, "sort of stood up" for a photo and toppled from the boat.

The mother, from Rugby, said: "When you are queuing up, the loud speakers are telling you the safety instructions, like please stay seated.

"[But] they're getting excited and giddy, they're not listening to a tannoy are they?

"[After he fell] I panicked and a woman... in the spectators' bit, hopped over a fence at the side and dragged him out.

"My son was in an area where the public could get to him. It's a dangerous ride. It really is.

"I'll never go back to the park. No way. Their aftercare was shocking."

Drayton Manor said it could not comment on the claims while the Splash Canyon investigation was ongoing.

A spokesman added: "The health and safety of our visitors is of paramount importance and we'd ask Vikki contacts us direct so that we can address her concerns."

Theme park enthusiast Ian Bell, who owns rollercoaster fan group Coasterforce, said rapids rides like Splash Canyon tended not to have seatbelts in case they capsized.

"They are fairly buoyant; they rarely capsize. They are very safe," he added.

Health and safety lawyer Chris Green told BBC Radio 5 live he had been on the ride with his daughters and had never thought it could be dangerous.

He said the HSE would need to establish if the accident was work-related.

"They'd be firstly trying to understand from witnesses precisely how this has happened and that will determine whether it's them in conjunction with police, whether that's a report for the coroner or for other proceedings as well."

The death at Drayton Manor is thought to be the first at a UK theme park since 2004, when a 16-year-old girl fell from the Hydro ride at Oakwood theme park near Tenby, west Wales.

In June 2015, five people were seriously injured in a collision on the Smiler rollercoaster at Alton Towers, also in Staffordshire.

Mr Green said: "The Alton Towers scenario looked more perhaps as if something inevitably looked like it hadn't worked on the day. This one [at Drayton Manor] may be rather different."

Husband slept in same room as wife's body for six days

Tower Hamlets Town Hall (left) and Mayor John Biggs

A man has revealed how he slept in the same room as his wife's body for six days after she died.

Wendy Davison, 50, died at home in Derby last month after a 10-year battle with cervical cancer.

Russell Davison, who has been left "heartbroken", said he did not want her body to go to a mortuary and he wanted to challenge attitudes towards dying.

It is legal to keep a body at home and Derbyshire Coroner's Court confirmed Mrs Davison's GP reported her death.

Mr Davison said: "Death seems to be such a taboo subject in our society, no-one seems to want to talk about it.

"I did not want her in the mortuary or handed over to a funeral director, I wanted us to take care of her ourselves at our family home, have her in our bedroom so I could sleep in the same room."

When Mrs Davison was diagnosed shortly after the couple's joint 40th birthday party in 2006, they decided to take a "natural" approach to her healthcare.

"We were not prepared to hand her life over to doctors. We wanted to do our own research and do the very best job we could to keep Wendy alive," he said.

He believes their approach, which included refusing chemotherapy and radiotherapy, extended Wendy's life "by a very long time".

'Beautiful and comforting'

In 2014, Mrs Davison was given six months to live, so the pair went travelling across Europe, where they had "the absolute time of our lives".

But last September, they were forced to return home when her pain became too bad.

She received hospice care at the Royal Derby Hospital but they were determined she would not die there.

The pair decided she would be cared for at home by family and her body would remain there until her cremation.

She died on 21 April.

"Wendy died very peacefully, fully sedated, in no pain, in mine and Dylan's arms with our ever faithful dog Elvis snuggled up right next to her too," Mr Davison said.

He said it was a "beautiful and comforting experience" to have family and friends over to see her during that time.

- As long as a GP has been informed and the death has been registered within five days, a body can be legally kept at home before a funeral
- A funeral director or nurse is required to wash the body
- If the body is being kept at home for more than a few days, a funeral director may be required to embalm the body.

News

Bilkis Bano: How a Gujarat riot victim stood up to her rapists

Bilkis Bano was gang-raped and saw 14 members of her family being murdered by a Hindu mob during the 2002 anti-Muslim riots in the western Indian state of Gujarat.

Her 15-year battle for justice finally bore fruit last week, when the Bombay high court confirmed the life sentences of 11 men found guilty of rape and murder.

The court also convicted five policemen and two doctors, who were earlier cleared by the trial court, of destroying evidence.

The landmark ruling, Bilkis Bano told the BBC in Delhi on Sunday, had finally given her hope of peace.

"I always had full faith in the judiciary and I'm grateful to the Bombay high court for the order. It's a very good judgement and I'm very happy with it," she told me.

"I think the state government and the police were all complicit in the crime, because the accused were given full freedom to rape and pillage," she said.

"I feel vindicated that the court has convicted the police and the doctors too. I feel I've received justice."

Bilkis Bano's fight for justice has been long and nightmarish but, she says, giving up was never an option.

It has been well documented that some police and state officials tried to intimidate her, evidence was destroyed and the dead were buried without post-mortems. The doctors who examined her said she hadn't been raped, and she received death threats.

Despite the gravity of the crime and the fact she identified her attackers, the first arrests in the case were only made in 2004 after India's Supreme Court handed over the case to federal investigators, the Central Bureau of Investigation.

The Supreme Court also accepted her plea that the courts in Gujarat could not deliver her justice and transferred her case to a court in Mumbai.

The battle has been hugely disruptive for her family. In the past 15 years, she and her husband Yakub Rasool have moved home 10 times, moving in and out of Gujarat with their five children.

"We still can't go home because we're afraid. Police and the state administration have always helped our attackers. When we are in Gujarat, we still cover our faces, we never give out our address," Mr Rasool said.

The attack on Bilkis Bano and her family was one of the most horrific crimes during the riots, which began when a fire on a passenger train in Godhra town killed 60 Hindu pilgrims.

Blaming Muslims for starting the fire, Hindu mobs went on a rampage, attacking Muslim neighbourhoods and destroying their property.

For three days the rioters had free rein, as the state administration and the police looked the other way. More than 1,000 people died, most of them Muslims.

Prime Minister Narendra Modi, who was then Gujarat chief minister, was criticised for not doing enough to prevent the carnage.

He has always denied any wrongdoing and has not apologised for the riots. A Supreme Court panel also refused to prosecute him in 2013, citing insufficient evidence.

But he's never been able to shake off the criticism completely, with many holding him responsible for the killings on his watch.

Bilkis Bano and her husband Yakub Rasool pictured with their daughter

Over the years, the courts have convicted dozens of people for their involvement in the riots. In 2012 an ex-minister and aide to Mr Modi was jailed for 28 years. But many other people are still waiting for justice.

Fifteen years later, Bilkis Bano still fights back tears as she recounts the horror of those days.

She was visiting her parents, who lived in a village called Randhikpur, not far from Godhra. She was 19 and the mother of a three-year-old daughter, and she was pregnant with her second child.

"It was the morning after the train fire. I was in the kitchen, making lunch, when my aunt and her children came running. They said their homes were being set on fire and we had to leave immediately," she said.

"We left with just the clothes we were wearing, we didn't even have the time to put on our slippers."

Within minutes, all the Muslim homes in the neighbourhood had emptied. The 50-odd families that lived there had gone, looking for safety.

Bilkis Bano was in a group of 17 people that included her three-year-old daughter, her mother, a pregnant cousin, her younger siblings, nieces and nephews, and two adult men.

"We first went to the village council head, a Hindu, seeking his protection. But when the mobs began threatening to kill him too if he gave shelter to Muslims, we were forced to leave."

For the next few days, the group travelled from village to village, seeking shelter in a mosque, or subsisting on the kindness of Hindu neighbours.

But then their time ran out. On the morning of 3 March, as they set out to go to a nearby village where they believed they would be safer, a group of men travelling in two jeeps stopped them.

"They attacked us with swords and sticks. One of them snatched my daughter from my lap and threw her on the ground, bashing her head into a rock."

Bilkis Bano had cuts on her hands and legs. Her attackers were her neighbours in the village, 12 men she had seen almost daily while growing up.

They tore off her clothes and several of them raped her. She begged them for mercy and told them she was five months' pregnant, but her pleas fell on deaf ears.

Her cousin, who had delivered a baby girl two days earlier while they were on the run, was raped and murdered. Her newborn was killed too.

Bilkis Bano survived because she lost consciousness and her attackers left, believing she was dead. Two boys - seven and four - were the only other survivors of the massacre.

When she came to, she covered her body with a blood-soaked petticoat, climbed a nearby hill and hid in a cave for a day.

"The next day I was very thirsty so I came down to a nearby tribal village to find some water. The villagers were initially suspicious of me and came out with sticks, but then they helped me. They gave me a blouse and a scarf to cover my body."

She spotted a police jeep and they took her to the police station, where she narrated her ordeal.

"I'm illiterate so I asked the policemen to read out the complaint once they had written it down, but they refused to do that. They just took my thumb impression and wrote whatever they wanted. I knew all my attackers and I'd named them. But the police did not write down any names," she said.

The next day, she was sent to a camp in Godhra set up for those displaced by the riots. That's where her husband was reunited with her 15 days later and where they lived for the next few months. Her unborn child survived the rape and she later gave birth to a daughter.

The past 15 years have been "very difficult", but the couple say the high court order has brought them some closure.

In the past few days, comparisons have been drawn between Bilkis Bano's case and that of the 2012 gang-rape and murder of a 23-year-old student on a bus in the Indian capital, Delhi. A day after the Bilkis Bano judgement, the Supreme Court confirmed the death sentences of the four men accused of the crime.

Many have since asked whether Bilkis Bano's case did not merit the death penalty for her attackers. Prosecutors had demanded capital punishment for three of the men.

Bilkis Bano, however, says she does not believe in revenge.

"Both the crimes were equally horrible, but I don't believe in taking anyone's life. I don't want the death penalty for them," she said.

"I want them to spend their entire lives in jail. I hope they will one day realise the enormity of their crime, how they killed small children and raped women.

"I'm not interested in revenge. I just want them to understand what they've done."

Sharp rise in classroom hate revealed in police figures

Hate crimes and related incidents rose sharply in classrooms across England during last year's Brexit campaign, new police figures suggest.

In May 2016, police reports of hate incidents in schools were up 89% on the same month in 2015, the figures show.

The Times Educational Supplement obtained the data from 30 police forces under Freedom of Information law.

Robert Posner of the Anne Frank Trust UK said racist language had become more accepted since last June's referendum.

Mr Posner, chief executive of the charity, which runs a national programme tackling prejudice-related behaviours among young people, told the TES that the charity had heard more "disparaging" comments in school workshops since the vote.

"Language that we might consider to be either racist or prejudiced has become more normal and more accepted recently," said Mr Posner.

The TES sent freedom of information requests to all 39 of England's police forces.

Of the 32 forces to respond, 30 provided comparable data.

The figures revealed that compared with the same periods in 2015:

- Hate crimes and related incidents were 54% higher in the three months from May to July 2016
- During the summer and autumn terms of 2016, coinciding with the Brexit vote and Donald Trump's US presidential victory, they were 48% higher

There were warnings of increases in bigoted behaviour among pupils at both the National Union of Teachers and Association of Teachers and Lecturers annual conferences last month.

A small survey of 345 ATL members published during their conference showed that more than a fifth of teachers had noticed hate crime or hate speech incidents in their schools during this academic year, and 17% believed it was a growing trend among pupils.

At the time, the union's general secretary Dr Mary Bousted said schools needed to educate children "to build a culture of tolerance and respect" as part of their anti-bullying policies.

"We hope that schools can support staff to educate young people in recognising and challenging hate crimes and hate speech wherever they occur," said Dr Bousted.

At the end of July last year the government announced a review of the ways in which police in England and Wales handle hate crimes and bullying against pupils and staff from minority groups after a sharp rise in the month after the EU referendum.

News

How 'shy Corbynites' could give Labour an unexpected boost in the general election

By Shehab Khan

"Shy voters" have become increasingly influential in elections around the world. In last year's US presidential election and in the UK Brexit referendum, pollsters blamed shy voters for their failure to predict results correctly. Such voters are believed to have said they would vote for Remain, or for Hillary Clinton, when asked but then, in the privacy of the polling booth, cast their ballot in the opposite direction.

The fear of ridicule or being branded "ignorant" is a key reason why some voters choose to keep their political opinions to themselves, as is within their democratic right. But it does not require a massive leap of the imagination to conclude that the same factors may be at play in the forthcoming UK general election this summer.

Given the swell of popular disdain towards Jeremy Corbyn, many may feel the need to hide their political preference until it is time to mark a ballot paper anonymously. It is, therefore, more than possible that voters could come to Corbyn's rescue and ensure Labour ends up performing far better than the polls anticipate come 8 June.

In last week's local elections, Labour failed to gain control of any local authority and lost 4 per cent of the vote. The result has been analysed as a precursor to the main event next month. But

the local elections excluded areas where Labour has been making huge inroads, such as in London for example. Meanwhile, pollsters and pundits had expected a total Labour capitulation in local government and that didn't happen either. We can conclude this: there are Corbyn supporters out there, they're just not very vocal and their views are not being effectively recorded in the polls and forecasts being published ahead of the general election.

Many so-called shy Corbynites feel attracted to Labour's policies despite its less than popular leader: 71 per cent of voters like the idea of raising the minimum wage to £10 per hour and 62 per cent of people agree the top rate of tax needs to be increased. Pledging four extra bank holidays, ruling out tax rises for 95 per cent of earners and increased spending on the NHS and social care are also guaranteed vote winners.

Yet, interestingly, even without factoring in the shy voters, Corbyn is beginning to close the gap on the until now huge Tory poll lead. A YouGov survey showed the Tory advantage of 23 points a fortnight ago has now fallen to 13 and after the local election results; the odds for a Tory majority, although still the favourite outcome, hit its lowest point since the election was called. The lead is being cut. Corbyn's message is proving effective on the campaign trail and Theresa May is falling short, especially when it comes to engaging with the public. This is likely to have a significant effect in the coming month. May's weak performance on the stump will turn some against her – even if they won't publicly admit to it.

Of course the chances of Corbyn actually winning this general election are still incredibly small. It would be miraculous, to say the least. But we are not about to witness the total annihilation of the Labour Party that many are predicting. Don't be surprised if the shy voters pull it through. Corbyn is already closing the lead down and if a large enough group of shy voters surface on 8 June, Labour might do considerably better than everyone thinks

Many of the 1,000 richest people in Britain are property moguls - paid for by the rest of us

It is a strange kind of economy where land and property routinely earn more than people do. But that is what we have – and the amount of wealth tied up in these areas has increased dramatically over the past few decades. Today the value of property in the UK stands at over £5tn – nearly 60% of the UK's entire net wealth – up from just a little over £1tn in 1995.

Those who own land and property have benefited directly from public investment in infrastructure and services: so we are all paying into the gigantic fortunes of Britain's wealthiest property moguls.

The Sunday Times Rich List, published on 7 May, reveals that a staggering 26 of the top 100 richest people in the country have property listed as a major source of their wealth. That dwarfs the other biggest sources. Just six of the top 100 made their money from industry, and seven from retail. Finance and investment have 10 entries apiece.

Srichand and Gopichand Hinduja, at the top of the list, increased their wealth by more than £3.2bn last year, but it is property that is Britain's real wealth creator. There are 164 property moguls in the top 1,000 richest people in Britain, and they are worth a combined £143.7bn. Financiers, in contrast, are worth a mere £65.2bn.

The usual explanation for wealth accumulation is that it comes from innovation, entrepreneurialism and productive investment. But rising land values are far from productive.

Property wealth is effectively a zero sum game. When the value of land under a house goes up, the total productive capacity of the economy is unchanged or diminished because nothing new has actually been produced. Those who own land get wealthier from this process, but those who don't own land get poorer due to rising rent or demands for even bigger deposits and more mortgage debt. As a result, people spend less, which is bad for them and their families and bad for the economy as a whole as demand falls.

Our dysfunctional land market has led to a crisis of deepening inequality, poor prospects for sustainable growth, intergenerational conflict, low productivity and financial instability. And the housing crisis is at the heart of it all.

Home ownership is at its lowest levels since 1985, more than 70,000 households are in temporary accommodation – and the government is propping up this broken market to the tune of £20bn a year in housing benefit.

At the New Economics Foundation we are working with local communities and campaign groups to take back some control and demand housing projects that really meet local need. But this has to be supported by policy at a national level.

Part of the answer would be to halt the fire sale of public land using it instead to provide genuinely affordable housing and community-led schemes. It would also help to strengthen councils compulsory purchase powers, enabling the state to capture land value uplift and reinvest it in infrastructure and services. Exploring the creation of a public land bank responsible for purchasing, developing and leasing land could provide revenue for the state and help retain value for the public.

The British property market is making a few people very, very rich while leaving millions at the mercy of a dysfunctional market, with little or no influence over where they get to live.

Alice Martin heads the work of the New Economics Foundation on housing.

Walloon's decision to recommend a ban on kosher and halal slaughter is misguided

Rabbi Dr Jonathan Romain

The recommendation by the environment committee of the Walloon region to ban meat that is slaughtered without pre-stunning is a good example of people asking the right questions, but coming up with the wrong answers.

The key issue is how to ensure that animals are killed as painlessly as possible, which certainly accords with Jewish values and, from my conversation with imams over the years, I am assured applies equally to Islamic tenets. But the committee has made three errors.

First, it has put Jewish and Muslim procedures in the same category, and directed its judgement at both simultaneously. They may share the same ethos of minimising distress, but the Jewish method is highly regulated, with precise guidelines, meticulous training and strict monitoring.

It means that the animal is killed with a single cut to the carotid artery using an ultra-sharp blade, that cuts off blood supply to the brain immediately so that the animal loses consciousness within seconds. It needs almost no strength, merely great skill, which is why Jewish slaughterers, far from being sturdy giants, are often slender figures.

The Muslim process is similar, but is not centrally controlled under one supervisory authority, nor regulated to the same extent. That would be a good move to ensure that standards are maintained and that there can be public confidence in them.

The second error is to ignore the fact that the very reason for this method of Jewish and Muslim slaughter is to cause the least possible pain to animals. In this respect, they have been far superior to other methods of animal slaughter for centuries. It also explains the reticence to change now, for the various types of stunning have not yet been perfected. Sometimes they are very effective and save animals suffering, sometimes they either do not work or are administered wrongly, leaving animals immobile but conscious, and even more terrified.

We are not yet at the moment when stunning is without doubt superior to Jewish and Muslim methods. When that times comes, religious leaders of both faiths will need to weigh the moral principle of animal welfare against the traditional procedures. I have no doubt that, although there will be fierce debate, ultimately the former will prevail over the latter, as ethics always trumps rituals. That is a religious value.

The third error, or rather, puzzle, is why the Walloons are concentrating their energy on stunning, where the difference in the loss of conscious between it and Jewish/Muslim methods is only a few seconds. If they are truly concerned with animal rights, why are they not banning definite malpractices, such as force-feeding of calves, or cooping up chickens in tiny crates, or transporting animals long distances in highly unpleasant conditions. These are not only obvious examples of cruelty, but affect far more animals. Why not start with these?

It is worth noting, of course, that any form of slaughter involves a certain degree of suffering, with even the act of animals being herded in the abattoir causing panic at the smell and noise they encounter. I suspect that if most meat eaters spent just five minutes watching how their food is obtained, they might abstain from eating it that day, if not permanently.

In fact, for centuries, long before it became popular in the West, Judaism has regarded vegetarianism as a respectable option. Meat is permitted for those who so wish, but with the condition that the killing has to be done humanely. Pre-stunning may one day become the best way, but it has not yet superseded the religious method, and so banning it is premature.

Rabbi Dr Jonathan Romain is minister of Maidenhead Synagogue and author of 'Confessions of a Rabbi' (Biteback)

Feature

This is what it's really like to be an NHS GP right now

Damien Ridge

Recently, the GP I have been seeing through the "first available doctor" phone system seemed, on the surface, disinterested and emotionally cut off. This was not my usual experience, and I wondered what could have caused such a shift in approach and outward appearance. Patients want to be seen as people, heard, treated with respect, and receive treatment that is tailored to their particular needs – and I was sure that my GP didn't go into medicine wanting to work in this way.

Until recently, I hadn't considered that my GP might be experiencing unprecedented pressure. Our research, which has just been published in the British Journal of General Practice, suggests that GPs have hunkered down and gone into a kind of "atomised" isolation.

The study talked to a range of GPs about what it was really like working in the NHS at this present time. The stories we heard gave a compelling insight into just how difficult things have become.

With the new GP Contract in 2004, General Practice entered an era in which practices thrived. Incomes for GPs were comparable to those of similarly qualified hospital doctors, practices had the funding they needed to provide a good service to their patients, and young GPs were queuing up to take on partnership roles in practices.

But the devil is always in the detail. The contract also ushered in a new era where the autonomy, status and income enjoyed by GPs was chipped away at over the next decade. Jeremy Hunt has stated that this

was "penance" for the 2004 contract.

Our study suggests that the cycle of performance management and monitoring of consultations (where GPs have to jump through "hoops" for scarcer and scarcer public sector resources) makes it ever more difficult for GPs to do what most came into medicine to do – care for patients.

One GP said: "It's becoming very Big Brother… especially general practice, about what we have to do in order to earn money and look after people…Obviously guidelines and protocols are really useful and we need those, especially as things become more complex. But that's squeezing out just the relational aspect of general practice, which is a lot of the time what people need and where help and healing really happens…"

In addition, the management of complex health conditions in general practice has increased due to an ageing population, and because conditions once treated in hospitals are now dealt with in primary care to save money. GPs have a growing responsibility to deliver the same quality of care but with effectively fewer resources. There is increased patient demand for appointments and all the while GPs must attempt to safely see one patient every 10 minutes, and somehow follow-up all the paperwork, phone calls and after care that those consultations generate. One GP summed this up as, "Oh dear, is this going to be a two wee day or a one wee day?"

What struck me about the interviews we conducted was how GPs generally go into the job wanting to be good doctors, to make a difference to people. As one of them put it, "We all love our job, we work for the patients, that's why we do [it]"

Despite this love, GPs are becoming reclusive. More than ever we expect care that is patient centred, but practitioners are becoming distanced from colleagues, patients and loved ones. One GP said they used to be much more sociable, but "[now] I shut my [surgery] door and I can possibly be in there for about 11 hours without much opportunity to talk to anybody." The headwinds in the NHS actually encourage a particular way of working, and a kind of atomisation happens – an isolation that is the logical outcome of the current system.

Others noted how their work had become a source of conflict at home, with long work hours behind arguments. One commented that: "There was one particular day… [when] I really felt that something had broken for me… I came home and I just went upstairs… I just went into a kind of stupor… with so many people and so many emotions you just haven't got the time to process anything."

Of course, it's not all doom and gloom. Some GPs still thrive, and many are getting better at finding ways to deal with job stresses. For example, one said that mindfulness really helped them get through the day. But many GPs said the current situation is just not sustainable for them, and they are looking to leave, or to reduce the impact that the intensification of GP work has had on their lives. One said: "Amongst my cohort… half of us are thinking of just working part-time."

The medical profession is committed to providing excellence, with good doctors working on the front line – but the changes in the NHS are making that less possible. For many GPs it comes down to a simple choice: my sanity and/or my partner/marriage (and children) or continuing in an unsustainable profession.

Those of us in work have faced intensification of work life, pressure to do overtime, reduced security, increased competition for scarce resources, and pressures to survive on our own entrepreneurial acumen. GPs should not be immune to what other workers are facing. But as we have discovered, the sorts of changes described by GPs have cut them off from their natural support systems. And as with commercial airline pilots, I would argue that it is vital that GPs get the right balance of work, life and rest – our lives might depend on it. It's time to rethinking general practice.

Damien Ridge is Professor of Health Studies at the University of Westminster

'Heart attack risk' for common painkillers

A fresh study suggests there may be a link between taking high doses of common anti-inflammatory painkillers - such as ibuprofen - and heart attacks.

The paper, published in The BMJ, builds on a previous body of work linking these drugs to heart problems.

This research suggests the risk could be greatest in the first 30 days of taking the drugs.

But scientists say the findings are not clear cut. They say other factors - not just the pills - could be involved.

In the study an international team of scientists analysed data from 446,763 people to try to understand when heart problems might arise.

They focused on people prescribed non-steroidal anti-inflammatory drugs (such as ibuprofen, diclofenac, celecoxib and naproxen) by doctors rather than those who bought the painkillers over the counter.

Studying the data from Canada, Finland and the UK, researchers suggest taking these Nsaid painkillers to treat pain and inflammation could raise the risk of heart attacks even in the first week of use.

And the risk was seen especially in the first month when people were taking high doses (for example more than 1200mg of ibuprofen a day) .

But scientists say there are a number of factors that make it difficult to be absolutely certain of the link.

Are the painkillers definitely to blame?

Kevin McConway, emeritus professor of statistics at The Open University, said the paper threw some light on

possible relationships between Nsaid painkillers and heart attacks.

But he added: "Despite the large number of patients involved, some aspects do still remain pretty unclear.

"It remains possible that the painkillers aren't actually the cause of the extra heart attacks."

He said if, for example, someone was prescribed a high dose of a painkiller because of severe pain, and then had a heart attack in the following week, it would be "pretty hard" to tell whether the heart attack had been caused by the painkiller or by whatever was the reason for prescribing it in the first place, It could even be down to something else entirely, he said.

Prof McConway also pointed out that other influences on heart health - such as smoking and obesity - could not be taken into account fully and could be partly to blame.

What should patients do?

Doctors are already aware from previous studies that non-steroidal anti-inflammatory drugs could increase the risk of heart problems and strokes.

And current UK guidelines state that Nsaids must be used carefully in people with heart problems and in some cases (such as very severe heart failure) they should not be used at all.

Dr Mike Knapton of the British Heart Foundation, suggests patients and doctors weigh up the risks and benefits of taking high doses of these common painkillers, particularly if they have survived a heart attack or are at higher risk.

Meanwhile, GP leader Prof Helen Stokes-Lampard said it was important that any decision to prescribe was based on a patient's individual circumstances and medical history, and was regularly reviewed.

She said that as new research was published, it was important that it was taken on board to help inform guidelines.

But she added: "The use of Nsaids in general practice to treat patients with chronic pain is reducing, and some of the drugs in this study are no longer routinely prescribed in the UK, such as coxibs, as we know that long-term use can lead to serious side-effects for some patients."

What about over-the-counter use?

This paper looks at patients prescribed painkillers rather than people buying them in a shop or taking them without medical advice.

And it suggests higher doses than those often recommended for one-off use (for example more than 1200mg of ibuprofen a day) carry some of the greatest risks.

But Prof Helen Stokes-Lampard said the study should also raise awareness among patients who self-medicated with Nsaids to treat their pain.

According to NHS advice, people should generally take the lowest dose of Nsaids for the shortest time possible.

And if people find they need to take Nsaids very often or are taking higher doses than recommended, medical advice should be sought.

How big are the risks?

Independent researchers say one of the main pitfalls of the study is it does not clearly spell out what the absolute risk - or the baseline risk of people having a heart attacks - is.

And they say without an understanding of the baseline, it is then hard to judge the impact of any possible increase in risk.

Meanwhile, Prof Stephen Evans, of the London School of Hygiene and Tropical Medicine, said though the study indicated that even a few days' use was associated with an increased risk, it might not be as clear as the authors suggested.

He added: "The two main issues are that the risks are relatively small, and for most people who are not at high risk of a heart attack, these findings have minimal implications."

News

Why were 101 Uzbeks killed in the Netherlands in 1942?

Drawing of hatam Kadirov (left) and an unnamed prisoner, possibly Zair Muratov

They left their homes in Central Asia to fight against the German army. Then, dressed in rags, they were taken as prisoners to a concentration camp in the Netherlands. Few now alive remember the 101 mostly Uzbek men who were killed in a forest near Amersfoort in 1942 - and they may well have been forgotten entirely if it had not been for a curious Dutch journalist.

Every spring hundreds of Dutch men and women, young and old, gather in a forest near the town of Amersfoort, near Utrecht.

Here they light candles to commemorate 101 unknown Soviet soldiers who were shot dead by the Nazis at this very spot - and then forgotten for more than half a century.

The story was rediscovered 18 years ago, when journalist Remco Reiding returned to the town after working in Russia for several years, and heard from a friend that there was a Soviet war cemetery nearby.

"I was surprised as I never heard of it before," Reiding says. "I visited the place and started looking for archives and witnesses."

It turned out that 865 Soviet soldiers were buried there, all but 101 of them brought from other parts of the Netherlands or Germany.

But the 101, all unnamed, had died in Amersfoort itself.

They had been captured near Smolensk in the first weeks after the German invasion of the Soviet Union, and transported to the German-occupied Netherlands for propaganda purposes.

"They handpicked the Asian-looking prisoners and wanted to exhibit them to the Dutch, who resisted Nazi ideas," says Reiding.

"They called them untermenschen - inferior people - and hoped that once the Dutch saw what the Soviets looked like, they would join the Germans."

It was Dutch communists held in a concentration camp in Amersfoort whose opinion of the Soviet people the Germans were expecting to change. They had been held there with local Jews since August 1941, while all of them waited to be moved to other locations.

But the plan didn't work.

Now 91, Henk Broekhuizen, is one of the few remaining witnesses. He remembers, as a teenager, watching the Soviet prisoners arriving in the town.

"When I close my eyes I remember their faces," he says.

"Wrapped up in rags, they didn't even look like soldiers. You could only see their faces.

"The Nazis paraded them through the main street all the way from the train station to the camp. They were weak and small, their feet were covered in old cloths. Some of them could hardly walk and their friends helped them."

Some prisoners managed to make eye contact with the onlookers and used hand gestures to indicate that they were hungry.

"We brought some water and bread for them," says Broekhuizen. "But the Nazis knocked it all from our hands. They didn't let us help them."

He never saw them again and heard nothing of what happened to them in the camp.

But Reiding started gathering evidence from Dutch archives.

One thing he discovered was that they were mainly Uzbeks. The camp authorities themselves were unaware of this, until an SS officer who spoke Russian arrived to interview them.

Most were from Samarkand, says Reiding. "Maybe some of them were Kazakh, Kyrgyz or Bashkir. But the majority were Uzbeks."

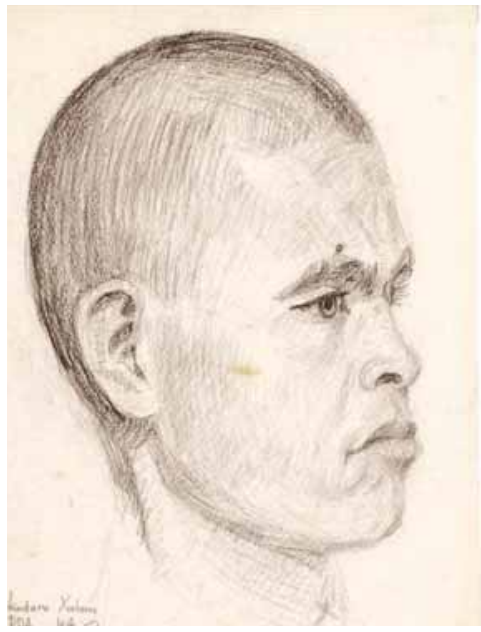

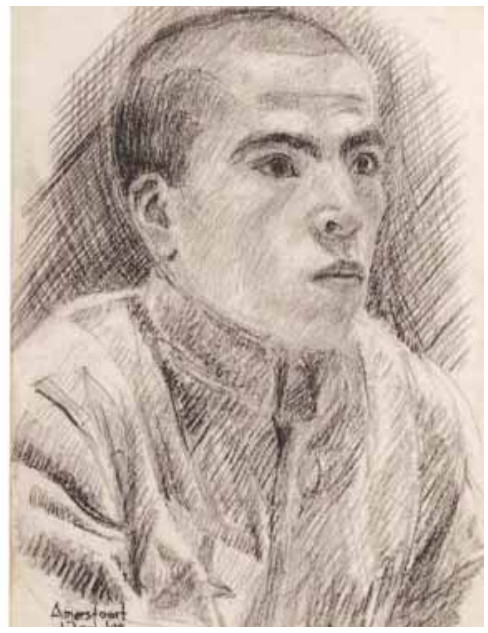

Reiding also learned that the Central Asians were treated worse than any of the camp's other prisoners.

"The first three days in the camp the Uzbeks are kept without food, outside, surrounded by barbed wire," says Reiding.

"A German film crew prepares to capture the moment when the 'barbaric sub-humans' fight over food - they need to film this scene for their propaganda.

"So the Nazis throw a loaf of bread to the hungry Uzbeks.

"To their surprise, one of them takes the bread and calmly divides it into equal pieces with a spoon. The others wait patiently. No-one fights. Then they share the evenly divided pieces of bread. The Nazis are disappointed."

These are portraits of young men in their early twenties, or even younger. Probably their mothers had already begun looking for suitable brides and fathers had already bought a calf to rear for their wedding feast, when the war intervened.

But worse was to come for the prisoners.

"The Uzbeks were given half as much food as the others and if any other prisoner helped them the whole camp was left without food as punishment," says Bahodir Uzakov, an Uzbek historian based in nearby Gouda, who has also been researching the story of the Amersfoort camp.

"When they ate leftovers and potato skins the Nazis beat them for eating pigs' food."

From the confessions of camp guards and the recollections of prisoners he found in the archives - which formed the basis of his 2015 book, Child of the Field of Honour - Reiding also learned that the Uzbeks were constantly beaten and given the worst jobs, such as carrying heavy masonry, sand or logs in the cold.

One of the most shocking stories he discovered is about the camp doctor, a Dutch man called Nikolaas Van Nieuwenhuysen.

When two of the Uzbeks died, he forced other prisoners to behead them and boil their skulls until they were clean, Reiding says.

"The doctor kept the skulls of two Uzbeks on his desk to study. How crazy!"

Starved and frail, the Uzbeks started eating rats, mice and plants. Twenty-four of them didn't survive the harsh winter of 1941, and the remaining 77 were no longer needed when they became too weak to work.

So early one morning in April 1942, the Nazis told them they were being moved to southern France, where the warmer climate would suit them.

In fact they were taken to a forest just outside the camp, where they were shot and buried in a mass grave.

"Some of them started weeping, some held hands together and faced their death. Those who tried to flee were chased by the soldiers and shot," says Reiding, quoting camp guards and drivers who witnessed the execution.

"Imagine being 5,000km away from home - where the muezzin calls people to prayer, where the wind plays with the sand and dust on the market square and the streets are filled with the aroma of spices. You don't know their language and they don't know yours. And you never understand why these people treat you as if you were an animal."

There is little information that might help to identify these prisoners. The Nazis set fire to the camp archives before they fled in May 1945.

There is only one photograph that shows faces - two men, neither of whom are named.

Of nine portraits drawn in pencil by a Dutch prisoner, only two have names.

"The names are misspelt but they sound Uzbek," says Reiding.

"One is Kadiru Xatam and another says Muratov Zayer. So the first should be Kadirov, Hatam and the second is Muratov, Zair."

I instantly recognise the Uzbek-sounding names and the Central Asian faces. The unibrows, gentle eyes and mixed-race features - these are all considered beautiful in my country.

These are portraits of young men in their early twenties, or even younger. Probably their mothers had already begun looking for suitable brides and fathers had already bought a calf to rear for their wedding feast, when the war intervened.

It occurs to me that some of my own relatives could be among them. Two of my great uncles and my wife's grandfather failed to return from the war.

Sometimes I was told my uncles had married German women and decided to stay in Europe - a story my grandmothers invented to console themselves.

In fact, a third of the 1.4 million Uzbeks who fought in the war did not return and at least 100,000 remain missing.

There are many reasons why the 101 Uzbek soldiers buried in Amersfoort have never been identified - apart from the two whose names are known. One is the Cold War, which followed quickly after World War Two, and turned Western Europe and the USSR into ideological enemies.

Another is Uzbekistan's decision to forget its Soviet past, after gaining independence in 1991. Veterans were no longer considered heroes. A monument to a family that adopted 14 war orphans was removed from a square in the centre of Tashkent - though the country's new president now says it will be returned. In short, looking for soldiers that went missing in the Soviet army several decades ago has not been a priority for the Uzbek government.

But Reiding thinks he may be able to find the names in Uzbek archives.

"The documents of those Soviet soldiers who didn't die or whose deaths were not known to the Soviet authorities were sent to the local KGB, and the identities of the 101 prisoners are probably kept in Uzbekistan," says Reiding.

"If I have access to them I can find some of the 101 Uzbeks."

ক্যামব্রিজ বিএনপির নতুন কমিটি প্রত্যাখান

পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন মাহবুব খান নোমান, আযম আলী, বদরুল ইসলাম সেলিম, শামসুল ইসলাম চৌধুরী প্রমূখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সম্প্রতি ক্যামব্রিজ বিএনপির কমিটিতে দীর্ঘদিন যাবত যারা বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত এমন ত্যাগী পরিশ্রমী নেতাকর্মীদের মূল্যায়ন না করে এই কমিটি করা হয়েছে। যারা ক্যামব্রিজ এলাকার বাসিন্দা নয় তাদেরকেও কমিটিতে স্থান দেয়া হয়েছে। কমিটিতে যোগ্য নেতাকর্মীদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে বক্তারা বলেন, স্বজনপ্রীতির করে অযোগ্যদের কমিটির গুরুত্বপুর্ণ স্থান দেয়া হয়েছে। অথচ যারা দীর্ঘদিন যাবত দেশের অগণতান্ত্রিক সরকার বিরোধী আন্দোলন, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত সকল কর্মসূচি পালন করে আসছে তাদের সাধারণ সদস্য হিসেবে রেখে তাদের রাজনীতিকে শেষ করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

বক্তারা বলেন, কমিটিতে ত্যাগী নেতাকর্মীদের মতামতকে তোয়াক্কা না করে একটি বিশেষ এলাকার লোকজনকে রাখা হয়েছে। যুক্তরাজ্য বিএনপি ক্যামব্রিজের সাধারণ নেতাকর্মীদের প্রতি অবিচার করেছেন বলেও অভিযোগ তুলেন। বক্তারা বলেন, আমরা শহীদ জিয়ার আদর্শ ও জিয়া পরিবারের রাজনীতি করি। কারো রক্তচক্ষুকে ভয় পাইনা। কমিটিতে ত্যাগী নেতাকর্মীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা না হলে পদত্যাগীরা আগামীতে বিএনপির সকল কর্মসূচি নতুন কমিটি ঘোষণা করে পালন করা হবে বলে জানান।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে সংগঠনের দীর্ঘদিনের সভাপতি নেপুর মিয়া বলেন, আমি বর্তমান কমিটির কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসতে চাইনি। যারা দীর্ঘদিন যাবত ক্যামব্রিজে বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত, সবসময় দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন তাদের নাম দিয়েছিলাম। কিন্তু যুক্তরাজ্য বিএনপি তাদের প্রতি সুবিচার করেনি। এখানে স্বজনপ্রীতি করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন আমাদের জোনের সাংগঠনিক সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরুকে অবহিত না করেই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে ত্যাগী নেতাকর্মীদের অমূল্যায়ন করা হয়। তিনি বলেন, আমি যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ সিনিয়র নেতাকর্মীদের ক্যামব্রিজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি- আসুন দেখে যান এখানকার নেতাকর্মীরা কী চায়। তিনি বলেন, আমরা কেন্দ্রকে প্রয়োজনে ইলেকশনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের আহবান জানিয়েছিলাম কিন্তু তারা তা না করে মনগড়া কমিটি চাপিয়ে দিয়েছেন। আর একারণেই আমরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি। সম্প্রতি ঘোষিত কমিটি থেকে যারা পদত্যাগ করেছেন তারা হচ্ছেন নেপুর মিয়া, আসাদুজ্জামান আহমদ, শামসুদ্দিন আহমেদ বাবলু, মাহবুব খান নোমান, হিরন আলী, লিলু মিয়া, আষম আলী, বদরুল ইসলাম সেলিম, শামসুল ইসলাম চৌধুরী, ইসহাক মিয়া সাজু, রেনু মিয়া, গোলাপ মিয়া, মোস্তাক আহমেদ মিসফা, জিল্লুর রহমান, খসরু মিয়া, আবুল চৌধুরী, দিলোয়ার হোসেন, ফয়ছল আহমেদ, জুনেদ আহমেদ, সুয়েবুর রহমান, ইমতিয়াজ আহমেদ, নাবিউল আলম নিকি, মুহিবুর রহমান, রশিদ আলী, আব্দুল মতিন, আমির চৌধুরী, মঞ্জুর আলী, মোস্তফা মিয়া, খালেদ মিয়া, সানু মিয়া, আনোয়ার মিয়া, রাহুল সিতু মিয়া, লিয়াকত আলী মিয়া, জিসান মিয়া, জাহানারা বেগম, নিপা আক্তার।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের প্রথম সাপ্তাহে বিএনপি যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি এমএ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমেদ যুক্তরাজ্য বিএনপির কেমব্রিজ শাখায় কামাল হোসাইনকে সভাপতি, মনোয়ার আলীকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, শাহিন মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক, মাহবুব খান নোমান যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও মোঃ শাহিন আহমেদকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৭১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি এবং একইসাথে শামছুদ্দিন আহমেদ বাবলুকে প্রধান উপদেষ্টা ও আসাদুজ্জামান আহমেদকে ১ম উপদেষ্টা করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন।

জামানূর ইসলামের জানাজা শুক্রবার

বাদ জুমা ইস্ট লন্ডন মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে তাঁর লাশ পূর্ব লন্ডনের হেইনুলটস্থ গার্ডেন অব পিসে দাফন করা হবে। জামানুরের পিতা সৈয়দ আব্দুল মুকিত সাপ্তাহিক দেশকে এ খবর জানিয়ে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষকে জানাজায় অংশগ্রহণের আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ডর ওয়েজার স্ট্রিটে একদল তরুণের ছুরিকাঘাতে মায়ের সম্মুখেই খুন হন সৈয়দ জামানুর ইসলাম (২০)। এ ঘটনায় পুলিশ তিন তরুণকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করছে।

জামানূর হত্যার ঘটনায় কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। কমিউনিটিতে

একাধিক সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশে টাওয়ার হ্যামলেটসে নাইফ-ক্রাইম বন্ধে নাইফ অ্যামনেস্ট্রি ঘোষণাসহ অপরাধ দমনে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানানো হয়।

বার্মিংহামে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী হলেন আবু নওশেদ----------

রয়েছে পদচারণা। কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালিদের বিশেষ বিশেষ অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে পার্লামেন্টের নির্বাচনী প্রার্থীতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে জল্পনা কল্পনা চলে আসছিলো। সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে পার্লামেন্ট নির্বাচনে বার্মিংহামে প্রথম বাঙালি এমপি প্রার্থীতা ঘোষণা করলেন একাউটেন্ট আবু নওশেদ।

গত ৯ মে মঙ্গলবার স্থানীয় বিয়া লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত জনসভায় আগামী ৮ জুনের জাতীয় নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থীতা ঘোষণা করে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন কামনা করেন। ড. শাফায়েত আলীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় এমপি প্রার্থী আবু নওশেদ-এর প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন ও শুভকামনা জানিয়েছেন কমিডিনিটি নেতৃবৃন্দ।

পেশাগতভাবে একজন সফল চার্টার্ড একাউন্টেন্ট আবু নওশেদ তাঁর বক্তব্যে প্রথমে পারিবারিক পরিচিতি তুলে ধরেন। তারপর তিনি নির্বাচনের প্রার্থীতা ঘোষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, 'জাতীয় ভাবে আজ বাঙালি কমিউনিটি কোন অংশে কম নয়। কিন্তু তারপরও আমাদের বাঙালিদের কণ্ঠকে আরো জোরদার করতে হলে ওখানেই যেতে হবে, যেখানে কথা বলা যায় জাতীয়ভাবে ও শোনা হয় মনযোগ দিয়ে এবং মূল্যায়ন করা হয় সর্বতভাবে।'

জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেডিও-টিভি ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক মিছবাহ জামাল। তিনি তার বক্তব্যে এমপি প্রার্থী আবু নওশেদ-এর শিক্ষাগত ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন গৌরবজ্জ্বল দিক তুলে ধরে বলেন, একজন নেতার গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো পরমতসহিষ্ণুতা। আবু নওশেদ-এর মাঝে তা লক্ষ্য করছি ছোটাবেলা থেকেই। আবু নওশেদ-এর দেশের বাড়ি ওসমানীনগর উপজেলার ব্রাহ্মণ গ্রামে। পিতামাতার সাথে যুক্তরাজ্যে পাড়ি দেন ১৯৮৬ সালে এবং তখন থেকেই তিনি বার্মিংহামের বাসিন্দা। উচ্চশিক্ষাও এখানে এই বার্মিংহামেই।

এমপি প্রার্থী আবু নওশেদকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়ে এবং তার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সভায় বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা ফয়জুর রহমান চৌধুরী এমবিই, রেডিও পরিচালক বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মোস্তফা যুবরাজ, মালেক পারভেজ, যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টির সহ সভাপতি নাছির উদ্দিন হেলাল, লেকচারার তোফায়েল আহমদ, কমিউনিটি নেতা কামরুল হাসান চুনু, মহিদুর রহমান, কুয়ারপার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এমএ ওয়াহিদ, দেওয়ান আফজল চৌধুরী জনি, নওশের সিরাজ, মাওলানা মওদুদ, কমিউনিটি নেতা আবদুল মালিক, আবদুল মুকিত আজাদ, সৈয়দ ইকবাল আহমদ, হুমায়ূন কবীর, লেকচারার কবির উদ্দিন প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্ট লন্ডন মসজিদ পরিদর্শন করলেন প্রিন্সেস এ্যান

ফিলডগেইট স্ট্রিটস্থ সিনাগগ ভবন ও আল মিজান স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময় জোহরের জামাত শুরু হলে তিনি নন-মুসলিম ভিজিটিং সেন্টারে বসে মনোযোগ সহকারে মুসল্লিদের নামাজ পড়ার দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। নামাজ শেষে তিনি লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ছাঁদে মৌ-চাষ দেখতে যান। মসজিদের ছাঁদে মৌচাষের বিষয়টি তাঁকে বেশ আলোড়িত করে। এসময় মসজিদের পক্ষ থেকে তাঁকে এক বয়াম মধু উপহার প্রদান করা হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর তিনি লন্ডন মুসলিম সেন্টার ত্যাগ করেন।

এলএমসি পরিদর্শনকালে কমনওয়েলথ অফিসের ১২ সদস্যের একটি টিম তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা নন-মুসলিম ভিজিটিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত সিএসসি লীডারশীপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন মসজিদের ট্রেজারার মুহাম্মদ আব্দুল মালিক, সদস্য ইকবাল খান, ট্রাস্টি চৌধুরী সিদ্দিক ও মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলম।

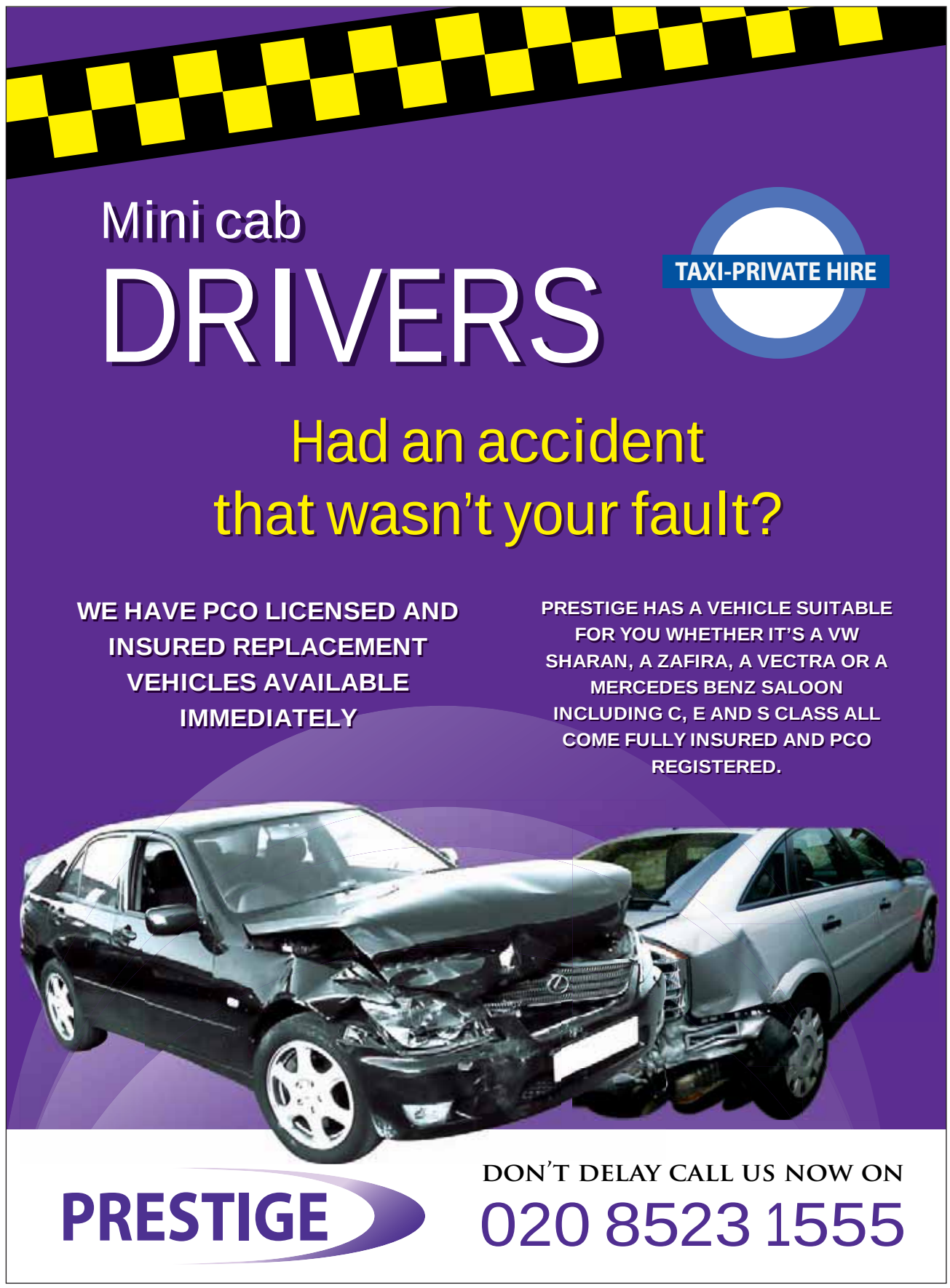

ভাবতে শুরু করেছেন ভোটাররা

ক্যাম্পেইন না করলেও বিজয়ী হবেন- এমন একটি ধারণা নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের মধ্যে রয়েছে। রুশানারা আলী নিজেও মনে করেন এখানে তাঁকে পরাজিত করার কেউ নেই। আর তাই তিনি নিজের ক্যাম্পেইনে বেশি সময় নষ্ট না করে অন্যান্য আসনে গিয়েও ঝুঁকিপূর্ণ প্রার্থীদের পক্ষে ক্যাম্পেইন করছেন।

কিন্তু নির্বাচনের দিন-তারিখ যত ঘনিয়ে আসছে টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষ প্রার্থী বাছাই নিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন। প্রথমদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আজমাল মাসরুরকে তেমন আমলে না নিলেও দিনদিন তাঁর পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন দেখে এখন বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছেন।

কারণ নির্বাচনের দিন তারিখ ঘোষণার সাথে সাথে আজমাল মাসরুর নিজেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী ঘোষণা করে ক্যাম্পেইন শুরু করেন। প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন বেথনাল গ্রীন এন্ড বো'র প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। কড়া নাড়ছেন ভোটারদের দরজায়-দরজায়। কখনোবা সংবাদ সম্মেলন আহবান করে মুখোমুখি হচ্ছেন সাংবাদিকদের। হাসিমুখে জবাব দিচ্ছেন তাঁর দিকে তেড়ে আসা কঠিনসব প্রশ্নের। ৮ মে সোমবার দুপুরে পূর্ব লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস কমিউনিটি সেন্টারে আহুত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে তিনি তুলে ধরেছেন তার ৮ দফা নির্বাচনী ইশতিহার। তাঁকে আসন্ন নির্বাচনে বিজয়ী করার আহবান জানিয়ে বলেছেন, নির্বাচনে বিজয়ী হলে তিনি হবেন সবচেয়ে জনসম্পৃক্ত এমপি। বেথনাল গ্রীন এন্ড বো'তে তিনি প্রতিমাসে চারটি সার্জারী করবেন। জনগণের যেকোনো সুবিধা-অসুবিধায় তিনি পাশে থাকবেন।

অন্যদিকে সদ্যসাবেক এমপি রুশানারা আলী ৯ মে মঙ্গলবার চ্যানেল এস টেলিভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর বিরুদ্ধে জনবিচ্ছিন্নতার অভিযোগ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, নির্বাচন এলে জনবিচ্ছিন্নতা বা জনঘনিষ্টতা নিয়ে কথা শুরু হয়। তিনি তাঁর আসনের মানুষের জন্য কী করছেন তা এলাকাবাসী ভালো করেই জানেন। জনসম্পৃক্ততা নিয়ে লেকচারের দরকার নেই। এই বক্তব্যের মধ্যদিয়ে তিনি প্রথমবারের মতো আজমাল মাসরুরের মুখোমুখী হলেন। তবে রুশানারা আলী যে তাঁর নির্বাচনী এলাকার মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন সে অভিযোগ স্বয়ং অনেক লেবার পার্টির সদস্যের। তাই রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিরা মনে করেন, আসন্ন নির্বাচনে জনসম্পৃক্তা বনাম জনবিচ্ছিন্নতা এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে দুই প্রার্থীর মধ্যে শক্ত লড়াই হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত আজমাল মাসরুরের বক্তব্য

আসন্ন ৮ই জুনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে বেথনাল গ্রীন ও বো আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমাল মাসরুর তাঁকে নির্বাচিত করতে এলাকাবাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'নির্বাচিত হলে এলাকাবাসীর সুখে-দুঃখে সবসময় পাশে থাকবো। নির্বাচনী এলাকার মানুষের ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ে পার্লামেন্টে সোচ্চার ভুমিকা পালন করবো। স্থানীয় সমস্যাগুলো পার্লামেন্টে উপস্থাপনের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করবো। জাতীয় কোনো সমস্যা স্থানীয় এলাকাবাসীর ওপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে-এমন বিষয়ে সবসময় সচেতন থাকবো। তিনি নির্বাচনকে সামনে রেখে ৮টি অঙ্গীকারনামা উপস্থাপন করেন।

তিনি বলেন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে নির্বাচনের ঘোষণা দেয়ার পর আমি আমার এলাকা বেথনাল গ্রীন ও বো'র মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে সংসদে প্রার্থী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। কারণ আমি মনে করি এখানে এমন একজন জনপ্রতিনিধি দরকার যাকে মানুষ তাদের কাছে পাবে। আর আমার নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে, এলাকার মানুষের সুবিধা-অসুবিধায় পাশে থেকে তাদের সেবা করে যাওয়া।

তিনি বলেন, ২০১০ সালের নির্বাচনে আমি লিবারেল ডেমোক্রেট দল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি। এ বছর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মূল কারণ হচ্ছে, আমি বেথনাল গ্রীন ও বো আসনের মানুষের কাছে একজন জবাবদিহিমুলক জনপ্রতিনিধি হতে চাই। নির্বাচিত হলে দলীয় বাধ্যবাধকতা না থাকায় শুধু এলাকাবাসীর জন্য নিজেকে নিবেদিত করতে পারবো। তিনি বলেন, আমি এই এলাকার মানুষের সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করতে চাই। বিভক্তি ও বিভাজনের রাজনীতিতে জড়াতে চাই না।

আজমাল মাসরুর বলেন, লেবার প্রশাসনের অধীনে টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষ বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় কঠিন সময় অতিবাহিত করছে। এই বারার রাজনীবিদেরা ভোটারদের অধিকার রক্ষায় বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। এটা স্থানীয় সরকারের বেলায় যেমন, তেমনী পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও তেমন। আমি চাই, এই এলাকায় একটি যুগপৎ পরিবর্তন আনতে। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ও কমিউনিটিতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূর করতে চাই।

তিনি বলেন, নির্বাচনী ক্যাম্পেইন শুরু করার পর থেকে তিনি প্রতিদিন মানুষের কাছ থেকে স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া পাচ্ছেন। টাওয়ার হ্যামলেটসের রাস্তা-ঘাটে হাঁটার সময়ে মানুষ তাঁর ক্যাম্পেইনে এগিয়ে আসছেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে সমর্থন ব্যক্ত করে বলছেন, আপনার মতো একজন ব্যক্তি আমরা আমাদের প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চাই। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, নির্বাচিত হলে আমি হবো এলাকার মানুষের সবচেয়ে কাছের জনপ্রতিনিধি। তাঁরা আমাকে সবসময় কাছে পাবে। আমি সবসময়ই কাছে থাকবো। একজন এমপি হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব হবে মানুষের পাশে থাকা, তাদের কথা শোনা। তাদের সুবিধা অসুবিধায় এগিয়ে আসা।

তিনি বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে বিবিসি, স্কাইসহ মুলধারার মিডিয়া চ্যানেলে বিভিন্ন বিতর্কে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বৃটিশ মুসলিম কমিউনিটিকে প্রতিনিধিত্ব করে আসছি। বৃটিশ সরকার ও সরকারের বিদেশনীতিকে বিভিন্নভাবে চ্যালেঞ্জ করে আসছি। এমপি নির্বাচিত হলে, এই এলাকার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে কাজ করবো এবং একজন শক্তিশালী প্রতিনিধি হয়ে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করবো। সংবাদ সম্মেলনে তিনি তাঁর ৮টি অঙ্গীকার উপস্থাপন করেন।

এক. তিনি নির্বাচিত হলে প্রতিমাসে কমপক্ষে চারটি এডভাইস সার্জারী পরিচালনা করবেন, যা বর্তমান এমপির চেয়ে দ্বিগুণ হবে। তাছাড়া তাঁর অগ্রাধিকার হবে- স্থানীয় মানুষের জন্য কেসওয়ার্কার হিসেবে কাজ করা। তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে সহযোগিতা করা ও পরামর্শ দেয়া।

দুই. টাওয়ার হ্যামলেটসে প্রাইভেট ডেভোলাপাররা ডেভোলাপিং কাজের অনুমতি পেতে হলে অধিক অ্যাফোর্ডেবল এন্ড সোশিয়েল হাউজিং তৈরি করতে হবে। কাউন্সিল যাতে প্রাইভেট ডেভোলাপারদের কাছ থেকে বেশি বেশি করে অ্যাফোর্ডেবল এন্ড স্যোশিয়েল হাউজিং আদায় করে নিতে পারে সে জন্য কাউন্সিলের প্রতি চাপ সৃষ্টি করবেন।

তিন. নাইফ-ক্রাইম বা ছুরিজনতি অপরাধ এবং অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধে পুলিশের সাথে পার্টনারশীপ ভিত্তিতে কাজ করে টাওয়ার হ্যামলেটসে নাইফ অ্যামেনেস্ট্রি ঘোষণা করবেন।

চার. ক্ষুদ্র ব্যবসা ও মার্কেট ব্যবসায়ীদের জন্য আগ্রাসী প্রাইভেট ডেভোলাপমেন্টের বিরুদ্ধে লড়ে যাবেন। তাছাড়া পার্লামেন্টে বিজনেস ট্যাক্স নিয়ে কথা বলবেন, যাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা কম ট্যাক্স দেয় আর কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা বেশি ট্যাক্স পরিশোধ করে।

পাঁচ. কেন্দ্রীয় সরকারের ফান্ডিংকাটের কারণে টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রাইমারী স্কুলগুলোর ফ্রি মিলের বাজেট হুমকীর মুখে রয়েছে। তিনি এমপি নির্বাচিত হলে কাউন্সিলের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করবেন। যাতে স্কুল-মিল কখনো বন্ধ না হয়। তাছাড়া সরকারের সাথে লবি করবেন যাতে সরকার থেকে সরাসরি তহবিল দিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটসসহ গোটা দেশে ফ্রি স্কুল-মিল কর্মসূচি চালু রাখা যায়।

ছয়. টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের চিলড্রেন সার্ভিসকে অপর্যাপ্ত বলে অফস্ট্যাড রিপোর্টে সমালোচনা করা হয়েছে। এমপি নির্বাচিত হলে তিনি কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসবেন।

সাত. বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করে তাদেরকে স্থানীয় তরুণ ও যুবকদেরকে চাকরি দিতে উৎসাহিত করবেন। পাশাপাশি স্থানীয় লোকজনকে পর্যাপ্ত চাকরি না দিলে তাদেরকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করবেন।

আট. স্থানীয় ডাক্তার, নার্স ও লোকাল অথরিটির সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করে এনএইচএস এর প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করবেন। এরপর সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সাথে স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগের জন্য লবিং করবেন।

উপরোক্ত ৮টি বিষয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি আরো তিনটি জাতীয় বিষয়ে সংসদীয় কর্মকাণ্ড ফোকাস করবেন বলে উল্লেখ করেন। সেগুলো হলো-

ব্রেক্সিট: তিনি যেকোনো কঠিন ব্রেক্সিট ডিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যেসকল নাগরিক যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ে যাবেন।

হেইট ক্রাইম: বর্তমানে গোটা দেশে নাইফ ক্রাইমের মহোৎসব চলছে। নাইফ ক্রাইমের অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠিন আইনের প্রয়োগ ও শাস্তির জন্য ক্যাম্পেইন করে যাবেন। তাছাড়া একটি স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত ফরেন পলিসির জন্য পার্লামেন্টে বলিষ্ট ভুমিকা রাখবেন।

স্কুল ট্রিপে গিয়ে লাশ হলো জান্নাত

আমরা এখন ভয়াবহ বিয়োগান্তক ঘটনাটিকে বুঝে ওঠার চেষ্টা করছি। আমাদের সকল ভাবনা ও প্রার্থনা এখন ইভার পরিবারের সদস্যদের প্রতি''। লেস্টারের জামে মসজিদেও ইভার আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা হয়েছে।

ড্রেইটন ম্যানোর থিম পার্কের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ইমার্জেন্সি সার্ভিসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, মঙ্গলবারের ঘটনাটি পুরো ড্রেইটন ম্যানোর পরিবারকে তথা পার্কের কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সকল কর্মী ও বেড়াতে আসা লোকজনকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে''। ইভার শোকসন্তপ্ত পরিবার এবং ওই ঘটনায় আক্রান্ত সকলের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষ।

১৯৯৩ সালে ড্রেইটন ম্যানোর পার্কে 'স্প্লাশ ক্যানইয়ন' রাইডটি চালু করা হয়। এতে রয়েছে ২১টি গোলাকৃতির নৌকা। প্রতিটি নৌকায় ছয়জন লোক চড়তে পারে। কৃত্রিমভাবে তৈরি করা প্রবল স্রোতের পানিতে ব্যাপকভাব দুলতে দুলতে থাকে রাইডটি। এই রাইড চড়তে হলে সর্বনিম্ন উচ্চতা থাকাসহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুদের সাথে পূর্ণ বয়স্কদের থাকার নিয়ম বলবৎ রয়েছে। গোলাকৃতির নৌকাগুলোতে ছয়টি আসন রাখার পাশাপাশি মাঝখানে গোলাকৃতির হাতল স্থাপন করা হয়েছে। প্রবল স্রোতে চড়ার সময়ে যাত্রীরা সেই হাতল ধরে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। কিন্তু স্কাই নিউজে বলা হয়েছে, অনলাইন ফুটেজে দেখা গেছে নৌকার আসনগুলোতে নিরাপত্তামূলক কোনো ব্যবস্থা সংযোজিত হয়নি।

ড্রেইটন ম্যানোর পার্কে ৯ মে মঙ্গলবারের ঘটনার পর ইংল্যান্ডের অন্য দুটি থিম পার্কেও একই ধরনের রাইড বন্ধ রাখা হয়েছে। সেগুলো হলো সারে এলাকায় অবস্থিত থর্প পার্কের 'রুম্বা রেপিড্স' এবং স্ট্যাফোর্ডশায়ারে অবস্থিত অলটন টাওয়ার্সের 'কঙ্গো রিভার রপিড্স'।

CURRENCY WORLD
Fast and Reliable
1 j v‡L
wd gvÎ £9.99
m¯Ív wegvb wU‡KU
Kg Li‡P Igivn I nR¾
wc‡b †mBg †W
GKvD‡›U `B w`‡b
wd Kg I †iBU †ekx
DHL (£23) I Kv‡Mv
nwj‡W c¨v‡KR
UMRAH £850 & £750
Passport Service Available
N‡i e‡mB UvKv cvVvb AvcbR‡bi Kv‡Q
LOW COST HAJJ, UMRAH & AIR TICKET
Send Money Worldwide / Send Money Bangladesh
117 Whitechapel Road London E1 1DT
T : 020 3561 0265
M : 079 8473 0960

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide
FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

ICTM LONDON
Educating for better jobs

ICON COLLEGE
OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Are you a mature student and have GCSEs and work experience ?
Do you have A levels but missed your place at university or dropped out
Then achieve a UK university degree via HND.

***UK and EU students are eligible for**
student Loans
*Please see our website for details

ENROL NOW FOR:
BTEC Level 5 HND in

- Business
- Computing and Systems Development
- Electrical and Electronic Engineering
- Travel and Tourism Management
- Hospitality Management
- Health and Social Care

- **Flexible Learning: day, evenings and weekend classes available**

Progression Routes
BA, BSc, BEng (Hons) via HND (Final year[s] at many UK universities) (subject to acceptance)

BTEC
Approved Centre from Pearson

www.iconcollege.com | 020 7377 2800 | info@iconcollege.com
Unit 21-22, 1-13 Adler Street, London E1 1EG Aldgate East / Whitechapel

ENROLLING NOW *for* JUNE & SEPTEMBER 2017

Editor Taysir Mahmud | Published By Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN | Telephone 0203 540 0942 • 0203 540 0940 • Advert: 07940 782 876 | Email info@weeklydesh.co.uk • advert@weeklydesh.co.uk